BANGLA POST Year: 23 ◆ Issue: 1084 ◆ Friday 22 May - Thursday 28 May 2026 FREE

# বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

## লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক

--১৬ পৃষ্ঠায়

## সহসাই পদত্যাগ করছেন না ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী

**পোস্ট ডেস্ক :** ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার কেয়ার স্টারমার সহসাই পদত্যাগ করছেন না। এমনকি তিনি কবে দায়িত্ব ছাড়বেন, সে বিষয়ে --১৭ পৃষ্ঠায়

# গোপণ সমঝোতায় ফিরছে আওয়ামীলীগ

**॥ এম. হাসানুল হক উজ্জ্বল ॥**

বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামীলীগের প্রত্যাবর্তন নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। এ নিয়ে সরকার ও বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে শুরু হয়েছে আলোচনা-সমালোচনা। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এবং পরবর্তীতে ক্ষমতা গ্রহণের পর বিএনপি সরকার আওয়ামীলীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে আওয়ামীলীগের প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি কেন্দ্রীয় আলোচনায় উঠে এসেছে। বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের মুখে ৫ আগষ্ট রাষ্ট্রীয় প্রটোকলে ভারতে পৌঁছেন শেখ হাসিনা। এরপর কয়েক মাস নিরব থাকার পর আবারো সক্রিয় হয়ে উঠেছেন তিনি। ভারত থেকে দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে তিনি যোগাযোগ রক্ষা করেই চলেছেন। দলকে চাঙ্গা করতে আওয়ামীলীগ সভানেত্রী দেশে বিদেশে অবস্থানরত নেতাকর্মীদের নানা পরামর্শ দিয়েই যাচ্ছেন। ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে আওয়ামীলীগ নেতাকর্মীরা তাদের অবস্থান জানান দিয়ে মিছিল মিটিও করেছে। অনেক স্থানে দলীয় অফিসও তারা খুলেছে। গোপণে সম্ভাব্য স্থানগুলোতেও নেতাকর্মীরা লিয়াজো চালিয়ে যাচ্ছেন।

এদিকে ভারতে অবস্থানরত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় সাক্ষাৎকার, আওয়ামী লীগের নেতাদের বক্তব্য দলীয় নেতাকর্মীদের উজ্জীবিত করছে। আর এরই মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে ফিরে আসতে পথ খুঁজছে আওয়ামী লীগ। দলটির তৃণমূলের নেতাকর্মীরা নানা কৌশলে মাঠে নামার চেষ্টা করছে। এ জন্য তারা নানা দিবস বা সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানকে বেছে নিচ্ছে। এসব অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে তারা দলীয় স্লোগান এবং বক্তব্যও দিচ্ছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা সরকার আওয়ামী লীগকে কিছুটা ছাড় দিচ্ছে। অনেকে মন্তব্য করেছেন,স্বাধীনতা বিরোধীদের চাঁপে রাখতে আওয়ামীলীগতে বিএনপি সরকার হাতে নিতে চাচ্ছে। সব মিলিয়ে জুলাই আন্দোলনকারীদের সামনের সারির নেতারা এখন আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন।

১৭ মে ছিল শেখ হাসিনার ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। এ উপলক্ষে দলটির নেতাকর্মীরা বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করছে। তারা তাদের নেত্রীর প্রত্যাবর্তন এবং নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে রাজধানীর আসাদগেট ও ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের বিভিন্ন পয়েন্টে তাৎক্ষণিক ঝটিকা মিছিল করছে। এছাড়াও দল ও সহযোগী সংগঠনের --১৬ পৃষ্ঠায়

## রাজার মাথায় 'পাখির বিষ্ঠা' অত:পর...

**পোস্ট ডেস্ক :** রাজা তৃতীয় চার্লস এবং রানি ক্যামিলা তাদের উত্তর আয়ারল্যান্ড সফরের দ্বিতীয় দিনে বিভিন্ন শহরে আলাদা কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন। উভয়েই কাউন্টি ডাউনে ছিলেন, যেখানে রানি ক্যামিলা হিলসবোরোতে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, আর রাজা বুধবার সমুদ্রতীরবর্তী শহর নিউক্যাসলে যান।

নিউক্যাসলে হাঁটাহাঁটির সময় রাজার জ্যাকেটের পেছনে পাখির বিষ্ঠা পড়ে, তবে তিনি বিষয়টিকে হালকা করে বলেন: "অন্তত এটা আমার মাথায় পড়েনি।" এ সময় একজন সদস্য তাকে বলেন এটি "সৌভাগ্যের" লক্ষণ, এবং রাজা হাসেন। --১৭ পৃষ্ঠায়

## অক্টোবরে প্রথম ধাপে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** স্থানীয় সরকার নির্বাচনের জোর প্রস্তুতি শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আগামী অক্টোবর মাসে প্রথম ধাপে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে জট লেগে থাকা নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু করার পরিকল্পনা করছে ইসি। পরে বিরতিহীনভাবে পর্যাক্রমে ধাপে ধাপে সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা ও জেলা পরিষদ নির্বাচন আয়োজনের পরিকল্পনাও রয়েছে। ইতিমধ্যে কমিশনের --১৭ পৃষ্ঠায়

## হজ পালন করতে গিয়ে ১৮ বাংলাদেশির মৃত্যু

**পোস্ট ডেস্ক :** এবার বাংলাদেশ থেকে হজ পালন করতে গিয়ে এখন পর্যন্ত ১৮ বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া চলতি মৌসুমে মঙ্গলবার (১৯ মে) পর্যন্ত ১৬৯টি ফ্লাইটে মোট ৬৫ হাজার ৫৯২ জন বাংলাদেশি হজযাত্রী সৌদি আরবে পৌঁছেছেন।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হজ ব্যবস্থাপনা পোর্টালের আইটি হেল্পডেস্কের সর্বশেষ বুলেটিন অনুযায়ী, ১৮ মে (সৌদি সময় রাত ২৩:৫৯) পর্যন্ত সর্বমোট ৬৫ হাজার ৫৯২ জন জন হজযাত্রী দেশটিতে পৌঁছেছেন। এর মধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ৪ হাজার ৪৪৪ জন এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ৬১ হাজার ১৪৮ জন যাত্রী সৌদি আরবে --১৭ পৃষ্ঠায়

# বাংলাদেশীদের মুখ উজ্জল করলেন যারা

**কাউন্সিলার মুশতাক আহমদ**
*স্পীকার, টাওয়ার হ্যামলেটস*

**কাউন্সিলর এনামুল হক**
*ডেপুটি মেয়র, নর্থাম্পটন টাউন*

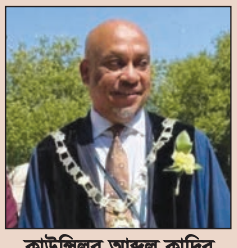

**কাউন্সিলর আব্দুল কাদির**
*লর্ড মেয়র, স্পোর্টস মাউথ*

**কাউন্সিলর ফেরদৌসী হেনা চৌধুরী**
*ডেপুটি মেয়র, ওয়ার্দিং কাউন্সিল*

**কাউন্সিলর সাঈদা চৌধুরী**
*ডেপুটি মেয়র, রেডব্রিজ কাউন্সিল*

**কাউন্সিলর রওশন আরা**
*মেয়র, রামসগেট কাউন্সিল*

**কাউন্সিলর সাজু মিয়া**
*মেয়র, কিডমিনস্টার কাউন্সিল*

**কাউন্সিলর মোহাম্মদ ইসলাম**
*ডেপুটি মেয়র, ক্রয়ডন কাউন্সিল*

বিস্তারিত--১৩ পৃষ্ঠায়

| Asia | Cow | Cow Share | Sheep |
|---|---|---|---|
| Bangladesh | £560 | £80 | £135 |
| Pakistan | £385 | £55 | £135 |
| Kashmir | £385 | £55 | £135 |
| Afghanistan | £385 | £55 | £135 |
| Rohingya (Burma) | £560 | £80 | £135 |
| Sri Lanka | £385 | £55 | £135 |
| India | £175 | £25 | £135 |

# বাংলাদেশ সেন্টার লন্ডন'র বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন সম্পন্ন

## নতুন সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তফজ্জুল মিয়া মনোনীত

যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের অনন্য অবদানের স্মারক ও গৌরবের প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সেন্টার লন্ডন'র বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন ১৭ মে রবিবার দুপুর ১ঘটিকার সময় পূর্ব লন্ডনের ইমপ্রেশন ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উৎসব মুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত সভায় প্রায় সাড়ে ৩ শতাধিক সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

ভাইস চেয়ারম্যান তফজ্জুল মিয়ার সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়।

সভার শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করেন সেন্টারের চীফ ট্রেজারার শিব্বির আহমদ। এরপর সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন ও সংগঠনের আর্থিক হিসাব পেশ করেন যথাক্রমে দেলোয়ার হোসেন ও শিব্বির আহমদ। দু'টি প্রতিবেদনের উপর আলোচনায় অংশনেন পার্মানেন্ট মেম্বার প্রফেসর ডঃ সানওয়ার চৌধুরী,দিলওয়ার হোসেন,মোহাম্মাদ আলী মজনু, মোহাম্মদ সরওয়ার আহাদ, ফিরোজ আহমদ, লাইফ মেম্বার দবির হোসেন।

সভায় সর্বসম্মতভাবে দু'টি প্রতিবেদন অনুমোদন করা হয়।

**নবাব উদ্দিনকে সম্মাননা :** সভায় বাংলাদেশ সেন্টারের কার্যক্রম পরিচালনায় বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ ও সহযোগিতা করে বিশেষ অবদান রাখার জন্য সেন্টারের প্রধান উপদেষ্টা ও পার্মানেন্ট মেম্বার নবাব উদ্দিনকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। ভাইস চেয়ারম্যান তফজ্জুল মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন সেন্টারের পক্ষ থেকে নবাব উদ্দিনের হাতে ক্রেস্ট তুলে দিয়ে এ সম্মাননা জ্ঞাপন করেন।

**নির্বাচনী অধিবেশন :** সাধারণ সভা শেষে শুরু হয় নির্বাচনী অধিবেশন। মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন ব্রিটিশ বাংলাদেশী কমিউনিটির বিশিষ্ট আইনজ্ঞকে নিয়ে গঠিত ৩ সদস্য বিশিষ্ট স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের প্রধান জজ ও সলিসিটর বেলায়েত হোসেন। অপর ২ সদস্য ব্যারিস্টার আবুল কালাম ও সলিসিটর মাহদি হাসান। নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করেন বাংলাদেশ সেন্টারের ২০২৬-২৮ সালের কাউন্সিল ম্যানেজমেন্ট কমিটির ৩৮টি পদে নির্বাচনের জন্য এককভাবে ৩৮টি বৈধ মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। এইজন্য ভোট গ্রহণের প্রয়োজন পড়েনি। নির্বাচনের বিধি অনুসারে আমরা তাদেরকে নির্বাচিত ঘোষণা করছি। পার্মানেন্ট মেম্বার ক্যাটাগরি থেকে নির্বাচিত ২১ জন হলেন মাহিদুল ইসলাম চৌধুরী, সামসুল ইসলাম সেলিম, জামাল মিয়া, আবু বকর খান, জাহিদুর রহমান, মোহাম্মদ আব্দুল হাই, মোহাম্মদ ফজর আলী, সাহেদ আহমদ, মানিক মিয়া, জাকির হোসেন, মোহাম্মদ সরওয়ার আহাদ, তফজ্জুল মিয়া, মোহাম্মদ হোসেন রহমান, ড. শাহানুর খান, করিম মিয়া শামীম, সেলিম চৌধুরী ও এনামুল করিম খান। লাইফ মেম্বার ক্যাটাগরি থেকে নির্বাচিত ১৭ জন হলেন আমিনুল হক জিলু, মোঃ আবজল হোসেন, শামীম আহমদ, ড. রাজাউল হায়দার, মোহাম্মদ মামুন রশীদ. আলী আহমেদ বেবুল, আবু আহমেদ সরওয়ার, মোহাম্মদ সাদ চৌধুরী, মোহাম্মদ ময়নুল হক, মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, গুলনাহার থান,মোহাম্মদ এ আর সোহেল, হাফসা নূর, মরিয়ম রহমান পলি, মোঃ দেলোয়ার হোসেন, জুবের আহমদ, শিব্বির আহমদ।

**নতুন কাউন্সিল ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভা।**

নতুন সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তফজ্জুল মিয়া মনোনীত

এরপর নব নির্বাচিত কাউন্সিল ম্যানেজমেন্ট কমিটির তাৎক্ষণিক একটি সভা পার্মানেন্ট মেম্বার ড. শাহানুর খানের সভাপতিত্বে এবং সদ্য বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আগামী বাংলাদেশ সেন্টারের ২০২৬-২৮ সালের কাউন্সিল ম্যানেজমেন্ট কমিটির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তফজ্জুল মিয়াকে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত করা হয়। এছাড়াও সভায় পূর্ণাঙ্গ কাউন্সিল ম্যানেজমেন্ট কমিটির পরবর্তী সভার তারিখ নির্ধারণ করা হয়। উক্ত সভায় কাউন্সিল ম্যানেজমেন্ট কমিটির বিভিন্ন পদ বন্টন ও বিভিন্ন উপ-কমিটি গঠন করা হবে।

**বিশেষ দোয়া**

বাংলাদেশ সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত যে সকল ফাউন্ডার মেম্বার, পার্মানেন্ট, লাইফ ও জেনারেল মেম্বার মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন সেন্টারের খতিব ও লাইফ মেম্বার হাফিজ নাজিম উদ্দিন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে লন্ডনের ঐতিহাসিক 'বাংলাদেশ সেন্টার'। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে বৈশ্বিক জনমত গঠনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখেন যুক্তরাজ্য প্রবাসীরা। তখন যুক্তরাজ্য প্রবাসীরাই স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে বৈশ্বিক সমন্বয়কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন 'বাংলাদেশ সেন্টার'। এই সেন্টারেই ভারতের পর বহিঃবিশ্বে বাংলাদেশের প্রথম কোনো দূতাবাস চালু হয়। দ্য রয়্যাল লন্ডন বারা অব কেনজিংটন অ্যান্ড চেলসি এলাকার নটিংহিল গেইট টিউব স্টেশনের কাছেই ২৪ পেমব্রিজ গার্ডেন্সে অবস্থিত ঐতিহাসিক বাংলাদেশ সেন্টার।

# বার্মিংহাম লর্ড মেয়রের সম্মাননা স্মারক পেলেন সাংবাদিক জয়নাল ইসলাম

যুক্তরাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর নগর বামিংহাম তথা মিডল্যান্ডসে মাল্টি কালচারেল এবং প্রবাসে বাঙালী কমিউনিটির কল্যানে সংবাদের স্বচ্ছতা ও পেশাদারিত্বতা বজায় রেখে বস্তুনিস্ট সংবাদ প্রদানের মধ্যে দিয়ে বিলেতে বাঙালি কমিউনিটির সুখ,দুঃখ,প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির খতিয়ান বিশ্বস্ত বর্ণনায় প্রতিনিয়ত তুলে ধরছেন বার্মিংহাম বাংলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এবং এটিএন বাংলা ইউকের প্রতিনিধি জয়নাল ইসলাম।

তার প্রতিবেদন তৃণমূল থেকে বিশ্বব্যাপী শিরোনাম, কমিউনিটি রিপোর্টিংয়ের মাধ্যমে জাতীয় এজেন্ডা নির্ধারণ, অভিবাসন, আবাসন, পারিবারিক নির্যাতন,স্থানীয় ক্রাইম, স্পোর্টস, প্রবাসীদের বিভিন্ন অর্জন এবং কমিউনিটির নানান সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ রিপোর্টিংয়ের মাধ্যমে যুক্তরাজ্যের মূলধারায় বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরার পাশাপাশি সাংবাদিকতায় অনবদ্ধ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ইউরোপের সর্ব বৃহৎ বার্মিংহাম সিটি কাউন্সিলের ১১৫তম লর্ড মেয়রের পক্ষ থেকে সম্মাননা স্মারক ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয় ষ গত ১৮ই মে ২০২৬ সোমবার বার্মিংহামের সিটি সেন্টারে অবস্থিত ভিক্টরিয়া স্কয়ারের ঐতিহাসিক কাউন্সিল হাউসের নগর ভবনে বার্মিংহামের লর্ড মেয়র জাফর ইকবাল এমবিই এই সম্মাননা স্মারক ও ক্রেস্ট প্রদান করেন।

অনুষ্টানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বার্মিংহাম সিটি কাউন্সিলের গ্ৰরেটসগ্রীন ওয়ার্ড থেকে টানা তৃতীয় বারের মতো নির্বাচিত কাউন্সিলর সাদেক মিয়া সমছু, তিনি বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে জয়নাল ইসলামের নির্ভীক ভূমিকার কথা উল্লেখ করে ভূয়সী প্রশংসা করেন।



সম্মাননা স্মারক পেয়ে জয়নাল ইসলাম বলেন এই সম্মাননা বার্মিংহামের বাংলা মিডিয়া অঙ্গনে কর্মরত সাংবাদিকদের কাজের প্রতি এক দারুণ স্বীকৃতি।

উল্ল্যেখ গত ২৫শে জানুয়ারি লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাব কর্তৃক বার্মিংহামের বেস্ট টিভি নিউজ রিপোর্টার হিসেবে জয়নাল ইসলাম মর্যাদাপূর্ণ মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন।

# বো ওয়েস্ট এলাকার উন্নয়নে আমাদের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে

গত ১৭ মে রোববার টাওয়ার হ্যামলেটসের বো ওয়েস্ট এলাকার একটি কমিউনিটি সেন্টারে এক মতবিনিময় ও গেট-টুগেদার সভা অনুষ্ঠিত হয়। আসপায়ার পার্টি মনোনীত কাউন্সিলর পদপ্রার্থী সৈয়দ নাঈম আহমদ ও মোঃ রিপন আলীর সৌজন্যে এ সভার আয়োজন করা হয়।

গত কাউন্সিল নির্বাচনে দীর্ঘ প্রায় ছয় মাসব্যাপী যারা বিভিন্নভাবে নির্বাচনী প্রচারণায় সহযোগিতা করেছেন এবং নির্বাচনের দিন কো-অর্ডিনেটর ও পোলিং এজেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, মূলত তাদের সম্মাননা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যেই এ আয়োজন করা হয়।

সভায় কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও বো ওয়েস্ট এলাকার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। সভার শুরুতে মোঃ রিপন আলী উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানান। সৈয়দ নাঈম আহমদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আসপায়ার পার্টির চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা জনাব কে এম আবু তাহের চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ব্রোমলি সাউথ থেকে নবনির্বাচিত কাউন্সিলর হাফিজ মোহাম্মদ ইলিয়াছ এবং কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব জনাব মোঃ আব্দুর রব।

বো ওয়েস্ট এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন মিজান আব্দুল্লাহ, সাদিকুল হক, শাহিদুল ইসলাম ও লোকমান হোসাইন। দোয়া পরিচালনা করেন হাফিজ হোসাইন আহমদ বিশ্বনাথী।

প্রায় শতাধিক কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এ সভায় কাউন্সিলর পদপ্রার্থী সৈয়দ নাঈম আহমদ ও মোঃ রিপন আলী তাদের বক্তব্যে বলেন, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের বো ওয়েস্ট ওয়ার্ডে আসপায়ার পার্টির মনোনীত প্রার্থী হিসেবে তারা দীর্ঘ সময় ধরে এলাকাবাসীর সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। তারা বলেন, নির্বাচনের মাধ্যমে গড়ে ওঠা ভালোবাসা, আন্তরিকতা ও নিঃস্বার্থ সম্পর্ক ভবিষ্যতেও অটুট থাকবে ইনশাআল্লাহ।

তারা আরও বলেন, নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই এলাকার মানুষ নিখাদ ভালোবাসা, আন্তরিকতা, শ্রম ও মূল্যবান সময় দিয়ে যেভাবে পাশে দাঁড়িয়েছেন, তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। দিন-রাত নিরলস পরিশ্রম, দোয়া ও সহযোগিতার জন্য তারা সকলের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

বক্তারা উল্লেখ করেন, টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পারস্পরিক যে সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ব ও আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, সেটিই তাদের সবচেয়ে বড় অর্জন। ভবিষ্যতে এ সম্পর্ককে ভিত্তি করে আরও বিভিন্ন সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনার আশাবাদ ব্যক্ত করেন তারা।

কে এম আবু তাহের চৌধুরী বলেন, নানা প্রতিকূলতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেও হাজারের বেশি ভোট অর্জন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সফলতা, যার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব এলাকাবাসীর আন্তরিকতা, দোয়া ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল।

তিনি আরও বলেন, এটি কেবল শুরু মাত্র। তাই কারো মনে যেন হতাশা স্থান না পায়। ঐক্য, সাহস, মনোবল ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে ভবিষ্যতের পথচলাকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।

সভায় বক্তারা অদূর ভবিষ্যতে বিভিন্ন ফলপ্রসূ সামাজিক ও সেবামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে সবাইকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

# "এ মান অফ একশান" বায়োগ্রাফিমুলক বই এর প্রকাশনা অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিয়ে একটি সভা

বায়োগ্রাফিমুলক বই এর প্রকাশনা অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিয়ে একটি সভা গত মংগলবার ১৯ মে ৭টায় চানেল এস বোর্ড রুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মোড়ক উন্মোচন করার জন্য ও অনুষ্ঠানকে সফল করার লক্ষ্যে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপ কমিটি করা হয়।। শুরুতে চানেল এস ও ফ্রেন্ডস অব নাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল সিলেট ইউকে কমিটির চেয়ারম্যান ফ্রি মান অফ দা সিটি অব লন্ডন খেতাবে ভূষিত জনাব আহমেদ উস সামাদ চৌধুরী জেপি সবাইকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানান। এখানে উল্লেখ্য, আহমেদ উস সামাদ চৌধুরীর উপর গ্রন্হের বাংলা সংস্করণ বাংলাদেশ থেকে আগামিতে প্রকাশিত হবে ও বাংলাদেশে অনাড়ম্বর একটি অনুষ্ঠান আয়োজন হবে বলেও আশা করা হচ্ছে,বইয়ের অনুবাদ এর উল্লেখ করেন।

সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে আগামি ১৬ জুন মংগলবার ৬টায় লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমিতে বইয়ের মোড়ক উন্মোচিত হবে।

শুরুতে সবাইকে স্বাগত জানান ও বইয়ের কিছু ভুমিকা দেন সানরাইজ স্পেকট্রাম বাংলা রেডিও টিভি ও পিস হোমের ফাউন্ডার মিছবাহ জামাল, ও চানেল এস সিনিয়র নিউজ প্রেজেন্টার, সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট আবৃত্তিকার তৌহিদ শাকিল।

এতে খোলামেলা মতামত রাখেন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাবেক প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ জুবায়ের, বর্তমান প্রেসিডেন্ট বারিষ্টার তারেক চৌধুরী, জেনারেল সেক্রেটারি মোহাম্মদ আকরামুল হোসেন, গবেষক ফারুক আহমেদ, সিনিয়র সাংবাদিক আব্দুল মুনিম জাহেদি কারল, চানেল এস নিউজ

দায়িত্বে আছেন তৌহিদ শাকিল।

আহমেদ উস সামাদ চৌধুরী গত ৫০ বছর ধরে বিলেতে বাঙালী কমিউনিটির বিভিন্ন অংগনে যার পথ চলা, বৃষ্টল শাহজালাল জামে মসজিদসহ বিভিন্ন ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য সেবা, দাতব্য প্রতিষ্ঠান যুক্তরাজ্যেই শুধু নয় একই সাথে বাংলাদেশে নিজের পারিবারিকভাবে দেয়া মরহুম

দেলোয়ার হোসেন চৌধুরী মসজিদ, ধর্মীয় কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ছাড়াও উল্লেখ করার মতো যেমন হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল সিলেট, সিলেট কিডনী ফাউন্ডেশন হসপিটাল, সিলেট লিভার ফাউন্ডেশন সহ অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরাসরি জড়িত থেকে অতুলনীয় অবদান রেখে যাচ্ছেন।প্রকাশনা অনুষ্ঠানে ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে এসবের বিবরণ তুলে ধরাটা প্রয়োজন বলে সভায় উপ কমিটির সদস্যরা

এডিটর ও সিনিয়র প্রেজেন্টার রুপি আমিন, রেডব্রিজ কমিউনিটি ট্রাষ্ট প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ অহিদ উদ্দিন, সিনিয়র নিউজ রিপোর্টার মৃধা শো'র উপস্থাপক রেজাউল করিম মৃধা, নতুনদিন অনলাইন এডিটর পলি রহমান, কবি হাফসা ইসলাম, লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমীর কেরিয়ার এডভাইজার মুহি মিকদাদ, সমাজকর্মী মোঃ আলাউদ্দিন।

শুধুমাত্র আমন্ত্রিত অতিথিদের নিয়ে অনুষ্ঠানকে সাজানো হবে, যাতে বিলেতে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের কিছু ছেলেমেয়েদের এবং ইউনিভার্সিটিতে পড়ুয়া কিছু ছাত্র ছাত্রীদের যাতে অংশগ্রহণ করানো যায় তার উপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত রাখেন ও অনুষ্ঠানে মিডিয়ায় বিশেষ সহযোগিতা দেবেন মুহাম্মদ জুবায়ের ও বারিষ্টার তারেক চৌধুরী, মুহি মিকদাদকে এ লক্ষ্যে দায়িত্ব দেওয়া হয়। হলের স্থানের কথা ভেবে আপাতত ১৫০ জন শুধুমাএ আমন্ত্রিত অতিথিদের নিয়ে অনুষ্ঠান করার জন্য উপ কমিটির সকলকে বিভিন্ন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানটি বাংলা ও এর পাশাপাশি ইংরেজিতে উপস্থাপনা করা হবে।

বিস্তারিত A Man of Action Book Launching programme গ্রুপে জানানো হবে।

Specsavers

Should've gone to Specsavers

My mum has glaucoma, do I?

OCT scans can give a clear view of your eye health

That's why we offer them nationwide

Additional charge of £5 or £10 applies for OCT scan in addition to cost of a standard eye test. Prices vary per store. Ask in store for details.

# গীতিকবি মাহফুজা রহমানের গান ও কবিতা নিয়ে মনোরম সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

**নিলুফা ইয়াসমীন হাসান : লন্ডন:** সাহিত্যিক মাহফুজা রহমান ছোটবেলা থেকে কাব্য রচনা করে চলেছেন। সম্প্রতি 'নতুন এক বৈরাগী আমি' এবং 'ছিঃ ছিঃ' নামে তাঁর দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ হয়েছে। গত ১৭ই মে পূর্ব লন্ডনের ব্রাডি আর্টস সেন্টারে গীতিকবি মাহফুজা রহমানের গান ও কবিতা নিয়ে মনোরম সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন ছিল চমৎকার।

ছন্দ, অলংকার ও নান্দনিক ভাষার মাধ্যমে রচিত বই হলো কাব্যগ্রন্থ। আত্মার খোরাক, হৃদয়ের সমস্ত রুদ্ধ দ্বার খুলে দেয় কাব্যগ্রন্থ। তাইতো সেদিন উৎসবকে ঘিরে ছিল এত আয়োজন, শ্রোতা দর্শকের ছিল উপচে পড়া ভীড়। বাল্যকাল থেকেই সাহিত্য, গান, আবৃত্তি, নাটক ও শিল্পকলার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছেন মাহফুজা রহমান এবং আজও নিরলসভাবে লিখে যাচ্ছেন। স্কুলে দেয়াল পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশের মাধ্যমে সাহিত্য চর্চায় তাঁর হাতেখড়ি। মাহফুজা রহমানের কবিতায় দেশপ্রেম, প্রকৃতি, প্রেম বিরহ থাকলেও সমাজের অনাচার, অবিচার, মানবতার অবমাননা, বঞ্চণা, বৈষম্য ইত্যাদি ব্যাপারগুলো উঠে এসেছে বার বার।

মাহফুজা রহমান - এই গুণি মানুষটি বাংলাদেশ টেলিভিশনের একজন রেজিস্টার্ড গীতিকার। তাঁর বহু গান, বাংলাদেশের প্রথিতযশা সুরকার আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল, প্রণব ঘোষ, ইমন সাহার মতো বিশিষ্ট সুরকাররা সুর করেছেন। সেই সুরারোপিত গানগুলো গেয়েছেন স্বনামধন্য শিল্পী পলাশ, সামিনা নবী, আলম আরা মিনু, অনিমা-ডি-কস্টা সহ অনেকে। লন্ডনের বিভিন্ন সাপ্তাহিকে নিয়মিত মাহফুজা রহমানের লেখা ছাপা হতো। তিনি বহু নাটকে অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

মাহফুজা রহমান তাঁর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের স্বীকৃতি স্বরূপ, ২০২৩ সালে সিটি অফ লন্ডন কর্পোরেশন থেকে, ব্রিটেনের প্রাচীনতম ও অত্যন্ত সম্মানজনক পদবী, "ফ্রীডম অফ দ্য সিটি অফ লন্ডন" সম্মাননা লাভ করেন। তাঁর স্বামী এমদাদ তালুকদারও তাঁর, সামাজিক কর্মকান্ডের জন্যে একই সম্মাননা অর্জন করেন।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি আ্যলামনাই ইন দ্য ইউকের সভাপতি সিরাজুল বাছিত চৌধুরীর সার্বিক তত্ত্বাবধানে, কাউন্সিলর সাইদা চৌধুরী ও সৈয়দ জাফরের উপস্থাপনায় এবং মেজবাহ জামালের কণ্ঠে মাহফুজা রহমানের লেখা 'আলোয় আলোয় যাক বিশ্বভরে।

প্রদীপ জ্বালো প্রদীপ জ্বালো সব ঘরে ঘরে' কবিতা আবৃত্তির সাথে মোমবাতি প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

ঢাকা থেকে আগত বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী সামিনা চৌধুরী মাহফুজা রহমানের লেখা অনেকগুলো গান একাধারে পরিবেশন করেন। গানের সাথে নৃত্য পরিবেশন করেন বুলবুল একাডেমি অফ ফাইন আর্টস ইউকের (বাফা) মনিরুল ইসলাম মুকুল, কাজী ফারহানা, সুপ্তি পাল ও নীহারিকা ভৌমিক।

মাহফুজা রহমানের স্বামী এমদাদ তালুকদার এমবিই এদেশের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে খুবই জনপ্রিয় একজন ব্যক্তিত্ব, তিনিও এই আনুষ্ঠানে মাহফুজা রহমানের কর্মময় জীবন সম্পর্কে তুলে ধরেন। মাহফুজা রহমানের বই নিয়ে আলোচনা করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা গৌস সুলতান, 'নতুন এক বৈরাগী আমি' বইয়ের সম্পাদক কবি হামিদ মোহাম্মদ এবং কলামিষ্ট আলমগীর শাহরিয়ার।

মাহফুজা রহমানের লেখা গান পরিবেশন করেন ভারত থেকে আগত শিল্পী তৃপ্তি কনা দাস, আশির দশকে বাংলাদেশ টেলিভিশনের জনপ্রিয় শিল্পী ভাতৃদ্বয় সৈয়দ জুবায়ের ও তারেক সৈয়দ। আরো যারা মাহফুজা রহমানের লেখা গান ও কবিতা পরিবেশন করেছেন তাঁরা হলেন, পাপিয়া দাস বাউল, মুজিবুল হক মণি, স্মৃতি আজাদ, মেজবাহ জামাল, এম কিউ হাসান, শারমীন চৌধুরী মিলা, মিজানুর রাহমান, মেজবাহ কামাল, মাহফুজা রহমানের লেখা ইংরেজি কবিতা থেকে পাঠ করেন ররি শিভালিসকি। সিরাজুল বাছিত চৌধুরী ও সাঈদা চৌধুরী দম্পতির বিশেষ নৃত্য পরিবেশনা দর্শকদের আনন্দের খোরাক জুগিয়েছে।

মাহফুজা রহমানের জীবন আলেখ্য তুলে ধরেন সাস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ডলি ইসলাম, নিলুফা ইয়াসমীন হাসান ও সৈয়দ জাফর। মাহফুজা রহমানের উপর বায়োপিক তৈরি করেছেন মিনহাজ কিবরিয়া।

অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন শাহগির বখত ফারুখ, তারেক চৌধুরী, ফারুখ আহমেদ, আবু সুফিয়ান, মারুফ চৌধুরী, ইসমাইল হোসেন, মেজবাহ উদ্দিন ইকো, মুসলেহ উদ্দিন আহমেদ, সৈয়দ হামিদুল হক, মাহারুন আহমেদ মালা, মোস্তফা কামাল মিলন, শ্যামল চৌধুরী, শাহাব আহমেদ বাচ্চু, সৈয়দ এনামুল ইসলাম, হাসনাইন চৌধুরী, মাহমুদা চৌধুরী, আজম ফারুখ, সৈয়দা ফারহানা সুবর্ণা, রুবায়েত শারমিন ঝরা, সাইকা মোহাম্মদ ও জেসিকা মোহাম্মদ।

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে করে তুলেছিল মহিমান্বিত। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর মবিন, লোকমান হোসেন, ফয়জুর রহমান খান, দেওয়ান গৌস সুলতান, আবু মুসা হাসান, আব্দুর রহমান খান, সৈয়দ গোলাম আলী, শহিদুল ইসলাম বাবলু, আহমেদ কবির এবং হুমায়ুন কবীর।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ আব্দুর রাকীব, ব্যারিষ্টার নাজির উদ্দিন চৌধুরী, রিপা সুলতানা রাকীব, মির্জা আসাব বেগ, কাউন্সিলর আমিনা আলী, কাউন্সিলর সাঈদা ফেরদৌসী পাশা, সত্যবাণীর সম্পাদক সৈয়দ আনাস পাশা, ঊর্মি মাযহার, মোস্তফা কামাল, গোলাম মোস্তফা, সাকির আহমেদ, সাবেক কাউন্সিলর ও স্পীকার আহবাব হোসাইন, সাবেক কাউন্সিলর আয়েশা চৌধুরী প্রমুখ।

উপস্থিত সকলের প্রতি নাট্যকার, লেখক, গীতিকবি মাহফুজা রহমানের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রকাশের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে এবং অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের রাতের খাবারে আপ্যায়ন করা হয়েছে। মাহফুজা রহমানের লেখার প্রশংসা করে সামনের দিনগুলোতে লেখকের আরও নতুন নতুন বিস্তৃত লেখা ও চিন্তা পাঠককে মুগ্দ্ধ করবে বলে সকলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

এসময় ঢাকা ইউনিভার্সিটি আ্যলামনাই ইন দ্য ইউকের পক্ষে মিছবাহ উদ্দিন ইকো মাহফুজা রহমান কে সম্মাননা সনদ এবং সংগঠনের উপস্থিত সদস্যরা ফুলের তোড়া উপহার দেন।

বি এল এর পক্ষ থেকে মাহমুদা চৌধুরী, ব্যারিস্টার মনির চৌধুরী, ব্যারিস্টার সলিসিটর নাজির উদ্দিন চৌধুরী ও সহধর্মিনী বদরুন নাহার এবং ব্যারিস্টার সলিসিটার এমকিউ হাসান ফুলের তোড়া উপহার দেন। এছাড়াও ঢাকা ইউনিভার্সিটি আ্যলামনাই ইন দ্য ইউকের মাহারুন আহমেদ মালা ও স্বামী শাকিল আহমেদও ফুলের শুভেচ্ছায় সিক্ত করেন কবিকে। সকলের ভালবাসায় মাহফুজা রহমান আবেগে আপ্লুত হয়ে পরেন।

অনুষ্ঠানকে সাফল্য মন্ডিত করতে যে সকল প্রতিষ্ঠান সহযোগিতা করেছে তারা হলো ঢাকা ইউনিভার্সিটি আ্যলামনাই ইন দ্য ইউকে, ব্রিটিশ বাংলাদেশী টিচার এসোসিয়েশন ইউকে, বাংলাদেশ ল' এসোসিয়েশন, সাঈদা সি এবং বাফা ইউকে।

# টাওয়ার হ্যামলেটসে শিশু সুরক্ষায় 'উচ্চাকাঙ্ক্ষী' ও 'শক্তিশালী' অংশীদারিত্বের জন্য কাউন্সিল ও তার অংশীদারদের প্রশংসা

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল ও তার অংশীদার সংস্থাগুলো শিশু যৌন নির্যাতনের ঘটনায় পরিবারের ভিতরে ঘটে যাওয়া অপরাধের তদন্ত ও সুরক্ষায় "উচ্চাকাঙ্ক্ষী" এবং "শক্তিশালী" অংশীদারিত্ব গড়ে তোলায় প্রশংসিত হয়েছে।

একটি যৌথ লক্ষ্যভিত্তিক এলাকা পরিদর্শন (জয়েন্ট টার্গেটেড এরিয়া ইন্সপেকশন বা সংক্ষেপে জেটিএআই) প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শিশুদের কণ্ঠস্বর অর্থাৎ তাদের বক্তব্য তদন্ত প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা হয়েছে।

টাওয়ার হ্যামলেটসে পরিবারের ভিতরে শিশু যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধে বহু-সংস্থার প্রতিক্রিয়া নিয়ে এই জেটিএআই পরিদর্শন ২০২৬ সালের ৯ থেকে ১৩ মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। পরিদর্শনটি পরিচালনা করেন অফস্টেড, কেয়ার কোয়ালিটি কমিশন (সিএকিউসি), হিজ ম্যাজেস্টির ইন্সপেক্টরেট অব কনস্টেবুলারি অ্যান্ড ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ সার্ভিসেস (এইচএমআইসিএফআরএস) এবং হিজ ম্যাজেস্টির ইন্সপেক্টরেট অব প্রোবেশন (এইচএমআইপি)-এর পরিদর্শকরা।

স্কুল অফস্টেড পরিদর্শনের মতো এই পরিদর্শনে কোনো গ্রেডিং (যেমন: আউটস্ট্যান্ডিং, গুড) দেওয়া হয়নি। তবে পরবর্তী প্রতিবেদনে ইতিবাচক কাজের উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে এবং উন্নয়নের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল ও তার অংশীদারদের প্রশংসা করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে:

"শিশুদের কণ্ঠস্বর প্রায় সবসময় অনুশীলনের কেন্দ্রে রাখা হয়। এই জটিল ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, অনুশীলনকারীরা শিশুদের নিরাপদ ও সম্মানিত বোধ করাতে সফলভাবে কাজ করেন। দক্ষ সম্পর্কভিত্তিক কাজ প্রায়শই খুব সফলভাবে শিশুদের চাপ ছাড়াই তাদের আবেগীয় চাহিদা প্রকাশ করতে সাহায্য করে। অংশীদার সংস্থাগুলোর কর্মীরা পেশাদারী সম্পৃক্ততার আবেগীয় প্রভাব সম্পর্কে সংবেদনশীলতা দেখিয়েছেন, বিশেষ করে প্রাথমিক সুরক্ষা কার্যক্রমের সময়।"

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়: "টাওয়ার হ্যামলেটস একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী বহু-সংস্থার সুরক্ষা অংশীদারিত্ব, যেখানে স্থানীয় বৈচিত্র্যময় কমিউনিটিসহ শিশুদের দ্বারা অনুপ্রাণিত স্পষ্ট অগ্রাধিকার রয়েছে। নেতৃত্ব শিশু যৌন নির্যাতনের ঝুঁকিতে থাকা বা ভুক্তভোগী শিশুদের জন্য সেবার কার্যকারিতা সম্পর্কে দৃঢ় ধারণা রাখেন।"

প্রতিবেদনে সংস্থাগুলোর মধ্যে "শক্তিশালী যোগাযোগ", ভাগাভাগি করে শেখা, প্রতিফলিত অনুশীলন এবং সামাজিক যত্ন, শিশু ও কিশোর মানসিক স্বাস্থ্য সেবা (সিএএমএইচএস) এবং যৌন নির্যাতন রেফারেল সেন্টারে শিশু যৌন নির্যাতন বিশেষজ্ঞদের নিয়োগের মাধ্যমে ভুক্তভোগীদের অতিরিক্ত সহায়তা প্রদানেরও প্রশংসা করা হয়েছে।

তবে প্রতিবেদনে কিছু ক্ষেত্রে উন্নয়নের সুপারিশ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সুরক্ষা পরিকল্পনা ও মূল্যায়নের মান আরও উন্নত করা এবং অংশীদারিত্ব মিটিংয়ের মিনিটস ও অ্যাকশন পয়েন্টগুলো দ্রুততর সময়ের মধ্যে বিতরণ নিশ্চিত করা।

কাউন্সিল ও তার অংশীদার সংস্থাগুলো উন্নয়নের এসব ক্ষেত্র মোকাবিলায় একটি অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করবে।

টাওয়ার হ্যামলেটসের এক্সিকিউটিভ মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, "বরাতে শিশু নির্যাতনের সব অভিযোগ আমরা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে থাকি। প্রতিবেদনে কাউন্সিল ও আমাদের অংশীদারদের টিমের ভালো অনুশীলনের অনেক উদাহরণ তুলে ধরায় আমি গর্বিত। যেসব ক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রয়োজন, সেখানে আমরা কঠোর পরিশ্রম করব এবং আমি আত্মবিশ্বাসী যে আমরা শিগগিরই এগুলো বাস্তবায়ন করতে পারব।"

ডেপুটি মেয়র এবং এডুকেশন এন্ড লাইফলং লার্নিং বিষয়ক কেবিনেট মেম্বার, কাউন্সিলর মাইয়ুম তালুকদার বলেন, "পরিদর্শনে এত বড় প্রশংসা পাওয়ায় আমাদের টিম ও অংশীদারদের ধন্যবাদ ও অভিনন্দন। উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে আমরা একটি অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করব, যাতে বরাতে শিশু যৌন নির্যাতন মোকাবিলায় আরও শক্তিশালীভাবে কাজ করতে পারি।"

তিনি আরো বলেন, "এই সর্বশেষ অংশীদারিত্ব পরিদর্শন আমাদের উচ্চমানের স্থানীয় অনুশীলনের আরেকটি প্রমাণ। এটি ২০২৪ সালের নভেম্বরে 'আউটস্ট্যান্ডিং' রেটিংপ্রাপ্ত আইএলএসি পরিদর্শন এবং ২০২৫ সালের জুনে ইতিবাচক এসইএনডি (ঝউঘউ) পরিদর্শনের উপর ভিত্তি করে আরও এগিয়ে যাবে।"

বার্টস হেলথ এনএইচএস ট্রাস্টের গ্রুপ চিফ এক্সিকিউটিভ শেন ডি গ্যারিস বলেন, "শিশু সুরক্ষা একটি যৌথ দায়িত্ব। এই প্রতিবেদন টাওয়ার হ্যামলেটসে অংশীদারিত্বের শক্তিকে তুলে ধরেছে। এনএইচএস কর্মীদের অবদানে আমি গর্বিত। তাদের সহানুভূতিশীল ও দক্ষ কাজের মাধ্যমে শিশুরা শোনা, সুরক্ষিত ও সহায়তাপ্রাপ্ত হয়। অংশীদারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে আমরা সেবা আরও শক্তিশালী করতে পারব এবং শিশুদের জন্য ফলাফল উন্নত করতে পারব।"

# উইন্ডসর ক্যাসেলে প্রিন্স উইলিয়ামের হাত থেকে এমবিই খেতাব গ্রহণ করলেন বিশিষ্ট একাউন্টেন্ট আবু তাহের

লন্ডনের ঐতিহাসিক উইন্ডসর ক্যাসেলে রাজকীয় পরিবেশে ব্রিটিশ-বাংলাদেশি কমিউনিটির সুপরিচিত মুখ, বিশিষ্ট হিসাবরক্ষক, সাহিত্যিক ও সমাজসেবক আবু তাহের এমবিই খেতাব গ্রহণ করেছেন। ১৩ মে ২০২৬ বুধবার প্রিন্স উইলিয়ামের হাত থেকে তিনি "মেম্বার অব দ্য অর্ডার অব দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার (MBE)" সম্মাননা লাভ করেন। তাঁর দীর্ঘদিনের পেশাগত সাফল্য, সাহিত্যচর্চা, সমাজসেবা এবং কমিউনিটি উন্নয়নে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ যুক্তরাজ্য সরকার তাঁকে এ মর্যাদাপূর্ণ সম্মাননায় ভূষিত করে।

**উইন্ডসর ক্যাসেলে সম্মাননা প্রদান**

লন্ডনের নিকটবর্তী ঐতিহাসিক উইন্ডসর ক্যাসেলে আয়োজিত রাজকীয় অনুষ্ঠানে ব্রিটিশ রাজপরিবারের সদস্য, বিভিন্ন অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং আমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রিন্স উইলিয়াম আনুষ্ঠানিকভাবে আবু তাহেরের হাতে এমবিই সম্মাননা তুলে দেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সহধর্মিণী মিতা তাহের, একমাত্র মেয়ে অনিকা তাহের এবং ছোট ছেলে তামিম তাহের। পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতি এ গৌরবময় মুহূর্তকে আরও আবেগঘন ও স্মরণীয় করে তোলে।

সম্মাননা গ্রহণের পর আবু তাহের অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন, "এমবিই খেতাব পাওয়া আমার জন্য অত্যন্ত গর্ব ও সম্মানের। এই স্বীকৃতি আমাকে সমাজ ও মানুষের কল্যাণে আরও বেশি কাজ করতে অনুপ্রাণিত করবে। আমি এই অর্জন আমার পরিবার, সহকর্মী, শুভানুধ্যায়ী এবং কমিউনিটির মানুষদের উৎসর্গ করছি।"

**প্রবাসজীবনে সাফল্যের অনন্য দৃষ্টান্ত**

বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করা আবু তাহের ১৯৮৭ সালে যুক্তরাজ্যে পাড়ি জমান। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি একজন দক্ষ ও পেশাদার হিসাবরক্ষক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯৯৯ সালে পূর্ব লন্ডনে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন Mahi & Co Certified Practising Accountants। প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে ব্যক্তি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনকে আর্থিক পরামর্শ ও হিসাবরক্ষণ সেবা দিয়ে সুপরিচিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। তিনি Institute of Certified Practising Accountants-এর ফেলো সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

**সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চায় অবদান**

পেশাগত জীবনের পাশাপাশি সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চায়ও আবু তাহেরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছাত্রজীবন থেকেই কবিতা ও লেখালেখির প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবল। ১৯৮৮ সালে যুক্তরাজ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত Shanghati Literary Society-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তিনি। প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি থেকে বর্তমানে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে তিনি সংগঠনটিকে আন্তর্জাতিক পরিসরে পরিচিত সাহিত্যিক প্ল্যাটফর্মে রূপ দিয়েছেন। সংগঠনটির উদ্যোগে নিয়মিত কবিতা উৎসব, সাহিত্যসভা, কর্মশালা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

**মানবকল্যাণ ও সমাজসেবায় সক্রিয় ভূমিকা**

সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডেও আবু তাহেরের রয়েছে বিস্তৃত সম্পৃক্ততা। তিনি Masuma Memorial Trust-এর মাধ্যমে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সহায়তা প্রদান করে আসছেন। নারীর ক্ষমতায়নে অবদান রাখতে প্রতিষ্ঠা করেছেন T5 Tailoring Training Centre, যেখানে নারীদের সেলাই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

এছাড়া তিনি Vision Care Foundation-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা, অপারেশন ও স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনায় যুক্ত রয়েছেন। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সামাজিক উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রকল্পেও তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ রয়েছে।

**কমিউনিটির গর্ব**

সার্বজনীন গোলাপগঞ্জ উৎসবের অন্যতম আয়োজক হিসেবেও তিনি প্রশংসিত। লন্ডনে আয়োজিত এ উৎসব প্রবাসী গোলাপগঞ্জবাসীর মিলনমেলায় পরিণত হয় এবং ব্যাপক সাড়া ফেলে।

বর্তমানে তাঁর আরেকটি স্বপ্নের প্রকল্প "Heaven Care Home" বাস্তবায়নের কাজ চলছে, যেখানে বৃদ্ধ ও অসহায় মানুষের জন্য নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ আবাসন গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।

তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে পেশা, সাহিত্য ও সমাজসেবাকে সমান গুরুত্ব দিয়ে আবু তাহের যে অবদান রেখে চলেছেন, তা প্রবাসী বাংলাদেশি সমাজে এক অনুকরণীয় উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। তাঁর এই অর্জন শুধু ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, বরং দেশ-বিদেশে বসবাসরত সমগ্র বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য গর্বের বিষয়।

# সাংবাদিক এম জি কিবরিয়াকে 'আর এ ফাউন্ডেশন' কর্তৃক সম্মাননা প্রদান

ব্রিটেনের বাংলাদেশি কমিউনিটি, শিক্ষা, সমাজসেবা ও গণমাধ্যমে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশিষ্ট সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদ এম জি কিবরিয়াকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করেছে ব্রিটিশ-বাংলাদেশি চ্যারিটি সংগঠন 'আর এ ফাউন্ডেশন'। রোববার (০৩ মে) পূর্ব লন্ডনের দর্পণ মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাকে এই পদকে ভূষিত করা হয়।

এম জি কিবরিয়া বর্তমানে নর্থ ইংল্যান্ড বাংলাদেশি টিভি রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (নেবট্রা) ও লিডস বাংলা প্রেসক্লাবের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। এ ছাড়া তিনি চেতনা সমাজকল্যাণ সংস্থা যুক্তরাজ্যের চেয়ারম্যান, চ্যানেল এস টেলিভিশনের ইয়র্কশায়ার ব্যুরো প্রধান এবং প্রথম আলোর সাবেক যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি হিসেবে পরিচিত।

আর এ ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট ও লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সাবেক সহসভাপতি প্রবীণ সাংবাদিক রহমত আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তারা এম জি কিবরিয়ার কর্মময় জীবনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বাংলাদেশি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন ইউকের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মিসবাহ কামালের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের নির্বাহী সদস্য ও এলবিটিভির উপস্থাপক এনাম চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক বদরুজ্জামান বাবুল, সাংবাদিক তাওহিদ আহমদ, কমিউনিটি নেতা ফারুক মিয়া ও আবুল বাশার প্রমুখ।

বক্তারা সাংবাদিক এম জি কিবরিয়ার সমাজসেবামূলক কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে সিলেট বিভাগে শিক্ষার প্রসারে তার প্রয়াত পিতা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রিন্সিপাল মঈনুল ইসলামের অবদানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

বাংলা পোস্ট পড়ুন, বিজ্ঞাপন দিন

# বাংলা প্রেসক্লাব বার্মিংহাম মিডল্যান্ডসের ২১ সদস্যের নতুন কমিটি ঘোষণা

**রিহান আহমেদ ( যুক্তরাজ্য বার্মিংহাম ):** বাংলা প্রেসক্লাব বার্মিংহাম মিডল্যান্ডস এর ২০২৫/২৭ সালের জন্য ২১ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে।

সংগঠনের সভাপতি জিয়া উদ্দিন তালুকদার এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান এর পরিচালনায় বার্মিংহাম এর একটি রেস্তারায় গতকাল ১৮ই মে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় বক্তব্য রাখেন বাংলা প্রেসক্লাব বার্মিংহাম মিডল্যান্ডস এর সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ মারুফ। নব নির্বাচিত কোষাধ্যক্ষ গোলাম মস্তোফা লিমন, বদরুল আলম, আব্দুল জলিল, ডা: সৈয়দ নাদির আহমেদ, সোহেল আহমেদ চৌধুরী, সাইদুর রহমান সোহেল, মোসলেহ উদ্দিন, বাহার উদ্দিন, শাহ আলম শাকিল, নূরে আলম সিদ্দিকী, এনামুল হক, এবি চৌধুরী অপু, মিসেস রাবেয়া বসরী, পথিক চৌধুরী, রিহান আহমেদ, রিয়াদ রায়হান প্রমুখ।

২৫/২৭ইং সালের জন্য বাংলা প্রেসক্লাব বার্মিংহাম মিডল্যান্ডস এর নব নির্বাচিত কমিটির সদস্যরা হলেন। সভাপতি জিয়া উদ্দিন তালুকদার, সহ-সভাপতি ফারসু আহমেদ চৌধুরী, সহ সভাপত সৈয়দ নাদির আহমেদ, সহ সভাপতি নোমান রাজা, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, সহ সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ওয়াহিদ দুলাল, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ মোস্তফা লিমন, অর্গানাইজিং এন্ড ট্রেনিং সেক্রেটারি বদরুল আলম, প্রেস এন্ড পাবলিসিটি এনামুল হক, ইভেন্ট এন্ড ফেসিলিটিস সেক্রেটারি বাহার উদ্দিন, ইনফরমেশন এন্ড রিসার্চ সেক্রেটারি মোসলেহ উদ্দিন, স্পোর্টস সেক্রেটারি আব্দুল বাসেত চৌধুরী অপু।

কার্যকরি সদস্য সর্বোজনাব মোহাম্মদ মারুফ, মো:ওয়াছি উদ্দিন তালুকদার রায়হান আব্দুল জলিল, সোহেল আহমেদ চৌধুরী, সাইফুর রাজা চৌধুরী পথিক, মোহাম্মদ জাকারিয়া, রিহান আহমেদ, রাবেয়া বসরী, শাহ আলম শাকিল, সংগঠনের বিভিন্ন আইনি কার্যক্রম এর জন্য আইন উপদেষ্ঠা হিসেবে নূর আলম সিদ্দিকীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য গত ১৯ এপ্রিল ২০২৬ ইং তারিখে বার্মিংহাম এর একটি হলে সাধারণ সভায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিয়া উদ্দিন তালুকদার সভাপতি ও গোলাম মস্তোফা লিমন কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হলে সদস্যদের সরাসরি ভোটে আতিকুর রহমান সাধারন সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন।

# আমিরাতে প্রবাসী সাংবাদিক সমিতির নতুন কমিটি গঠন

সংযুক্ত আরব আমিরাতে বাংলাদেশি সাংবাদিকদের প্রথম সংগঠন "প্রবাসী সাংবাদিক সমিতি (প্রসাস)"-এর ২০২৬-২০২৭ মেয়াদের নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে। বুধবার (২০ মে) দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় ১৭ সদস্যবিশিষ্ট এ কমিটি ঘোষণা করা হয়।

নতুন কমিটিতে ডিবিসি নিউজ ও ডেইলি অবজারভারের আরব আমিরাত প্রতিনিধি সাইফুল ইসলাম তালুকদার পুনরায় সভাপতি এবং বাংলা টিভি ও সিপ্লাস টিভি প্রতিনিধি এম আব্দুল মান্নান পুনরায় সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন-

সহ-সভাপতি নাসিম উদ্দিন আকাশ (দৈনিক সূর্যোদয়), সহ-সভাপতি মোহাম্মদ ছালাহউদ্দিন (দৈনিক ইনকিলাব), সাংগঠনিক সম্পাদক গিয়াস উদ্দিন সিকদার (বিবিসি একাত্তর), সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মো. মনির উদ্দিন মান্না (প্রবাসের প্রহর), দপ্তর সম্পাদক মইনুল ইসলাম তালুকদার (ডিবিসি নিউজ, আবুধাবি), প্রচার সম্পাদক ওবায়দুল হক মানিক (৫২ টিভি), সহ-প্রচার সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম (বঙ্গ টিভি), অর্থ সম্পাদক ওবায়দুল হক (দৈনিক দেশকাল), সহ-অর্থ সম্পাদক নুরুল্লাহ শাহাজাহান খান (কে টিভি), সাংস্কৃতিক সম্পাদক মাহবুব সরকার (বিশ্ব বাংলা টিভি), তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক সাহেদ ছরোয়ার (কলম টিভি, কলম বিডি নিউজ)।

এ ছাড়া সদস্য হিসেবে রয়েছেন- মোহাম্মদ আলী রেজা (ঢাকা গেজেট), আব্দুল মান্নান (চট্টগ্রাম মঞ্চ), আলী রশিদ (নিউজ ২৪ চট্টগ্রাম), মো. আরমান চৌধুরী (দৈনিক আমার সময়) এবং আরশাদুল হক (দৈনিক সূর্যোদয় দুবাই)।

সভায় সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন, ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রবাসী সাংবাদিক সমিতি সংযুক্ত আরব আমিরাতে বাংলাদেশি সাংবাদিকদের প্রথম সংগঠন হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে প্রবাসীদের বিভিন্ন সমস্যা ও অধিকার নিয়ে কাজ করে আসছে। বিশেষ করে অসহায় ও সমস্যাগ্রস্ত প্রবাসীদের পাশে থেকে সংগঠনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ভবিষ্যতেও প্রবাসীদের কল্যাণে এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

## কাউন্সিল ভাড়াটে ও লিজহোল্ডারদের জন্য প্রশিক্ষণের সুযোগ

টাওয়ার হ্যামলেটস-এর কাউন্সিল ভাড়াটে এবং লিজহোল্ডারদের জন্য ২০২৬ সালে আবারও শুরু হচ্ছে রেসিডেন্ট ট্রেনিং প্রোগ্রাম। এই উদ্যোগের মাধ্যমে বাসিন্দারা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবেন। এর মূল উদ্দেশ্য হলো দৈনন্দিন জীবনকে আরও সহজ করা, মানসিক ও সামাজিক কল্যাণ বৃদ্ধি করা এবং স্থানীয় কমিউনিটিতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে উৎসাহিত করা।

এই প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে হাউজিং অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা, ভবন নিরাপত্তা নিয়ে সচেতনতা, কমিউনিটি নেতৃত্বের দক্ষতা, কমিউনিটি ভবন ও স্থানীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন। কিছু কোর্স এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যেগুলো সম্পন্ন করলে অংশগ্রহণকারীরা জাতীয়ভাবে স্বীকৃত সার্টিফিকেট অর্জন করতে পারবেন, যা ভবিষ্যতের শিক্ষা বা কর্মজীবনের জন্য সহায়ক হতে পারে।

এছাড়া যারা ইতিমধ্যে রেসিডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত আছেন বা ভবিষ্যতে যুক্ত হওয়ার কথা ভাবছেন, তাদের জন্য আলাদা একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এসব সেশনে শেখানো হবে কীভাবে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মিটিং পরিচালনা করা যায়, কীভাবে আর্থিক বিষয়গুলো সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করতে হয়, কিভাবে স্থানীয় কমিউনিটি ইভেন্ট আয়োজন করা যায় এবং ভাড়াটে হিসেবে নিজের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে আরও কার্যকরভাবে কাজ করা যায়। একই সঙ্গে কীভাবে বাড়ির মালিক বা হাউজিং ব্যবস্থাপনার কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়, সে বিষয়েও দিক নির্দেশনা দেওয়া হবে।

# সিলেট জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট মুজিবুর রহমান মুজিব এর মৃত্যুতে যুক্তরাজ্য বিএনপির গভীর শোক

সিলেট জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সিলেটের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনালের পিপি এডভোকেট মুজিবুর রহমান মুজিব এর মৃত্যুতে (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) গভীর শোক ও দু:খ প্রকাশ করেছে যুক্তরাজ্য বিএনপি।

আজ এক শোকবার্তায় বিএনপি আহ্বায়ক আবুল কালাম আজাদ ও সদস্য সচিব খসরুজ্জামান খসরু বলেন, ''এডভোকেট মুজিবুর রহমান মুজিব এর মৃত্যুতে মরহুমের পরিবারের মতো যুক্তরাজ্য বিএনপির সর্বস্তরের নেতাকর্মীগণ গভীরভাবে শোকাহত ও মর্মাহত। তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদী দলের একজন লড়াকু সৈনিক এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সংগ্রামে তার অবদান ছিল অপরিসীম।"

শোকবার্তায় নেতৃদ্বয় বলেন, ''মরহুম এডভোকেট মুজিবুর রহমান মুজিব সকলের কাছে একজম সজ্জন, বিনয়ী ও দলের নিবেদিত নেতা হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। তার নেতৃত্বের গুণাবলী সকলের কাছে অনুকরণীয় হয়ে থাকবে। তার মৃত্যুতে আমরা একজন খাটি দেশপ্রেমিক নেতাকে হারালাম। মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীর উত্তম এর হাতেগড়া সংগঠন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের দর্শন, নীতি ও আদর্শকে প্রতিষ্ঠা এবং সিলেট জেলা বিএনপিকে একটি শক্তিশালী সংগঠনে পরিনত করতে এডভোকেট মুজিবুর রহমান মুজিব যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন তা নেতাকর্মীদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।"

শোকবার্তায় নেতৃদ্বয় মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করে পরকালে জান্নাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যবর্গ, আত্মীয়স্বজন ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

# পশ্চিমবঙ্গে কি হিন্দুত্ববাদের পুনরুত্থান ঘটেছে?

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যখন ঢাকায় মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করছেন, ঠিক তখনই দিল্লির পার্লামেন্টে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী তার ভাষণে বলেন, 'হাজার সালকা বদলা লিয়া'। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের সহায়তার নিগুঢ় অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝতে হলে এই একটি বাক্য বোঝাই যথেষ্ট। এই বাক্যটি বুঝতে পারলেই আজকে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির জয় লাভের পর ভারতীয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিশেষ করে বিজেপি সমর্থকদের প্রোফাইলে যখন ব্যাপকভাবে উচ্চারিত হচ্ছে, Revival of Hindutva, Awakening of Hindutva, Awakening of Bharat Mata, A Sacred Land Reclaimed, Bengal is the birthplace of Hindutva, Hindus have reclaimed Bengal after 800 years - জাতীয় প্রচারণার প্রকৃত অর্থ বোঝা যেতে পারে। এটা বুঝতে পারলে বোঝা যাবে, এই ৮০০ বছর কোথা থেকে এলো এবং কীভাবে এলো?

এই ৮০০ বছর এসেছে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির হাতে সর্বশেষ হিন্দু রাজা লক্ষণ সেনের পতনের মধ্য দিয়ে। বাংলায় প্রথম বাঙালি শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পাল রাজাদের হাত ধরে (৭৫০-১১৭৪ খ্রিস্টাব্দ)। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক থেকে আসা বিজয় সেন কর্তৃক পাল রাজাদের পরাজিত করার মাধ্যমে বাংলায় সেন বংশের শাসন শুরু হয় (১১৭০-১২০৪)। সেন রাজবংশ ছিল উচ্চবর্ণের এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদী মনোভাবাপন্ন। তুর্কি সেনাপতি বখতিয়ার খিলজির কাছে সেন রাজবংশের অন্যতম লক্ষণ সেনের পতনের মধ্য দিয়ে বাংলায় হিন্দু সাম্রাজ্যবাদের পতন ঘটে এবং এর পরবর্তীতে আর কখনোই তারা বাংলা দখল নিতে পারেনি। এই শাসনামল টিকে ছিল ১২০৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ওই বছর সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় ইলিয়াস শাহী রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়, যা ইতিহাসে বেঙ্গল সালতানাত (১৩৪২-১৫৭৬) হিসেবে খ্যাত হয়েছে। এই সালতানাতের পতন হয় মোগলদের কাছে। শুরু হয় মুঘল শাসনামল (১৫৭৬-১৭১৭)। এরপর আসে নবাবী শাসন (১৭১৭-১৭৫৭)। এই নবাবরা যদিও দিল্লির সালতানাতের অধীনেই ছিলেন। তবুও তারা অনেকটা স্বাধীনভাবেই রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। পলাশীর আম্র কাননে রবার্ট ক্লাইভের কাছে শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় শুরু হয় ব্রিটিশ শাসন আমল (১৭৫৭-১৯৪৭)। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগে পশ্চিমবাংলার বাঙালি হিন্দুরা ভারতের সাথে অঙ্গীভূত হয়ে থাকাকে বেছে নিলে শুরু হয় বাংলায় কংগ্রেস ও বামদের শাসন। এই দুই দল বা তাদের সমর্থিত জোট বিভিন্ন নির্বাচনে ঘুরেফিরে একের পর এক রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব উপভোগ করে। ২০১১ সালে সাবেক কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবাংলায় রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। ২০ মে ২০১১ থেকে ৪ মে ২০২৬ টানা ১৫ বছর পশ্চিমবঙ্গ শাসন করার পর সর্বশেষ নির্বাচনে হিন্দুত্ববাদী বিজেপির কাছে ভূমিধস পরাজয় ঘটে। এর মধ্য দিয়েই ৮০০ বছর পর আবার পশ্চিম বাংলার রাষ্ট্র ক্ষমতায় হিন্দুত্ববাদীরা ফিরে আসে। এটাকেই তারা জবারাধষ, অধিশবহরহম, জবপষধরস - বাংলায় হিন্দুত্ববাদের পুনরুজ্জীবন, জাগরণ বা পুনরুত্থান বলে গর্বের সাথে দাবি করছে। তাদের মতে, আধুনিককালে সর্বভারতীয় হিন্দুত্ববাদের জন্মভূমি এই বাংলা। বলা হচ্ছে, এটি ছিল ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে শাক্তদের এক স্বতঃস্ফূর্ত ও তীব্র প্রতিক্রিয়া, যা ১৮৬৬ থেকে ১৯০৯ সালের মধ্যে শ্রী অরবিন্দ এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো বাঙালি বুদ্ধিজীবী, বিপ্লবী এবং ঋষিদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল।

আমরা যদি ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে তাদের এই দাবি খুব বেশি অস্বীকার করার সুযোগ নেই। শিল্প সাহিত্যে যেমন ঈশ্বর গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, এমনকি শরৎচন্দ্র বাঙালির জনমনে হিন্দুত্ববাদী চেতনার বীজ বপন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের পোলিশড ভার্সন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী কমলা কমল-দলবিহারিণীর' সাথে রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামল বরণ কোমল মূর্তির' লক্ষ্যগত কোন পার্থক্য নেই।

'হে চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।
দারুণ বিপ্লব-মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে, সঙ্কটদুঃখত্রাতা।
জনগণপথপরিচায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
ঘোরতিমিরঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মূর্ছিত দেশে,
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নতনয়ন অনিমেষে।
দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে রক্ষা করিলে অঙ্কে,
স্নেহময়ী তুমি মাতা।
জনগণদুঃখত্রায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে॥'

এটি বঙ্কিমের বন্দে মাতরমের রবীন্দ্র ভার্সন। রবীন্দ্রনাথ 'এক ধর্মরাজ্যপাশে খণ্ড-ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে বেঁধে দেয়ার' যে সংকল্প করেছিলেন, 'মহাভারত একধর্মরাজ্য হবে' বলে যে মহাবচন দিয়েছিলেন, বিজেপি বাংলার বিজয়কে সেই মহাবচনের, সংকল্পের বাস্তবায়ন হিসেবে দেখছে। সে কারণেই বিজেপি নির্বাচনে জয়লাভের পর এই মহাকবির জন্মজয়ন্তী ২৫ বৈশাখকে শপথ নেওয়ার দিন হিসেবে বেছে নিয়েছিল, যদিও মমতা যথাসময়ে পদত্যাগ না করায় তাদের সেই ইচ্ছা পূরণ হয়নি। এগুলো কাকতালীয় নয়।

জুন ২০১৪ থেকে জানুয়ারি ২০১৮ এবং এখন ৪ মে, ২০২৬ রাজনৈতিক মানচিত্রে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং তার মিত্রদের এই নাটকীয় সম্প্রসারণ আসমুদ্রহিমাচল জুড়ে রবীন্দ্রনাথের মহাভারত প্রতিষ্ঠার সংকল্পের বাস্তবায়নের চিত্র ফুটে ওঠে। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ভোট এবং আসন বিচারে ২০১৪ সালে বিজেপি জোট শাসন করত ৩৪% ভূমি এলাকা, ২৫% জনসংখ্যা। এ সময়ে অ-বিজেপি ৬০% ভূমি, ৭০% জনসংখ্যা অধ্যুষিত এলাকায় ক্ষমতা বিস্তার করেছিল। ২০১৮ সালে বিজেপি জোটের দখলে আসে ৭৪% ভূমি, ৬৯% জনসংখ্যা। এসময়ে অ-বিজেপি ২৫% ভূমি, ৩১% জনসংখ্যা। ২০২৬ বঙ্গ বিজয়ের পর বিজেপি জোটের দখলে চলে গেল ৭২% ভূমি এলাকা, ৭৮% জনসংখ্যা। অন্যদিকে অ-বিজেপি জোটের দখলে থাকলো ২২% ভূমি, ২২% জনসংখ্যা। এটি রবীন্দ্রনাথের মহাবচন বাস্তবায়নের ক্রমচিত্র।

তবে বিজেপির এই উত্থান কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। শত বছরের এক পরিকল্পিত পুনরুত্থান। এর পেছনে রয়েছে হিন্দু মহাসভা, আরএসএস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নামক সংগঠনগুলোর দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পিত নকশা। হিন্দু মহাসভা ১৯১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও এর শিকড় ছিল বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকের বিভিন্ন স্থানীয় হিন্দু আন্দোলনের মধ্যে। মদনমোহন মালব্য, লালা লাজপত রায়, বিনায়ক দামোদর সাভারকর এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ছিলেন এর বিশিষ্ট নেতা। সংগঠনটির মূল লক্ষ্য ছিল হিন্দু সমাজের ঐক্য সাধন, ভারতের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা রক্ষা এবং হিন্দু সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ভারতের জাতীয় পরিচয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। অন্যদিকে আরএসএস বা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ ১৯২৫ সালে নাগপুরে ড. কে. বি. হেডগেওয়ার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম, সবচেয়ে সুসংগঠিত স্বেচ্ছাসেবক ব্যবস্থা বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। ভারতে হিন্দুত্ববাদের জমিনকে উর্বর করতে এই সংগঠনের সদস্যরা সারা ভারতে লক্ষাধিক শাখা, উপশাখা খুলেছে। বিদ্যাভারতী, আরোগ্য ভারতী, বিজ্ঞানভারতী, এবিভিপি (ছাত্র সংগঠন), সংস্কৃতিভারতী, সেবাভারতী, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল (যুব শাখা), দুর্গা বাহিনী, রাষ্ট্রীয় সেবিকা সমিতি (মহিলা শাখা), বিএমএস (ভারতীয় মজদুর সংঘ), বিকেএস (ভারতীয় কিষাণ সংঘ), স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ (অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ), বনবাসী কল্যাণ আশ্রম (উপজাতীয়), হিন্দু স্বয়ংসেবক সংঘ (কূটনীতি) প্রভৃতি নামে অসংখ্য সংগঠন তৈরি করেছে। প্রায় শত বছর ধরে এই সংগঠনগুলো বিজেপির সফট পাওয়ার, থিঙ্ক ট্যাঙ্ক, ফাইনান্সিয়াল সাপোর্ট ও আঁতুড়ঘর হিসেবে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই সুফল আজ ঘরে তুলছে বিজেপি। মনোহর পারিকর, শিবরাজ সিং চৌহান, রাজনাথ সিং, নীতিন গাডকারি, লাল কৃষ্ণ আদভানি, অটল বিহারী বাজপেয়ী, নরেন্দ্র মোদী, মোহন ভগওয়াত, যোগী আদিত্য নাথের মতো নেতারা বিজেপির উল্লিখিত প্রকল্প থেকে উঠে আসা।

অথচ, ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, বিজেপির এই নেতাদের পূর্বসূরি ছিলেন বাংলার রাজনারায়ণ বসু, স্বামী বিবেকানন্দ, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বর গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অরবিন্দ কুমার ঘোষ। রাজা রামমোহন রায় আব্রাহামীয় মতবাদগুলোকে অবৈজ্ঞানিক এবং হিন্দুত্ব সংস্কৃতিতে কর্মের ধারণাকে বৈজ্ঞানিক বলে অভিহিত করেছিলেন। অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন কট্টর হিন্দু। তিনি ছাত্রদের কখনো হিন্দু দর্শন কখনও পরিত্যাগ না করার পরামর্শ দিতেন। আনন্দমঠের রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হিন্দুদের সমাজবিজ্ঞানকে ঔপনিবেশিকতামুক্ত করতে এবং ধর্ম ও ধর্মের ভ্রান্ত সমতা থেকে বেরিয়ে আসতে বলেছিলেন। তিনি তাঁর লেখায় জোরালোভাবে 'হিন্দুত্ব' শব্দটি ব্যবহার করেন এবং ভারতের জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম' রচনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই বন্দেমাতরম গানের সুরারোপ করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ১৯০১ সালে 'বঙ্গদর্শন' নামক একটি পত্রিকায় 'হিন্দুত্ব' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এখানে তিনি হিন্দুত্বকে নিঃস্বার্থতার ধারণা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। শরৎচন্দ্র বাঙালি মুসলমানদেরকে বাঙালি বলে স্বীকারই করেননি। স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ব আধ্যাত্মিকতা এবং হিন্দুদের জন্য একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছিলেন। শ্রী অরবিন্দ বলেছেন, 'আমি বলি যে সনাতন ধর্মই আমাদের জন্য জাতীয়তাবাদ। এই হিন্দু রাষ্ট্রের জন্ম সনাতন ধর্মের সাথে, এর সাথেই এটি চলে এবং এর সাথেই এটি বিকশিত হয়। যখন সনাতন ধর্মের পতন হয়, তখন জাতিরও পতন হয় এবং যদি সনাতন ধর্মের বিলুপ্তি ঘটা সম্ভব হতো, তবে সনাতন ধর্মের সাথেই এরও বিলুপ্তি ঘটত।' গিরিশ চন্দ্র এবং তাঁর নাট্যদল ১৮৭১ সালে ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ছিল হিন্দুত্ববাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূচনা। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ভারতীয় জন সংঘ শুরু করেন, যা পরবর্তীকালে আজকের হিন্দুত্ববাদী দল বিজেপিতে পরিণত হয়েছে। এ কারণেই পশ্চিমবাংলায় বিজেপির জয়ের পর বিজেপি সমর্থকরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দাবি করছে, বাংলা হচ্ছে হিন্দুত্ববাদের জন্মভূমি।

পূর্বেই বলেছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্কিমচন্দ্রের সফট বা পোলিশড ভার্সন। তেমনি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, অনুকূল ঠাকুর, হরিচাঁদ ঠাকুর, এমনকি নিমাই চাঁদ ঠাকুরের বৈষ্ণববাদ হিন্দুত্ববাদেরই সফট ভার্সন। এ কারণে জাতপাতে বিভাজিত বাংলার অন্ত্যজ হিন্দুরা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দ্বারা শোষিত হলেও মুসলিমদের বিরুদ্ধে তারা সব সময় হিন্দুত্ববাদের লাঠিয়াল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

একইভাবে হিন্দু মহাসভা, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও আরএসএস-এর ধারণা এসেছিল বাংলার অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দলের মাধ্যমেই। বাইরে ভারতীয় স্বাধীনতার কথা বললেও ভেতরে ছিল চরম মুসলিম বিদ্বেষ। এ দলের সদস্যরা ছিল শাক্ত পূজারী। মাথার উপর তরবারি রেখে বুক চিরে রক্ত বের করে বেল পাতার উপর রেখে কালী দেবীর সামনে উৎসর্গ করে মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে এদের শপথ নিতে হতো। সে কারণে একইভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামী হওয়া সত্ত্বেও মুসলিমরা কখনোই এসব দলের সদস্যপদ গ্রহণ করেনি। ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকী, সূর্যসেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এ দলেরই সদস্য। স্বাধীনতার নামে তাদের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে বঙ্গভঙ্গ বিরোধিতার নামে। এদের উৎসাহ যুগিয়েছে রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার ফুল বাংলার ফল, এক হোক, এক হোক, এক হোক, হে ভগবান।' অথচ, সেদিন যারা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে বাঙালির হাতে রাখি বেঁধে গাইলো, 'বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন, এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান'- ১৯৪৬-এ এসে সেই বাংলা ভাগ করার জন্য তারা বললো, ওভ ওহফরধ ধিহঃং যবৎ নষড়ড়ফনধঃয, ংযব ংযধষষ যধাব রঃ. (এম. কে. গান্ধী)। যে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১ সালে বললেন, মুসলিমরা যদি ভারতবর্ষের বিভাজন চায় তবে ভারতের সকল মুসলিমদের উচিত তাদের তল্পিতল্পা গুটিয়ে পাকিস্তান চলে যাওয়া। তিনিই আবার ১৯৪৭ সালের মে মাসে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে উদ্দেশ্য করে একটি চিঠিতে লেখেন, ভারত ভাগ না হলেও বাংলাকে অবশ্যই ভাগ করতে হবে। এ কারণেই শরৎ বসু প্রমুখের চেষ্টা বৃথা হয়ে যায়।

RCCM
Charity Reg. No. 1140526

Redcoat Community Centre & Mosque
256 Stepney Way, London E1 3DW
T: 0207 790 8577
E: redcoatcommunitycentre@googlemail.com

Recruitment Advert

**Position**: Second Imam (Muazzin) **Location:** Redcoat Community Centre & Mosque(RCCM), Stepney

**Employment Type**: Full -Time **Salary:** Negotiable

Applicants must be fluent in both Bengali and Arabic. Fluency in English will be considered an advantage
RCCM is seeking to appoint a dedicated and knowledgeable Second Imam to join our team. This is an excellent opportunity to contribute to a vibrant and growing community.

**Application process**: Interested candidates are invited to send their **CV** to redcoatcommunitycentre@googlemail.com by 10th May 2026.

Please note that the job's key responsibilities will be shared at a later stage with shortlisted candidates only. For further details please contact: 02077908577 or 07853248067

# বড়লেখা সীমান্তে জ ঙ্গি সম্পৃক্ততায় চাকরিচ্যুত সেনা সদস্য গ্রেপ্তার

**বড়লেখা সংবাদদাতা :** মৌলভীবাজারের বড়লেখায় বিশেষ অভিযানে নিষিদ্ধ ঘোষিত উগ্রবাদী সংগঠন 'মাকতাবাহ আল হিম্মাহ আদদাওয়াতুল ইসলামিয়াহ-এর সদস্য ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চাকরিচ্যুত সদস্য মো. রাহেদ হোসেন মাহেদ (২৩)-কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (১৪ মে) দুপুর আড়াইটার

দিকে বড়লেখা উপজেলার দুর্গম বোবারথল ষাইটঘরি এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি টিলা থেকে বড়লেখা থানা পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। পরে রাতেই পুলিশ তাকে কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিটের কাছে হস্তান্তর করেছে।

গ্রেপ্তার মাহেদ সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার দশঘর গ্রামের নূর মিয়ার ছেলে। পুলিশ জানিয়েছে, মাহেদ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চাকরিচ্যুত সদস্য। মাহেদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে শাহবাগ থানায় একটি মামলা রয়েছে। মামলাটি কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিট তদন্ত করছে।

পুলিশসহ একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা জানায়, নিষিদ্ধ ঘোষিত একটি উগ্রবাদী সংগঠনের সদস্যের সঙ্গে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চাকরিচ্যুত সদস্য মাহেদের যোগাযোগের তথ্য পাওয়া গেছে। সম্প্রতি গ্রেপ্তারকৃত নিষিদ্ধ ঘোষিত উগ্রবাদী সংগঠনের সদস্য ইসতিয়াক আহম্মেদ সামী আবু বক্কর আবু মোহাম্মদের সঙ্গে চাকরিচ্যুত সেনা সদস্য মাহেদের নিয়মিত যোগাযোগের বিষয়ে তথ্য পাওয়া যায়।

এ অবস্থায় গত ২৩ এপ্রিল পুলিশ সদর দপ্তর থেকে পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটে পাঠানো একটি চিঠিতে জাতীয় সংসদসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় হামলার আশঙ্কা করে সতর্কতামূলক নির্দেশনা জারি করে পুলিশ সদর দপ্তর। দুই পৃষ্ঠার চিঠির উপরিভাগে 'গোপনীয়' লেখা থাকলেও এটি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

এদিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ জানতে পারে মাহেদ বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। এরপর তৎপর হয় বড়লেখা থানা পুলিশ। বৃহস্পতিবার (১৪ মে) দুপুরে মৌলভীবাজারের পুলিশ সুপার মো. রিয়াজুল ইসলামের নির্দেশে বড়লেখা থানার ওসি মনিরুজ্জামান খানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি চৌকস দল বড়লেখা উপজেলার দুর্গম বোবারথল ষাইটঘরি এলাকায় বিশেষ অভিযান চালায়। প্রায় ১২ ঘণ্টাব্যাপী অভিযানের একপর্যায়ে দুপুর আড়াইটার দিকে একটি টিলা থেকে মাহেদকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় পুলিশ।

বড়লেখা থানার ওসি মনিরুজ্জামান খান শুক্রবার সকালে জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে রাহেদ উগ্রবাদী সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ততার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। রেড অ্যালার্ট জারির পর থেকে তিনি আত্মগোপনে ছিলেন এবং বড়লেখা উপজেলার দুর্গম বোবারথল সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। বৃহস্পতিবার প্রায় ১২ ঘণ্টাব্যাপী অভিযানের একপর্যায়ে একটি টিলা থেকে মাহেদকে গ্রেপ্তার করা হয়। শাহবাগ থানায় তার বিরুদ্ধে মামলা আছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে বৃহস্পতিবার রাতেই মাহেদকে সিটিটিসি ইউনিটের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

# সুনামগঞ্জে সেতুর ৫ গার্ডার ভেঙে পড়লো নদীতে

**সুনামগঞ্জ সংবাদদাতা :** সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে যাদুকাটা নদীর ওপর নির্মাণাধীন শাহ আরেফিন-অদ্বৈত মৈত্রী সেতুর ৫টি গার্ডার ভেঙে নদীতে পড়ে গেছে। রবিবার (১৭ মে) দিবাগত রাতে বয়ে যাওয়া ঝড়ে এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তাহিরপুর উপজেলা প্রকৌশলী মো. জাহিদুল ইসলাম।

জানা যায়, সেতুর কয়েকটি গার্ডার নদীর পানিতে তলিয়ে আছে। স্থানীয়দের ভাষ্য, নির্মাণকাজ দীর্ঘদিন ধরে ধীরগতিতে চলার পর নতুন এই দুর্ঘটনায় সেতুটি চালু হওয়া নিয়ে আবারও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

নদীপাড়ের গড়কাটি গ্রামের বাসিন্দা আলাউদ্দিন ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "সেতুটি চালু হবে কবে সেই অপেক্ষার যেন শেষ নেই। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি ৫টি গার্ডার নদীতে পড়ে গেছে। মানুষ বলছে ঝড়ে ভেঙেছে, কিন্তু আমার টং দোকানও ভাঙেনি। এত বড় মজবুত সেতুর গার্ডার কিভাবে পড়ে

গেল, সেটাই বুঝতে পারছি না।"

তাহিরপুর উপজেলা প্রকৌশলী মো. জাহিদুল ইসলাম জানান, "খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে দেখি ৫টি গার্ডার পড়ে গেছে। স্থানীয়দের কাছ থেকে জেনেছি রাতে ঝড় হয়েছিল। অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করতে ইতোমধ্যে রি-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। তবে নতুন এই দুর্ঘটনায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে পড়েছে। বিষয়টি নিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে।"

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে প্রায় ৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে যাদুকাটা নদীর ওপর ৭৫০ মিটার দীর্ঘ শাহ আরেফিন-অদ্বৈত মৈত্রী সেতুর নির্মাণকাজ শুরু হয়। তমা কনস্ট্রাকশন নামের একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কাজটি শুরু করলেও কয়েক দফা মেয়াদ বাড়ানোর পরও নির্মাণকাজ সম্পন্ন না করেই প্রতিষ্ঠানটি সরে যায়।

# ভারতে মুসলমানদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদে হবিগঞ্জে বিক্ষোভ

**হবিগঞ্জ সংবাদদাতা :** ভারতের পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালুঘু মুসলমানদের উপর হামলা, ভাংচুর, হত্যা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে হবিগঞ্জে এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বাদ জুম্মা হবিগঞ্জ জেলা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের উদ্যোগে এই প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। জুম্মার নামাজের পরপরই শহরের বিভিন্ন মসজদি থেকে খন্ড খন্ড মিছিল নিয়ে কোর্ট জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে জড়ো হতে থাকেন ধর্মপ্রাণ তৌহিদি জনতা। একসময় কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায় কোর্ট মসজিদ প্রাঙ্গণ।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত হবিগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি রইচ মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সামাবেশে বক্তব্য রাখেন- মাওলানা মুফতি আব্দুল মজিদ ফিরোজপুরি, মাওলানা ফরিদ উদ্দিন, মাওলানা আশরাফুল ওয়াদুদ, সদর উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান মাহবুবুর রহমান আউয়াল, মাওলানা আব্দুল জলিল, মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান আজহারি ও সৈয়দ মুশফিক আহমেদসহ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের জেলা ও পৌর শাখার নেতৃবৃন্দ।

এসময় বক্তারা অবিলম্বে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালুঘু মুসলমানদের উপর হামলা, ভাংচুর, হত্যা ও নির্যাতন বন্ধের দাবী জানান। একই সঙ্গে হুশিয়ারি প্রদান করা হয় যদি মুসলমানদের উপর নির্যাতন বন্ধ না করা হয় তা হলে ঢাকায় ভারতীয় দূতাবাস ঘেরাও করা হবে এবং সমগ্র মুসলিম জাতীকে নিয়ে কঠিন থেকে কঠিনতম আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

এছাড়াও মুসলমান নির্যাতন বন্ধের জন্য সরকারের আন্তরিক সহযোগীতাও কামনা করেন বক্তারা।

# সুনামগঞ্জে পানি থেকে উঠছে 'গ্যাস'

**সুনামগঞ্জ সংবাদদাতা :** সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা উপজেলায় হাওরের পানির নিচে ডুবে থাকা একটি নলকূপ থেকে উচ্চচাপে কাদাজল মিশ্রিত গ্যাস সদৃশ পদার্থ বের হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। সোমবার (১৮ মে) দুপুরে উপজেলার রায়পুর গ্রামের টগার হাওরের পূর্বপাশে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্র ও উপজেলা প্রশাসন জানায়, বোরো ধান কাটা শেষ হওয়ায় বর্তমানে টগার হাওর পানিতে টইটম্বুর। এর মধ্যে হঠাৎ করে হাওরের মাঝখানে থাকা একটি ডুবন্ত নলকূপ থেকে প্রবল চাপে কাদাজল মিশ্রিত গ্যাসের মতো পদার্থ ওপরে উঠতে দেখা যায়। এ দৃশ্য স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক কৌতূহলের সৃষ্টি করে।

খবর ছড়িয়ে পড়লে ঘটনাস্থলে ভিড় করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তারা জানান, হাওরের মাঝখান থেকে হঠাৎ দ্রুতগতিতে কাদাজল মিশ্রিত গ্যাস বের হতে দেখা যায়। তবে কিছু সময় পর নির্গমন বন্ধ হয়ে যায় বলে জানান তিনি। তারা বলেন, রায়পুর গ্রামের বিভিন্ন স্থানে আগে থেকেই গ্যাসের অস্তিত্ব থাকার কথা শোনা গেছে তবে এইবার তা সরাসরি দেখতে পেলেন।

এ বিষয়ে ধর্মপাশা উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জনি রায় মুঠোফোনে প্রতিবেদককে বলেন, 'হাওরের ডুবন্ত একটি নলকূপ থেকে গ্যাস বের হচ্ছে বিষয়টি নিয়ে অনেকেই আমাকে ফোন দিয়েছেন। তবে এটি প্রকৃতপক্ষে গ্যাস নাকি অন্য কোনো পদার্থ, তা এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। চলতি বছরের জানুয়ারিতেও একই স্থান থেকে অনুরূপভাবে গ্যাস বের হওয়ার ঘটনা ঘটেছিল। বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিষয়টি যাচাই করা হবে।'

# শ্রীমঙ্গলে পরিবহন শ্রমিকদের ২ পক্ষের সংঘর্ষ, সাংবাদিকসহ আহত ২০

**শ্রীমঙ্গল সংবাদদাতা :** মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে পরিবহন শ্রমিকদের দুই পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় অন্তত ছয় সাংবাদিকসহ ২০ জন আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (১৯ মে) দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে প্রায় আড়াইটা পর্যন্ত এ সংঘর্ষ চলে। এতে ঢাকা-সিলেট আঞ্চলিক মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এবং শহরজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শহরের হবিগঞ্জ সড়কে একটি সিএনজি পার্কিংকে কেন্দ্র করে প্রথমে মাইক্রো বাসের এক চালকের সঙ্গে বাগবিতণ্ডা হয়। এ নিয়ে সিএনজি ও মাইক্রো বাস শ্রমিকদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে উভয় পক্ষ লাঠিসোঁটা নিয়ে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ও ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে।

সংঘর্ষের সময় চৌমুহনা, স্টেশন রোড ও পেট্রল পাম্প এলাকায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও বিপণিবিতান বন্ধ হয়ে যায়। ইট-পাটকেল নিক্ষেপে বেশ কয়েকটি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার অভিযোগ করেছেন ব্যবসায়ীরা। এদিকে, দায়িত্ব পালনকালে ছবি ও ভিডিও ধারণ করায় এক পক্ষ সাংবাদিকদের ওপর হামলা চালায়।

সিএনজি শ্রমিকদের অভিযোগ, মাইক্রো বাস শ্রমিকরা তাদের স্ট্যান্ডে গিয়ে হামলা চালালে তারা প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। এতে মহাসড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে মাইক্রো বাস শ্রমিকদের দাবি, তাদের এক শ্রমিককে মারধরের জেরে উত্তেজনা ছড়ায়। সংঘর্ষ চলাকালে স্কুল-কলেজ থেকে বের হওয়া শিক্ষার্থীসহ সাধারণ মানুষ আতঙ্কে ছোটাছুটি করতে থাকেন।

পরে পুলিশ ও র‍্যাব ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং যান চলাচল স্বাভাবিক করে। গুরুতর আহতদের মধ্যে রয়েছেন শ্রীমঙ্গল প্রেস ক্লাবের সদস্য আমজাদ হোসেন বাচ্চু, সাংবাদিক ইসমাইল মাহমুদ, এহসান বিন মুজাহির। এ ছাড়া নুর মোহাম্মদ সাগর, এস কে দাস সুমন ও শেখ জসিম শ্রমিকদের ইট-পাটকেলে আহত হয়েছে।

শ্রীমঙ্গল সিএনজি, সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি সালাউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘খবর পেয়ে স্ট্যান্ডে রিকশা থেকে নামতেই আমার সামনে এক সিএনজি শ্রমিকনেতাকে কিল-ঘুষি মারতে শুরু করে লাইট্রেস গাড়ির ড্রাইভার। এ সময় আরো ৪-৫ জন শ্রমিক দৌড়ে এসে আমাদের স্ট্যান্ডে এসে লাটিসোঁটা নিয়ে আমাদের মাথার ওপর মারধর শুরু করে। মারধরের সময় উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ আলী ও ড্রাইভার দুলালসহ অনেকে।

তিনি আরো বলেন, সিএনজি চালিত অটোরিকশা ও প্রাইভেট কারের মধ্যে ওভারটেক করাকে কেন্দ্র করে গাড়ি দুটির চালকদের মধ্যে কথা-কাটাকাটির এক পর্যায়ে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে স্থানীয় সংসদ সদস্য মুজিবুর রহমান চৌধুরী, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. জিয়াউর রহমান, ওসি জহিরুল ইসলাম মুন্না, ব্যবসায়ী ও সাংবাদিক নেতারা হাসপাতালে আহতদের খোঁজ নেন এবং পরে শ্রমিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন।

শ্রীমঙ্গল ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. কামাল হোসেন বলেন, এ ঘটনায় ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং সাংবাদিকদের ওপর হামলা নিন্দনীয়। দোষীদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানান তিনি।

শ্রীমঙ্গল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, ‘পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

মৌলভীবাজার-৪ আসনের সংসদ সদস্য মুজিবুর রহমান চৌধুরী বলেন, ‘ঘটনাটি দুঃখজনক। তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটনা না ঘটে, সে জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে।’

তিনি আরো বলেন, ‘মানুষ যখন উত্তেজিত হয়ে যায়, শয়তান তখন তার হিতাহিত জ্ঞান লোপ করে ফেলে। এই কারণে অনেকে তার সীমা লঙ্ঘন করে। আমরা বিষয়টি সুন্দরভাবে সমাধান করে দেব। কারণ যারা মেরেছে, মার খেয়েছে সবই আমাদের, আমরা এক পরিবারের লোক। সাংবাদিকরাও আমার ভাই।’

শ্রীমঙ্গল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জহিরুল ইসলাম মুন্না জানান, জড়িতদের চিহ্নিত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

# সিলেটে অব্যাহতি পেতে যাচ্ছেন ৫৯ মামলার ২৮৪ আ সা মি

**সিলেট অফিস :** বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে সিলেট রেঞ্জ ও মহানগরের বিভিন্ন থানায় দায়েরকৃত বেশ কয়েকটি মামলার তদন্ত কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। তদন্তে নেমে পুলিশ তথ্য পেয়েছে মামলাগুলোতে আসামি করা হয়েছে অনেক নিরাপরাধ ও নিরীহ লোকজনকে। এসব নিরাপরধা ব্যক্তিদের মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে পুলিশ। সিলেট রেঞ্জ ও মহানগরের বিভিন্ন থানায় দায়ের করা ৫৯টি মামলার ২৮৪ জন আসামিকে অব্যাহতি দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।

জানা গেছে, ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থাকে জনবান্ধব ও হয়রানিমুক্ত করার লক্ষ্যে কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর-১৮৯৮ এ ধারা ১৭৩ (এ) সংযোজন করে বিগত অর্ন্তবর্তী সরকার। এই ধারা অনুযায়ী, হয়রানিমূলক কারও নাম কোনো মামলার প্রাথমিক তথ্য বিবরণীতে (এফআইআর) অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকলে তদন্ত কর্মকর্তা অন্তর্বর্তী তদন্ত প্রতিবেদন আদালতে দাখিল করবেন এবং আদালত প্রতিবেদন বিবেচনায় নিয়ে অভিযুক্তকে অব্যাহতি দিতে পারবেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সিলেট মহানগর পুলিশের (এসএমপি) বিভিন্ন থানার ৩৯টি মামলার ১৪৪ জন আসামিকে অব্যাহতির সুপারিশ করে আদালতে অর্ন্তবর্তী প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছে।

একইভাবে সিলেট রেঞ্জের আওতাধীন চার জেলার ২০টি মামলায় ১৪০ জনকে অব্যাহতি দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।

পুলিশ সদরদপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স) এএইচএম শাহাদাত হোসাইন গণমাধ্যমকে জানান, জুলাই অভ্যুত্থান-সংশ্লিষ্ট মামলাগুলোর তদন্তে ধারাবাহিক অগ্রগতি হচ্ছে। সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ, ডিজিটাল তথ্য বিশ্লেষণ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে তদন্ত কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৭৩ (এ) ধারার কার্যকর প্রয়োগ বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, যাতে নিরপরাধ ব্যক্তির হয়রানি বন্ধ, তদন্তে স্বচ্ছতা এবং আইনি প্রক্রিয়ার মান আরও উন্নত হয়। তদন্ত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বিভিন্ন কারণে পূর্ব বিরোধ, প্রতিশোধপরায়ণতা কিংবা মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর উদ্দেশ্যে যাদেরকে এজহারে আসামী করা হয়েছিল, তদন্তে তারা নিরাপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় তাদেরকে অব্যাহিত দেওয়ার সুপারিশ করে আদালতে প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়েছে।

# সিলেটের রেল যোগাযোগে নতুন সম্ভাবনার হাতছানি

**সিলেট অফিস :** সিলেট রেলওয়ে স্টেশন কেন্দ্রিক রেল যোগাযোগে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলতে যাচ্ছে ডুয়েল গেজ ডাবল রেললাইন উদ্যোগ। বর্তমানে মিটারগেজ সিঙ্গেল লাইনের কারণে ট্রেন চলাচলে দীর্ঘ অপেক্ষা, শিডিউল বিপর্যয় ও ধীরগতির যাত্রা সিলেটবাসীর নিত্যদিনের বাস্তবতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে ঢাকা-সিলেট-চট্টগ্রাম রুটে ডাবল লাইন চালু হলে বদলে যেতে পারে পুরো চিত্র।

বর্তমানে সিলেটের রেলপথ এখনো সিঙ্গেল লাইন মিটারগেজ ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। ফলে ট্রেন ক্রসিংয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় যাত্রীদের। এতে যেমন সময় নষ্ট হচ্ছে, তেমনি বাড়ছে যাত্রী ভোগান্তি ও দুর্ঘটনার ঝুঁকিও। এ অবস্থায় সরকার ঢাকা-সিলেট-চট্টগ্রাম রুটকে ডুয়েল গেজ ডাবল লাইনে রূপান্তরের উদ্যোগ নিয়েছে। এরইমধ্যে চলছে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা।

ঐতিহাসিকভাবে সিলেটের রেলপথের যাত্রা শুরু হয় ব্রিটিশ আমলে। চা শিল্প ও পণ্য পরিবহনের সুবিধার্থে ১৯১২ থেকে ১৯১৫ সালের মধ্যে চালু হয় কুলাউড়া-সিলেট রেললাইন। পরে ১৯৫৪ সালে চালু হয় সিলেট-ছাতক রুট। এতে সিলেট স্টেশনের গুরুত্ব আরও বাড়ে। তবে করোনা মহামারির সময় বন্ধ হয়ে যায় ছাতক রুটে ট্রেন চলাচল। এরপর ২০২২ সালের ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় রেললাইন, যা এখনো পুরোপুরি সচল হয়নি।

২০০৪ সালে পুনর্নির্মাণ ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে নতুন রূপ পায় সিলেট রেলওয়ে স্টেশন। কদমতলীতে অবস্থিত এই স্টেশন বর্তমানে ঢাকা ও ছাতকের সঙ্গে মিটারগেজ লাইনে সংযুক্ত। সময়ের সঙ্গে এটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ রেল যোগাযোগ কেন্দ্রে পরিণত হলেও পুরোনো অবকাঠামো এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।ঈড়সসঁহরপধঃরড়হং

সম্প্রতি ডুয়েল গেজ ডাবল লাইনের দাবিতে সিলেট রেলওয়ে স্টেশনে মানববন্ধন করেছেন সচেতন নাগরিকরা। সংশ্লিষ্টদের মতে, প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে যাত্রার সময় কমবে, বাড়বে ট্রেনের সংখ্যা ও যাত্রীসেবা।

সিলেট রেলওয়ে স্টেশনের স্টেশন ম্যানেজার নূরুল ইসলাম সময় সংবাদকে জানান, বর্তমানে ঢাকা-সিলেট রুটে যাত্রা করতে যেখানে অন্তত ৮ ঘণ্টা সময় লাগে, ডাবল লাইন চালু হলে তা ১ থেকে ২ ঘণ্টা কমে আসবে। তিনি বলেন, ডাবল লাইন সিলেটের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ হবে।

টিকিট কালেক্টর রায়হান বিন ইসলাম সময় সংবাদকে জানান, ক্রসিংয়ের কারণে দেড় থেকে দুই ঘণ্টা পর্যন্ত দেরি হয়। ডাবল লাইন হলে যাত্রীদের সময় বাঁচবে, টিকিটের চাহিদা বাড়বে, ট্রেনও বাড়বে।

এদিকে বর্তমানে সিলেট-ঢাকা রুটে চারটি এবং সিলেট-চট্টগ্রাম রুটে দুটি আন্তঃনগর ট্রেন চলাচল করছে। সব মিলিয়ে ছয়টি আন্তঃনগর ট্রেনেই সীমাবদ্ধ রয়েছে সিলেটের রেল যোগাযোগ।

অন্যদিকে রেল কর্তৃপক্ষ তথ্য বলছে ২০২০ সাল থেকে বন্ধ রয়েছে লোকাল ও মেইল ট্রেন চলাচল। প্রতিদিন এসব আন্তঃনগর ট্রেনে প্রায় ৬০০ থেকে ৭০০ যাত্রী যাতায়াত করছেন। এছাড়া ইঞ্জিন সংকটের কারণে তেলবাহী ট্রেন চলাচলও কমে এসেছে। আগে যেখানে ২০ থেকে ২২টি ট্রেন চলাচল করতো, বর্তমানে তা নেমে এসেছে মাত্র পাঁচটিতে।

সম্প্রতি সিলেট সফরে এসে রেল প্রতিমন্ত্রী হাবিবুর রশিদ জানান, সিলেট-ঢাকা-চট্টগ্রাম ডুয়েল গেজ রেললাইন চালুর লক্ষ্যে সমীক্ষা চলছে। তিনি বলেন, ইঞ্জিন সংকট সমাধানের পাশাপাশি যাত্রীসেবার সঙ্গে পণ্য পরিবহনেও গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার, যাতে বাংলাদেশ রেলওয়েকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা যায়।এবড়ুমৎধঢ়যরপ জবভবৎবহপব

সবকিছু ঠিক থাকলে উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে দীর্ঘদিনের শিডিউল বিপর্যয় ও ভোগান্তি পেছনে ফেলে এখন নতুন সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখছে সিলেটবাসী।


SHAH JALAL MADRASA AND EATIM KHANA TRUST
Sulemanpur, Sunamganj
www.shahjalalmadrasa.com
(UK Charity Reg: 1126912)

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

আসসালামু আলাইকুম, সম্মানীত দানশীল ভাই ও বোনেরা আপনাদের দান সাদাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জ এর ভাটি এলাকা সুলেমান পুরে বিশাল শাহজালাল (রহ:) মাদ্রাসা ও এতিম খানা। বর্তমানে অসংখ্য দরিদ্র এতিম ছাত্রদের থাকা ও লিখাপড়ার জায়গা সংকুলান না হওয়ায় নতুন একটি ছয়তলা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার অথবা আপনার মা বাবার নামে একটি রুম দান করে এতিম ছেলে মেয়েদের কোরআনে হাফিজ ও আলিম হওয়ার জন্য আপনার সাহায্য কামনা করা হচ্ছে। আপনার দানের জন্য আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে এর ছোয়াব দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

The ways in which you can fulfil the needs of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana:

Assalamu Alaikum

Respectable Brothers and Sisters – Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana Trust, is an established UK based charitable organisation which provides and supports poor/ orphan student's education, free living accommodation, food and clothes through your kind donations.

Alhamdulillah, we have started construction of a new 6 story building for the students of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana, Sulemanpur, Sunamganj - we are appealing to all our well-wishers and donors to give Sadaqah Jariyah to complete this building.
May Allah (SWT) reward you in this life and hereafter. Ameen.

The ways in which you can fulfil the needs of Shahjalal Madrasa and Eatim Khana:

- £2500 - Towards a room in the Madrasa in your name or in the name of your parents
- £1000 - Life member
- £500 - Sponsor 1 poor/orphan student
- £250 - One Kear Land
- £150 - Bukhari Sharif, Muslim Sharif, Tafsir set (full title jamat set)
- £100 - 20 Bags of cement
- £90 - 1000 Bricks
- £25 - 5 Zil Quran
- £20 - 1 Bag rice

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

- ২৫০০ পাউন্ড একটি রুম
- ১০০০ পাউন্ড লাইফ মেম্বার
- ৫০০ পাউন্ড হাফিজ স্পন্সর
- ২৫০ পাউন্ড দিয়ে এক কেয়ার জমিন
- ১৫০ পাউন্ড দিয়ে ফুল টাইটেল জামাতের এক সেট কিতাব
- ১০০ পাউন্ড দিয়ে বিশ বস্তা সিমেন্ট
- ৯০ পাউন্ড দিয়ে এক হাজার ইট
- ২৫ পাউন্ড দিয়ে পাঁচ জিলদ কোরআন
- ২০ পাউন্ড দিয়ে এক বস্তা চাউল

You can also become a life sponsor of poor/orphan student by donating £5, £10, £20 or any amount by setting up monthly direct debit

Bank Details : HSBC
Shah Jalal Madrasha and Eatim Khana Trust
Account No: 81419366, Sort Code: 40-11-43

www.justgiving.com/campaign/SMETRUST
Email: smszaman@hotmail.co.uk
Website: www.shahjalalmadrasa.com

Contact: Founder Chairman, Syed Moulana Shamsuzzaman, Mobile: 07944 267 205
You can make donations by PayPal by logging into our website

বাংলা পোস্ট

**Bangla Post**
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
**Tel: News - 0203 488 7990**
**Sales - 0203 633 2545**
Email: info@banglapost.co.uk
**Web: www.banglapost.co.uk**

**Honorary Chairman**
Sheikh Md. Mofizur Rahman
**Founder & Managing Director**
Taz Choudhury
**Marketing Director**
Sayantan Das Adhikari

**Board of Directors**
Kamruz Zaman Shuheb
Gulam Kibria Oyes

**Advisers**
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

**Editor in Chief**
Taz Choudhury
**Editor**
Barrister Tareq Chowdhury
**News Editor**
Hasanul Hoque Uzzal
**Sub Editor**
Shaleh Ahmed
**Head of Marketing**
Md Joynal Abedin

**Sylhet Bureau Chief**
Md Moin Uddin Monju
**Dubai Correspondent**
Md Sarwar Uddin Rony
**Birmingham Correspondent**
Atikur Rahman

**Sylhet Office**
Abdul Aziz Zafran
**Dhaka Office**
Md Zakir Hossen

# সরকার ও বিচার বিভাগের উপর আস্থা রাখা জরুরি

সারা বাংলাদেশে আজ একটি সাংবাদ আলোচিত হচ্ছে তা হলো শিশু রামিসা হত্যা কান্ড. পল্লবীতে ঘটা ৮ বছরের শিশু হত্যাকাণ্ডের পর তার বাবা বলেছেন, মেয়ে হত্যার বিচার তিনি চান না। নাগরিক হিসেবে তাঁর ও আমাদের স্বাধীনতার ভিত্তিটা আসলে কতটা অটুট আছে?

একটা রাষ্ট্রের আইনের শাসন ও বিচার ব্যবস্থার ওপর কতটা অনাস্থা তৈরি হলে সন্তানের রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে একজন বাবা এমনটি বলতে পারেন। কিন্তু এমন ঘটনা তো এ দেশে এ প্রথম নয়। এর আগেও আরও ঘটনায় স্বজনেরা বিচার না চাওয়ার অসহায়ত্ব আমরা দেখেছি। তাতেও কি কিছু যায় আসে আমাদের? রাষ্ট্র বা সরকারের কর্ণধারদের?

শিশুটিকে এখন সবাই চিনে। কয়দিন পর অবশ্যই ভুলে যাওয়ারই কথা। তাঁর বাবা তেমনটিই বললেন। শিশুটিকে সবাই চেনে কারণ সে এখন আর নাই। কীভাবে নাই? সকালে স্কুলে যাওয়ার আগে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। বড়বোনের সঙ্গে স্কুলে যাবে সে। কিন্তু কোথায় ছোটবোন? অনেক খোঁজাখুঁজির পর পাশের বাসার দরজার সামনে তার স্যান্ডেল পাওয়া গেল। কিন্তু দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। ধরে নেওয়াই যায়, অন্যান্য সময়ের মতো প্রতিবেশীর বাসায় হয়তো খেলতে গিয়েছে। কিন্তু এ সময় তো তার স্কুলে যাওয়ার কথা।

অনেক সময় ধরে দরজা ধাক্কাধাক্কি করার পর যে ঘটনা প্রকাশ পেল, তা আমাদের স্তম্ভিত করে দেয়। সেই দরজা খোলার সঙ্গেই বেরিয়ে আসল আমাদের সমাজের অন্য পিঠে লুকিয়ে থাকা ভয়াবহ এক রূপ।সংবাদমাধ্যমের সূত্রে আমরা যা জানতে পারছি তা একজন সুস্থ মানুষের পক্ষে মানসিকভাবে তা সহ্য করার মতো না। পাশের বাসার সেই ফ্ল্যাটের একটি কক্ষে শিশুটির মস্তকবিহীন মরদেহ পড়ে ছিল। আরেকটি কক্ষের ভেতরে একটি বালতির মধ্যে রাখা ছিল মাথা। দরজা ধাক্কাধাক্কিতে লাশ লুকানোর সময় পায়নি ঘাতক। জানালার গ্রিল কেটে পালিয়ে যায় সে। পরে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা থানার সামনে থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ বলছে, জিজ্ঞাসাবাদে ঘাতক ঘটনার দায় স্বীকার করেছে।

পরিবার ও পুলিশের বক্তব্যে প্রাথমিকভাবে এটি স্পষ্ট যে, শিশুটি যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছিল। এ ঘটনা আরও ভয়াবহ বিষয় হচ্ছে, ওই ফ্ল্যাটে ঘাতকের সঙ্গে তার স্ত্রীও সেখানে উপস্থিত ছিল। যদিও স্ত্রীর দাবি, তিনি ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমাচ্ছিলেন। কিন্তু স্বামীকে পালিয়ে যেতে ও লাশ লুকাতে তিনি সহযোগিতা করেছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। এ অভিযোগ সত্য হলে এটাই বলতে হয়, আমাদের শিশুদের নিরাপত্তাহীনতা আসলে কোথায় গিয়ে ঠেকেছে!

শুধু তাই নয়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শিশুটির শাড়ি পরা ছবি প্রকাশের পর এর নিয়ে এক শ্রেণির মানুষের বিকৃতিরুচির যে বহিঃপ্রকাশ দেখা গেল, তাতেও আমাদের শঙ্কিত হতে হয়।

শিশুটি স্থানীয় একটি স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ত। তাঁর বাবা একটি রিক্রুটিং এজেন্সিতে চাকরি করেন। পরিবারটি প্রায় ১৭ বছর ধরে পল্লবীতে বসবাস করে আসছেন। মেয়েকে হারিয়ে আহাজারি করতে থাকা সেই বাবার কিছু বক্তব্য সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

তিনি বলছেন, 'আমি বিচার চাই না, কারণ আপনারা বিচার করতে পারবেন না। আপনাদের বিচার করার কোনো রেকর্ড নেই। আপনারা বিচার করতে পারবেন না। আমার মেয়েও আর ফিরে আসবে না। আপনাদের বিচারের কোনো উদাহরণ নেই। এটা বড়জোর ১৫ দিন চলবে, আবার কোনো ঘটনা ঘটবে। এরপর এটা ধামাচাপা পড়ে যাবে।'শিশুটির বাবার বক্তব্যে নির্মম বাস্তবতা উঠে আসলেও একটি বিষয়ে তিনি আসলে ভুলই বলেছেন। এ হত্যা নিয়ে এই 'মাতামাতি' আসলে ১৫ দিনও থাকবে না। দুই একদিনেই হারিয়ে যাবে। এমনই তো হয়ে আসছে আসলে।

# পশ্চিমবাংলার রক্তাক্ত বসন্ত

**মোনাজ আহমদ**

নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরপরই পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আবহ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। ক্ষমতার রদবদলের পাশাপাশি সংঘর্ষ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা এবং সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ পশ্চিমবঙ্গকে এক অস্থির ও সংকটময় অবস্থার দিকে ঠেলে দিয়েছে। ভোটের ফলাফল প্রকাশের কয়েক দিনের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ এক ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখে পড়েছে, যা উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে নতুন নয়; তবে প্রতিবারই মনে হয়েছে, এবারের অস্থিরতা আগের তুলনায় আরও বেশি তীব্র ও ভয়ংকর।

নতুন সরকারের শপথ হওয়ার আগেই রাস্তায় বুলডোজার চলেছে, তৃণমূলের দপ্তর গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং কর্মীদের বাড়িতে আগুন লাগানো হয়েছে। লুটতরাজ, ইটপাটকেল, বোমাবাজি এবং রাজনৈতিক হত্যার এই উৎসব চলেছে এমন এক পরিস্থিতিতে, যেখানে আড়াই লাখ কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনী এবং সোয়া লাখেরও বেশি রাজ্য পুলিশ মোতায়েন আছে। কিন্তু তারা নির্বিকার দর্শক। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ঘোষণা করেছেন, এই বাহিনী আগামী ৬০ দিন রাজ্যে থাকবে, কিন্তু তারা থেকেও যেন নেই।

এই নিষ্ক্রিয়তার চিত্র স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওতে। ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে, প্রকাশ্য রাস্তায় একদল তরুণ অবাধে পাথর ছুড়ছে এবং ভাঙচুর করছে। তাদের ঠিক সামনেই রাইফেল হাতে সিআরপিএফ ও প্যারামিলিটারি জওয়ানদের একটি দল দাঁড়িয়ে। লাঠি ও অস্ত্র আছে এবং সংখ্যাও যথেষ্ট। কিন্তু কেউ এগোচ্ছে না এবং বাধা দিচ্ছে না। বিভিন্ন জায়গায় ধারণ করা এ রকম অনেক ভিডিও পশ্চিমবাংলার বর্তমান আইনশৃঙ্খলার গোটা পরিস্থিতি উন্মোচন করছে এবং পরিকল্পিত নীরবতার কথা স্পষ্ট করে দিচ্ছে।

যে ঘটনা গোটা পরিস্থিতির ভয়াবহতাকে চূড়ায় নিয়ে গেছে সেটি ঘটেছে রাতের অন্ধকারে কলকাতার উপকণ্ঠে। বিজেপির সিনিয়র নেতা ও মুখ্যমন্ত্রী সুভেন্দু অধিকারীর ব্যক্তিগত সহকারী সারাদিনের কাজ সেরে নিজের বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ি থেকে মাত্র পঞ্চাশ মিটার দূরে চার মোটরসাইকেলে আসা বন্দুকধারীরা গাড়ি থামিয়ে পয়েন্ট ব্লাঙ্ক রেঞ্জে গুলি করে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে তার, গুরুতর আহত হয়েছে চালক। ঘটনাটি স্রেফ একটি খুন নয়। যে যানবাহনে হামলাকারীরা এসেছিল সেটার রেজিস্ট্রেশন প্লেট ভুয়া, ইঞ্জিন চেসিস নম্বর মুছে ফেলা, পালানোর বাইকগুলোও নকল। এই সুনির্দিষ্ট পেশাদারিত্ব নিছক রাস্তার গু-ার কাজ নয়। এর পেছনে আছে প্রশিক্ষিত হাত, সুচিন্তিত পরিকল্পনা এবং ক্ষমতার আশীর্বাদ। তিনজনকে আটক করা হয়েছে বটে, কিন্তু তারা স্থানীয় গু-া মাত্র। এই মাপের পরিকল্পিত হত্যার সুতো তাদের হাতে ছিল না।

হাওড়ার ঘটনা আরও বেশি নাড়া দেয়। সেখানে প্রকাশ্য দিনের বেলায় তৃণমূল ও বিজেপির কর্মীরা মুখোমুখি হয়েছে। সাত-আট রাউন্ড গুলি ছোড়া হয়েছে এবং পালিয়ে যাওয়া মানুষদের পেছনে প্রতি দশ মিটারে একটি করে বোমা ছোড়া হয়েছে। মোট বারোটি বোমা। পনের-বিশ জন আহত হয়ে হাসপাতালে। এই দৃশ্য যেন কোনও যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা। আর এই সংঘর্ষের পুরো সময়টা পুলিশ ছিল পুরোদস্তুর মূকদর্শক।

হিংসার আগুন কলকাতা ছাড়াও বিভিন্ন জেলায় বেড়েই চলছে। উত্তর চব্বিশ পরগনা থেকে শুরু হয়ে দক্ষিণবঙ্গের তৃণমূলের ঘাঁটি বলে পরিচিত এলাকাগুলো পর্যন্ত, এমনকি উত্তরবঙ্গের যেসব অঞ্চলে বিজেপির প্রভাব বেশি সেখানেও তৃণমূলের দপ্তর দখল ও কর্মীদের উপর হামলার খবর আসছে। ২০১১ সালেও ক্ষমতা পরিবর্তনের সময় হিংসা হয়েছিল তবে সেগুলো ছিল স্থানীয় এবং ছোট মাপের। এবারের ঘটনার বিস্তার ও গভীরতা সম্পূর্ণ আলাদা। এমন গণমাপের ধ্বংসযজ্ঞ বাংলার ভোট-রাজনীতির ইতিহাসে আগে দেখা যায়নি।

**বিজেপির সিনিয়র নেতা ও মুখ্যমন্ত্রী সুভেন্দু অধিকারীর ব্যক্তিগত সহকারী সারাদিনের কাজ সেরে নিজের বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ি থেকে মাত্র পঞ্চাশ মিটার দূরে চার মোটরসাইকেলে আসা বন্দুকধারীরা গাড়ি থামিয়ে পয়েন্ট ব্লাঙ্ক রেঞ্জে গুলি করে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে তার, গুরুতর আহত হয়েছে চালক**

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, পশ্চিমবাংলা এখন একটি প্রয়োগশালায় পরিণত হতে চলেছে। যে রাজনৈতিক হিন্দুত্বের বুনিয়াদ তৈরি হয় একটি বিশেষ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণার পরিবেশ নির্মাণ করে, সেই প্রকল্পের জন্য পশ্চিমবাংলা এক আদর্শ ভূমি। রাজ্যের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মুসলমান। এই এক-তৃতীয়াংশকে সামনে রেখে বাকি দুই-তৃতীয়াংশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভয় জাগিয়ে তোলার রাজনীতি এখানে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশি ফলপ্রসূ। রথযাত্রা থেকে বাবরি মসজিদ ধ্বংস, গুজরাটের দাঙ্গা থেকে লাভ জিহাদের আখ্যান, এই একই ছকে বারবার সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠের সাম্প্রদায়িক ক্রোধকে রাজনৈতিক সম্পদে পরিণত করা হয়েছে। ২০০২ সালে গুজরাটে যখন দাঙ্গা চলছিল তখনও শাসকদল বলেছিল, আমাদের লোক করেনি। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নিউটনের তৃতীয় সূত্রের কথা বলে পরিস্থিতিকে ন্যায্যতা দিয়েছিলেন। আজ পশ্চিমবাংলায় বিজেপিও বলছে, এরা আমাদের কর্মী নয়। ইতিহাস যেন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকেই দেখছে।

নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়েও উঠছে গভীর প্রশ্ন। নব্বই লাখ ভোটার তালিকা থেকে নাম কাটা গেছে, সাতাশ লাখ মানুষ নথি নিয়ে বুথে গিয়েও ভোট দিতে পারেনি এবং তৃণমূলের কাউন্টিং এজেন্টদের রাত বারোটার পর বের করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। সুপ্রিম কোর্টে যখন এই ভোটাধিকার হরণের বিরুদ্ধে আবেদন গেল তখন শোনা গেল অবাক করা জবাব, পরের বার ভোট দিয়ে নেবেন। এই এক বাক্যে বিচারব্যবস্থার প্রতি মানুষের যে শেষ আস্থাটুকু ছিল তাও টলে গেল। অখিলেশ যাদব কলকাতায় এসে বললেন, এটি জঙ্গলরাজ, নির্বাচন লুট হয়েছে। তার এই কথাকে নিছক রাজনৈতিক বিবৃতি বলে উড়িয়ে দেওয়া কঠিন, কারণ রাস্তার চিত্র সেই কথাই বলছে।

১৯৮৭ সালে কাশ্মীরের নির্বাচনে কারচুপির পর সেখানে যা ঘটেছিল তার স্মৃতি এখনও ভারতের বুকে জ্বলন্ত ক্ষত। যখন জনগণের রায়কে চুরি করা হয়, গণতন্ত্রের খোলসের ভেতরে ক্ষমতা দখলের নগ্ন খেলা চলে, তখন মানুষ রাস্তায় নামে। সেই নামাটা সবসময় শান্তিপূর্ণ থাকে না। কাশ্মীর আমাদের সেই পাঠ দিয়েছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরাজিত, কিন্তু পর্যুদস্ত নন। যারা তাকে দীর্ঘদিন ধরে চেনেন তারা বলছেন, তিনি আহত বাঘিনীর মতো। কংগ্রেসের কর্মী থেকে শুরু করে তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার যে পথ, সেই পথ ছিল সংঘর্ষ এবং রাস্তার পথ। বিরোধী দলের মমতাকে বিজেপি কখনও মোকাবেলা করেনি। এবার সেটি হবে তাদের জন্য সম্পূর্ণ এক নতুন অভিজ্ঞতা।

পশ্চিমবাংলার মাটিতে যা ঘটেছে ও এখন ঘটছে তা কেবল একটি রাজ্যের রাজনৈতিক সংকট নয়, এটি ভারতীয় গণতন্ত্রের বুকে একটি গভীর প্রশ্ন। যখন ভোট ডাকাতির অভিযোগ ওঠে, বিচারালয় নিষ্ক্রিয় থাকে এবং হাজার হাজার সশস্ত্র বাহিনীর সামনে নিরীহ মানুষ পুড়তে থাকে, তখন বুঝতে হবে সমস্যাটা শুধু আইনশৃঙ্খলার নয়। সমস্যাটা তার চেয়ে অনেক গভীরে। যে গণতন্ত্রের শিকড় মাটিতে থাকার কথা, সেই শিকড় যখন ক্ষমতার আগুনে পুড়তে থাকে, তখন গাছটা দাঁড়িয়ে থাকলেও ভেতরে ভেতরে ফাঁপা হয়ে যায়। পশ্চিমবাংলা আজ সেই ফাঁপা গাছের গল্প বলছে।

**লেখক: গবেষক ও প্রাবন্ধিক।**

# সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় বিলুপ্ত, সব কর্মকর্তাকে আইন মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে গঠিত স্বতন্ত্র 'সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়' বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে প্রয়োজনীয় পরামর্শক্রমেই সরকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এই বিলুপ্তির পর সদ্য গঠিত সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের সিনিয়র সচিবসহ মোট ১৫ জন কর্মকর্তাকে পুনরায় আইন মন্ত্রণালয়ে ফেরত নেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৯ মে) আইন ও বিচার বিভাগ থেকে রাষ্ট্রপতির আদেশে এ সংক্রান্ত একটি আনুষ্ঠানিক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। উল্লেখ্য, বিগত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় সুপ্রিম কোর্টের জন্য একটি পৃথক ও স্বাধীন সচিবালয় গঠনের উদ্দেশ্যে অধ্যাদেশ জারি করা হলেও বর্তমান বিএনপি সরকার তা আর চূড়ান্ত আইনে পরিণত করেনি।

বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির ২২ অনুচ্ছেদে 'নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ' নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছিল। তবে সংবিধানের এই ঘোষণার পর দীর্ঘ ২০ বছর পার হলেও এটি বাস্তবায়নে দৃশ্যমান কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ১৯৯৪ সালে অধস্তন আদালতের বিচারকদের বেতন গ্রেড নিয়ে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হলে তৎকালীন বিচারক মাসদার হোসেনসহ ৪৪১ জন বিচারকের পক্ষে হাইকোর্টে একটি রিট মামলা করা হয়।

এই রিটের চূড়ান্ত শুনানি শেষে ১৯৯৭ সালে হাইকোর্ট জুডিশিয়াল সার্ভিসকে

একটি স্বতন্ত্র সার্ভিস হিসেবে ঘোষণা করার ঐতিহাসিক আদেশ দেন। পরবর্তীতে রাষ্ট্রপক্ষ এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করলে দীর্ঘ শুনানি শেষে ১৯৯৯ সালের ২ ডিসেম্বর আপিল বিভাগ চূড়ান্ত রায় প্রদান করেন। মাসদার হোসেন মামলার ওই রায়ে সুনির্দিষ্ট কিছু নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল, যার মধ্যে অন্যতম ছিল-সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের হাতে থাকবে, বিচার বিভাগ সংসদ বা নির্বাহী বিভাগের অধীনে থাকবে না এবং নিম্ন আদালতের বার্ষিক বাজেট সুপ্রিম কোর্ট নিজেই প্রণয়ন ও বরাদ্দ করবে, যেখানে নির্বাহী বিভাগের কোনো হস্তক্ষেপ থাকবে না।

আপিল বিভাগের সেই ঐতিহাসিক রায়ের প্রায় আট বছর পর, ২০০৭ সালের ১ নভেম্বর তৎকালীন সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে কাগজে-কলমে আনুষ্ঠানিকভাবে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক ঘোষণা করা হয়। তবে দীর্ঘ সময় ধরে সেই ঘোষণা কেবল নথিপত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের পর ১০ আগস্ট দেশের ২৫তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ। ২১ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টের ইনার গার্ডেনে দেওয়া এক অভিভাষণে তিনি স্পষ্ট করে বলেন, বিচার বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে মাসদার হোসেন মামলার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন জরুরি। তিনি উল্লেখ করেন, সংবিধানের ১১৬ক অনুচ্ছেদে বিচারকদের স্বাধীনতার কথা বলা হলেও আইন মন্ত্রণালয় ও সুপ্রিম কোর্টের যৌথ এখতিয়ার বা দীর্ঘদিনের 'দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা' সম্পূর্ণরূপে বিলোপ করে পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত প্রকৃত স্বাধীনতা আসবে না।

প্রধান বিচারপতির এই অনড় অবস্থানের পর, ২০২৪ সালের ২৭ অক্টোবর পৃথক সচিবালয়ের একটি আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। একই সময়ে বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনও সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় স্থাপন এবং বিচার বিভাগের প্রশাসনিক ও আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য জোরালো সুপারিশ পেশ করে। সংস্কার কমিশনের সুপারিশে বলা হয়েছিল, সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদ ও মাসদার হোসেন মামলার রায়ের আলোকে বিচার বিভাগকে অর্থবহভাবে স্বাধীন করতে পৃথক সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক।

সব আইনি ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শেষে গত বছরের ৩০ নভেম্বর বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের সেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে স্বতন্ত্র 'সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা অধ্যাদেশ' জারি করা হয়েছিল। তবে নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর সেই অধ্যাদেশটিকে আর আইনে রূপান্তর না করে আজ সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়টিই বিলুপ্ত ঘোষণা করা হলো।

# জুলাই হত্যা মামলায় গ্রেফতার দেখানো হল সাবেক রেলমন্ত্রী সুজনকে

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** চব্বিশের জুলাই আন্দোলনের সময় যাত্রাবাড়ীর কাজলা এলাকায় মো. জাহাঙ্গীর (৫৪) নামে এক ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যার অভিযোগে করা মামলায় সাবেক রেলমন্ত্রী অ্যাডভোকেট নুরুল ইসলাম সুজনকে গ্রেফতার দেখিয়েছেন আদালত।

মঙ্গলবার কারাগার থেকে তাকে ঢাকার

চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে পুলিশ। এরপর সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে এ মামলায় নুরুল ইসলাম সুজনকে গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা।

শুনানি শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সারাহ্ ফারজানা হক আবেদন মঞ্জুর করেন এবং আসামিকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

মামলার অভিযোগ থেকে জানা যায়, ২০২৪ সালের ২০ জুলাই বিকেল ৩টার দিকে যাত্রাবাড়ীর কাজলা এলাকায় আন্দোলনকারীদের ওপর কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী, পুলিশ, র‍্যাব এবং বিজিবি সদস্যরা গুলি চালান। এসময় মো. জাহাঙ্গীর (৫৪) নামে এক ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হন। পরে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ১১টার দিকে মারা যান।

ওই ঘটনায় ২০২৪ সালের ২২ সেপ্টেম্বর যাত্রাবাড়ী থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়।

উল্লেখ, ২০২৪ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর রাজধানীর শ্যামলী থেকে নুরুল ইসলাম সুজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বর্তমানে তিনি কারাগারে আটক রয়েছেন।

# জুলাইতেই শুরু হচ্ছে পদ্মা ব্যারাজের কাজ

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** দেশের দক্ষিণাঞ্চলের পরিবেশ ও নদী রক্ষা তথা সামগ্রিক অর্থনৈতিক সুরক্ষায় বহুল প্রতীক্ষিত পদ্মা ব্যারাজের নির্মাণকাজ আগামী জুলাই মাসেই শুরু হতে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন পানিসম্পদ মন্ত্রী শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি।

মঙ্গলবার (১৯ মে) সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) সিনেট ভবনে আয়োজিত এক বিশেষ সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নিয়ে তিনি এ কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, 'আমরা যদি দ্রুততম সময়ের মধ্যে পদ্মা ব্যারাজ নির্মাণ করতে না পারি, তবে দেশের একটি বিশাল অঞ্চল অদূর ভবিষ্যতে মরুভূমিতে পরিণত হবে। এই কারণে পদ্মা এবং তিস্তা নদীকে নিয়ে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত আসছে এবং আগামী জুন মাসের সংসদ অধিবেশনে এসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিল পাস হবে।'

সেমিনারে পানিসম্পদমন্ত্রী দেশের উত্তরাঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি তিস্তা মহাপরিকল্পনা বা তিস্তা মেগাপ্রজেক্টের বিষয়েও সরকারের পক্ষ থেকে দ্রুতই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে আশ্বস্ত করেন। এর পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে সরকারের একটি মহাপরিকল্পনার কথা

উল্লেখ করে তিনি বলেন, সারা দেশে ২০ হাজার কিলোমিটার খাল পুনঃখনন করার একটি বিশাল কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে, যা দেশের কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে একটি নতুন বিপ্লব তৈরি করবে।

দেশের প্রধান খালগুলো যদি আগামী ৫০ বছর পর্যন্ত নিয়মিত খনন সচল রাখা না হয়, তবে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ওই সব অঞ্চল একসময় পানির নিচে চলে যাবে। এই জনকল্যাণমূলক কাজে দেশের রাজনৈতিক বিরোধী দলগুলো সরকারকে ইতিবাচক সহযোগিতা করলে কাজের অগ্রগতি অনেক বেশি ত্বরান্বিত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সেমিনারে জাতীয় রাজনীতির সমসাময়িক প্রেক্ষাপট ও শিক্ষা পরিবেশ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে পানি সম্পদমন্ত্রী শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেন, দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্ররাজনীতির নামে এত দিন ধরে যেসব অপরাজনীতি বা লেজুড়বৃত্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল, তা যেকোনো মূল্যে চিরতরে বন্ধ করতে হবে।

বর্তমান প্রজন্মের সাধারণ শিক্ষার্থীদের মনে ছাত্ররাজনীতির প্রতি যে তীব্র বিমুখতা ও নেতিবাচক ধারণা তৈরি হয়েছে, সুস্থ ও আদর্শিক ধারার চর্চার মাধ্যমে তা থেকে তরুণ সমাজকে ইতিবাচক রাজনীতিতে ফিরিয়ে আনতে হবে।

# আপনার হৃদযন্ত্র সুস্থ রাখুন

আমাদের হৃদযন্ত্রের কাজ হলো শরীরে রক্ত সঞ্চালন (পাম্প) করা। কার্ডিওভাসকুলার রোগ (সিভিডি) হৃদযন্ত্রের বা রক্তনালীগুলোর উপর প্রভাব ফেলে এবং এই রোগ বিশ্বব্যাপী অকাল মৃত্যু ও মানুষের অসক্ষম (ডিসএবল) হয়ে পড়ার প্রধান কারণ। তাই আমাদের বোঝা প্রয়োজন- কীভাবে আমাদের জীবনযাত্রায় সিভিডি-এর ঝুঁকি কমানো যায়, কীভাবে আমাদের হৃদযন্ত্রকে শক্তিশালী ও সুস্থ রাখা যায় এবং কখন চিকিৎসা সহায়তা নেওয়া প্রয়োজন।

জনাব আখতার নাসিম কনসালট্যান্ট ভাসকুলার সার্জন ও ক্লিনিক্যাল ডিরেক্টর হিশেবে শেফিল্ডে কাজ করেন। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন, "শুরুর দিকে সিভিডি-এর কোনো লক্ষণ সবসময় না-ও থাকতে পারে। তাই প্রথম গুরুতর সংকেতটি হতে পারে হৃদরোগে (হার্ট অ্যাটাক) বা স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়া। বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই ঝুঁকি বৃদ্ধি পায় এবং এটি জাতিগতভাবে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে বেশি হতে পারে। তাই আমাদের উচিত ঝুঁকি কমানোর জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করা।"

## সিভিডি কী?

**চারটি প্রধান ধরনের সিভিডি (কার্ডিওভাসকুলার রোগ) রয়েছে:**

**১. করোনারি হার্ট ডিজিজ:** হৃদযন্ত্রে রক্তের প্রবাহ আটকে বা কমে যাওয়া। এটি সাধারণত চর্বিজাতীয় পদার্থ জমে ধমনী ও রক্তনালী সংকীর্ণ হয়ে যাওয়ার কারণে ঘটে, যা এক সময় অ্যাঞ্জাইনা, হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়া বা হার্ট ফেইলিউর ঘটাতে পারে।

**২. স্ট্রোক:** মস্তিষ্কের কোনো অংশে রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়া, যা মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে বা সম্ভাব্য মৃত্যুর কারণ হতে পারে। 'ট্রানজিয়েন্ট ইস্কেমিক অ্যাটাক' বা "মিনি-স্ট্রোক"হলো একই ধরনের অবস্থা। তবে এক্ষেত্রে মস্তিষ্কে রক্ত প্রবাহ সাময়িকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়।

**৩. পেরিফেরাল আর্টেরিয়াল ডিজিজ:** অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ধমনীগুলো সাধারণত পায়ের ধমনীতে প্রতিবন্ধকতা (ব্লকেজ) সৃষ্টি হওয়া।

**৪. অর্টিক ডিজিজ:** আমাদের দেহের সবচেয়ে বড় রক্তনালী 'অর্টা' আক্রান্ত হওয়া -

যেটি হৃদযন্ত্র থেকে শরীরের অন্যান্য সকল অংশে রক্ত সরবরাহ করে। অর্টিক রোগের মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ হলো অ্যাবডোমিনাল অর্টিক অ্যানিউরিজম (এএএ)।

## আমি কি সিভিডি-তে আক্রান্ত হবার বেশি ঝুঁকিতে আছি?

আপনার জীবনযাত্রার ধরন সিভিডিতে আক্রান্ত হবার ঝুঁকিকে প্রভাবিত করতে পারে। যেমন: ধূমপান, অতিরিক্ত মদ্যপান, শারীরিকভাবে নিষ্ক্রিয় থাকা ও শরীরের অতিরিক্ত ওজন। এসবই ধমনী ও রক্তনালীগুলোর মধ্যে অস্বাস্থ্যকর চর্বিজাতীয় পদার্থ জমাতে ভূমিকা রাখে যা উচ্চ রক্তচাপসহ বিভিন্ন বাড়তি সমস্যা সৃষ্টির কারণ হতে পারে এবং যা আমাদের শরীরের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা কঠিন করে তুলতে পারে।

জনাব নাসিম বলেন, "আপনার জীবনযাত্রার ধরনের পাশাপাশি আপনি কৃষ্ণাঙ্গ, দক্ষিণ এশীয় কিংবা কোনো জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকলে আপনার সিভিডি-তে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি বেশি থাকতে পারে। এর কারণ হলো, আমাদের এসব গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপ, কিডনি রোগ ও টাইপ-২ ডায়াবেটিসের মতো স্বাস্থ্যগত সমস্যা থাকার প্রবণতা বেশি।"

এক্ষেত্রে পারিবারিক স্বাস্থ্য-ইতিহাসও ভূমিকা রাখে। আপনার রক্তসম্পর্কের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় যদি তরুণ বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন কিংবা স্ট্রোক বা উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় ভুগে থাকেন, তাহলে আপনারও এসবে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি বেশী।

জনাব নাসিম আরও বলেন, "আপনার পরিবারের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত তথ্যসমূহ জানা থাকলে আমরা আপনাকে এ ব্যাপারে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে এবং কোন কোন লক্ষণের বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে সে সম্পর্কে পরামর্শ দিতে পারি। এছাড়া এমনও হতে পারে যে, কোনো উপসর্গ সৃষ্টির সময় সমস্যা দেখা দেবার আগেই আমরা তা শনাক্ত করে চিকিৎসা দিতে সক্ষম হতে পারি।"

আপনার পরিবারের কারো হৃদরোগ (করোনারি হার্ট ডিজিজ) থেকে থাকলে আপনার জিপি সার্জারি নিয়মিত আপনার কোলেস্টেরল বা রক্তচাপ পরীক্ষা করতে চাইতে পারে। এছাড়া কিছু রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া শারিরীক অবস্থাগুলোও পরীক্ষা করা যায়।

## আমি কীভাবে সিভিডি-এর ঝুঁকি কমাতে পারি?

৪০ বছর এবং এর বেশি বয়সী প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতি পাঁচ বছরে একবার বিনামূল্যে এনএইচএস-এর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে পারেন। এটি জিপি সার্জারি, স্থানীয় কাউন্সিল বা কিছু ফার্মেসিতে করানো যায়। এই পরীক্ষাগুলো হৃদরোগ ও স্ট্রোকসহ কিডনি রোগ, ডিমেনশিয়া এবং টাইপ-২ ডায়াবেটিসের প্রাথমিক লক্ষণ শনাক্ত করতে পারে।

অনেক ফার্মেসিতেও রক্তচাপ পরীক্ষা করা হয়ে থাকে এবং ধূমপান ছাড়তে এবং মদ্যপানের পরিমাণ কমাতে সহায়তা দেওয়া হয়।

জনাব নাসিম ব্যাখ্যা করে আরো বলেন, "যদিও কিছু ঝুঁকি ব্যাপার যেমন বয়স বা জাতিগত পটভূমি আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই, তবুও আমাদের সিভিডি (কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ)-এর ঝুঁকি কমাতে আমরা জীবনযাপনের অভ্যাসে ইতিবাচক পরিবর্তন করতে পারি। আমি সবাইকে সুস্থভাবে জীবনযাপন এবং বিদ্যমান স্বাস্থ্য সমস্যা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরামর্শ নেবার পাশাপাশি ধূমপান ত্যাগ, বিনামূল্যে এনএইচএসএ-এর স্বাস্থ্য পরীক্ষা, স্ক্রিনিং এবং টিকাদান কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার ডাক পেলে তা গ্রহণের পরামর্শ দিচ্ছি।"

**আমি কি হৃদযন্ত্রের অবস্থা জানতে স্ক্রিনিং করাতে পারি?**

যদিও এনএইচএস কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজের জন্য 'স্ক্রিনিং' করে না। তবে পুরুষদের জন্য বিনামূল্যে 'অ্যাবডোমিনাল অর্টিক অ্যানিউরিজম' (এএএ) 'স্ক্রিনিং' অফার করে। এএএ হলো হৃদযন্ত্র থেকে পেটে রক্ত প্রবাহিত করা প্রধান রক্তনালীর স্থানীয়ভাবে ফুলে যাওয়া। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এতে কোনো উপসর্গ দেখা যায় না। তবে এটি ফেটে গেলে মারাত্মক রক্তক্ষরণ হতে পারে, যা জীবনঘাতী হতে পারে।

এএএ স্ক্রিনিং ৬৫ বছর পূর্ণ হওয়ার বছরে পুরুষদের জন্য বিনামূল্যে অফার করা হয়। কারণ, এই বয়সী পুরুষদের ঝুঁকি বেশি। এই স্ক্রিনিং পেটের একটি আলট্রাসাউন্ড স্ক্যান। এটি দ্রুত ও ব্যথাহীন প্রক্রিয়া।

মিস্টার নাসিম বলেন: "এএএ মূলত বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে বেশি দেখা যায় যাদের- উচ্চ রক্তচাপ বা উচ্চমাত্রার কোলেস্টেরল রয়েছে, যারা ধূমপান করেন বা অতীতে ধূমপান করেছেন অথবা যাদের করোনারী হৃদরোগসহ অন্যান্য শারিরীক অসুস্থতা আছে। স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে 'অর্টা'র ফোলাভাব আগে থেকেই শনাক্ত করা সম্ভব যখন এটি সাধারণত চিকিৎসাযোগ্য থাকে।"

যদি আপনার এএএ স্ক্রিনিং এপয়েন্টমেন্ট বাদ (মিসিং) পড়ে যায়, তবে আপনি এখনও আপনার স্থানীয় স্ক্রিনিং সার্ভিসে বুকিং দিয়ে স্ক্রিনিংটা করিয়ে নিতে পারেন।

## সিভিডি কি শুধু পুরুষদের হয়?

যদিও পুরুষরা সাধারণত কম বয়সেই সিভিডি-তে আক্রান্ত হবার বেশী ঝুঁকিতে থাকে এবং তাদের এএএ (অ্যাবডোমিনাল অর্টিক অ্যানিউরিজম) হওয়ার ঝুঁকিও বেশি, তবে সিভিডি-জনিত কারণে উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ ও স্ট্রোক ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হওয়ার বা মারা যাওয়ার বেশি ঝুঁকিতে থাকে নারীরা। মেনোপজ চলাকালীন বা এর পরবর্তী সময়ে নারীদের এই ঝুঁকি আরও বেড়ে যেতে পারে- নারীদের ঝুঁকি সম্পর্কে আরো জানতে পারবেন এই লিঙ্ক থেকে।

আমরা যে কেউ হৃদরোগে আক্রান্ত হতে পারি - রণজিৎ সিং

আমি কখনো ভাবিনি আমার হৃদযন্ত্র কোনো ঝুঁকিতে রয়েছে। কিন্তু ৫৫ বছর বয়সে ২০১৭ সালে আমি হৃদরোগে আক্রান্ত হই। এটি শুধু আমার জন্য তো বটেই আমার চারপাশের সবার জন্যও একটি বিশাল ধাক্কা ছিল। আমি নিরামিষভোজী, অধূমপায়ী এবং মদ্যপানও করি না- তাই সুস্থই আছি ভাবতাম। আমার উচ্চ রক্তচাপ ছিল না, এমনকি আমার পরিবারেও কারো হৃদরোগে আক্রান্ত ইতিহাসও নেই।

একদিন তীব্র বুকে ব্যথার কারণে আমাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ব্যথা এতটাই তীব্র ছিল যে, আমি নিজের জন্মতারিখও মনে করতে পারছিলাম না। মরফিন ইনজেকশন দিয়েও ব্যথা কমছিল না। পরীক্ষার পর দেখা গেল- আমার হৃদপিণ্ডের প্রধান তিনটি ধমনী সম্পূর্ণ বন্ধ (ব্লকড) হয়ে গেছে। এই গুরুতর পরিস্থিতিতে মাত্র ৩ ঘণ্টার মধ্যে আমার অস্ত্রোপচার করা হয়। আমার হৃদযন্ত্রের ধমনীগুলো খোলা রাখতে 'স্টেন্ট' লাগানো হয়, যাতে আবার রক্ত প্রবাহ চলতে পারে।

২০২৪ সালের মে মাসে, হাঁটার সময় আমি শ্বাসকষ্ট অনুভব করি এবং স্বাভাবিক গতিতে হাঁটতে পারছিলাম না। কাঁধের চারপাশজুড়ে আটঁসাট বোধ করছিলাম। বুঝতে পারছিলাম কিছু একটা সমস্যা হয়েছে। হাসপাতালে যাওয়ার পর ডাক্তার বললেন, আবারও আমার একটি ধমনী বন্ধ (ব্লকড) হয়ে গেছে। তবে এবার আমাকে 'ট্রিপল বাইপাস সার্জারি' করাতে হবে। এই কথা শুনে আমি ভয় পেয়েছিলাম। তবে ভাগ্যক্রমে সফল অস্ত্রোপচার ও হাসপাতালে ৭ সপ্তাহ থাকার পর আমি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠি। 'করোনারি হার্ট ডিজিজ' নিয়ে বসবাসের অর্থ হচ্ছে- প্রতিদিন ঠিক সময়ে ওষুধ আমাকে সেবন করতে হবে। ওজন কমানো একটা সংগ্রাম ছিল। তবে আমি কম খাচ্ছি এবং স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণের বিষয়টি মেনে চলছি। আমি সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে খাবার খেয়ে নেই। আমি সহায়তা, পরামর্শ এবং ব্যায়াম পরিকল্পনা পেতে 'কার্ডিয়াক রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রাম'-এ আমার নাম নিবন্ধন করেছি।

আগে আমার কাজ বেশ শারীরিক পরিশ্রমের ছিল, তাই আলাদা করে কখনো ব্যায়ামের প্রয়োজন অনুভব করিনি। কিন্তু এখন আমি সপ্তাহে ৩ দিন জিমে যাই এবং আমার প্রশিক্ষক লুসি ও রে আমাকে দারুণভাবে সহায়তা করছেন। দৈনন্দিন জীবনের চাপও (স্ট্রেস) হয়তো আমার সমস্যা সৃষ্টির একটি কারণ ছিল। তাই আমি এখন আগের মতো আবার গিটার বাজানো ও গান গাওয়ার মতো আনন্দের কাজগুলো শুরু করতে চাইছি যা আমার শরীর-মনকে প্রশান্তি দেবে।

হৃদরোগ নিয়ে যারা জীবনযাপন করছেন তাদের প্রতি আমার পরামর্শ হচ্ছে- ওজন কম রাখার চেষ্টা করুন, নিয়মিত ব্যায়াম করুন এবং চাপের মাত্রা কমানোর চেষ্টা করুন। আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো কাজ করে এমন সব কোন ব্যায়াম ও কর্মকাণ্ড খুঁজে বের করতে বিভিন্ন ধরনের তৎপরতা যাচাই করে দেখুন। আপনার জীবন এবং পরিবারকে যদি আপনি মূল্য দিয়ে থাকেন তাহলে ডাক্তারের দেয়া ওষুধ সময়মতো সেবন করুন। আমি স্বল্প সময়ের জন্য ওষুধ সেবন বন্ধ রেখেছিলাম, হয়তো সেই কারণেই আমাকে আবার হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল! 'কার্ডিয়াক' নার্সদের পরামর্শ নিন - সুস্থ হবার জন্য আপনাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে সহায়তা দিতে তারা বিশেষজ্ঞ। যদি আপনার মনে কিছু একটা ঠিকঠাক বোধ হচ্ছে না, তাহলে কাউকে তা বলুন- ১১১ নম্বরে বা জরুরি পরিস্থিতিতে ৯৯৯ নম্বরে ফোন করুন। এই ফোন করতে ভয় পাবেন না।

'হার্ট ইউকে' বা 'ব্রিটিশ হার্ট ফাউন্ডেশন' থেকে আপনি পরামর্শ ও সহায়তা পেতে পারেন।

## আপনার হৃদযন্ত্রের যত্ন নেওয়ার সাতটি পদক্ষেপ

### ১. নিয়মিত শারীরিক কর্মকাণ্ড

আমাদের লক্ষ্য থাকা উচিত প্রতি সপ্তাহে ১৫০ মিনিট মাঝারি ধরণের শারীরিক কর্মকাণ্ড বা ৭৫ মিনিট জোরালো ধরণের শরীরচর্চা করা।

### ২. সুষম খাবার গ্রহণ ও স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখা

বিনামূল্যে এনএইচএস ডিজিটাল ওজন ব্যবস্থাপনা প্রোগ্রাম অতিরিক্ত ওজনের অর্থাৎ স্থূলকায় ব্যক্তি যাদের ডায়াবেটিস এবং/অথবা উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে তাদেরকে সহায়তা দিয়ে থাকে।

### ৩. ধূমপান করবেন না

সব ধরনের তামাক (চিবানোর তামাক এবং শিশাসহ) আপনার ক্যান্সার এবং কার্ডিওভাসকুলার রোগের ঝুঁকি বাড়ায়। এ ব্যাপারে আপনার স্থানীয় ধূমপান বন্ধ করার সার্ভিস থেকে বিনামূল্যে পরামর্শ নিন।

### ৪. আপনার অ্যালকোহল পানের মাত্রা কমান

দীর্ঘমেয়াদে অতিমাত্রায় মদ্যপানের ফলে আপনার হৃদযন্ত্র বড় হয়ে যেতে পারে। ইংল্যান্ডজুড়ে অ্যালকোহল আসক্তি সহায়তা কেন্দ্র রয়েছে। আপনার প্রয়োজন হলে তারা সহায়তা দিতে পারে।

### ৫. সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিন

যারা বিনামূল্যে এনএইচএস ভ্যাকসিন পাবার উপযুক্ত তাদেরকে রুবেলা এবং ফ্লুর মতো অসুস্থতা যা হার্টের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে টিকা তা থেকে সুরক্ষা দেয়।

### ৬. আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখুন

এনএইচএস ৪০-৭৪ বছর বয়সী সবার জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে থাকে, যেখানে রক্তচাপ ও কোলেস্টেরল পরীক্ষা অন্তর্ভুক্ত থাকে। দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতায় যারা ভুগছেন তাদের প্রতি পরামর্শ হচ্ছে- নিয়মিত (রুটিন) চেকআপে অংশ নেওয়া তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে সমস্যাগুলি চিহ্নিত এবং দ্রুত চিকিৎসা করা যায়।

### ৭. নিয়মিত ওষুধ সেবন করুন

আপনার ফার্মাসিস্ট আপনাকে আপনার ওষুধপত্র ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করতে এবং প্রেসক্রিপশন খরচের জন্য সাহায্য পাওয়ার বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারেন।

## আপনি কি সিভিডি-এর 'এবিসি' জানেন?

এসেক্সের জিপি এবং কার্ডিওভাসকুলার স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. ক্রিস অলুকান্নি বলেন, 'এবিসি'র তিনটি অবস্থা রয়েছে যেগুলো কার্ডিওভাসকুলার রোগে আক্রান্ত হবার উচ্চ ঝুঁকি বহন করে বলে বিবেচনা করা হয়।

যদিও এই অবস্থাগুলো চিকিৎসাযোগ্য, তবে অনেকেই বুঝতে পারেন না যে তারা এতে ভুগছেন যতক্ষণ না তাদের কোনো বড় স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়।"

এসেক্সে কর্মরত জিপি এবং কার্ডিওভাসকুলার স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. ক্রিস অলুকান্নি বলেন, "আপনি যদি কৃষ্ণাঙ্গ বা এশীয় জাতিগত সম্প্রদায়ের সদস্য হন তবে আপনার উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বেশি এবং এটি তুলনামূলক কম বয়সে হতে পারে। জিপি সার্জারি ও বেশিরভাগ ফার্মেসিতে গিয়ে রক্তচাপ জেনে নিতে পারেন অথবা ডিজিটাল ব্লাড প্রেসার মেশিন কিনে নিজেই রক্তচাপ পরীক্ষা করতে পারেন।"

### ক: হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক ছন্দ

হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক ছন্দ (আট্রিয়াল ফিব্রিলেশন সংক্ষেপে এএফ) হৃদস্পন্দন অনিয়মিত করে তুলতে পারে যা স্ট্রোকের একটি প্রধান কারণ। বয়স্ক এবং যাদের দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্যগত সমস্যা যেমন হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, স্থূলতা বা হার্ট-ভালভের সমস্যা আছে তাদের মাঝে এটি বেশি দেখা যায়।

**ডা. অলুকান্নি বলেন:** "অনেক সময় এএফ-এর কোনো উপসর্গ থাকে না। তবে কেউ কেউ মাথা ঘোরা, ক্লান্তি বোধ করা, বুক ধড়ফড় করা কিংবা হৃদযন্ত্রে দ্রুতগতির স্পন্দন বা হৃদস্পন্দন 'মিস' হয়েছে- এমন অনুভব করতে পারেন বলে জানান।"

"আপনার যদি এধরনের উপসর্গ দেখা দেয়, তবে আপনার নাড়ী (পালস রেট) পরীক্ষা করুন এবং জিপির সঙ্গে যোগাযোগ করুন। নাড়ীর (পালস রেট) স্বাভাবিক গতি প্রতি মিনিটে ৬০ থেকে ১০০টি স্পন্দন।"

### খ. উচ্চ রক্তচাপ

যুক্তরাজ্যে প্রতি চারজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মধ্যে একজন এই সমস্যায় ভুগছেন। এ দেশে যত মানুষের হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোক হয়, তার অর্ধেকের জন্যই দায়ী করা হয় এই উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশনকে। উচ্চ রক্তচাপ থাকা মানুষজনের ৫০ ভাগই জানেন না, তাঁদের এই সমস্যা আছে। কারণ, এই সমস্যার কোনো উপসর্গ সাধারণত থাকে না।

**ডা. অলুকান্নি আরো বলেন:** "আপনি যদি কৃষ্ণাঙ্গ বা এশীয় জাতিগত সম্প্রদায়ের সদস্য হন তবে আপনার উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বেশি এবং এটি তুলনামূলক কম বয়সে হতে পারে। আপনার জিপি সার্জারি ও বেশিরভাগ ফার্মেসিতে গিয়ে রক্তচাপ জেনে নিতে পারেন অথবা ডিজিটাল ব্লাড প্রেসার মেশিন কিনে নিজেই রক্তচাপ পরীক্ষা করতে পারেন।"

### গ: উচ্চমাত্রার কোলেস্টেরল

ডা. অলুকান্নি বলেন, "উচ্চমাত্রার কোলেস্টেরল প্রায়শই আমাদের জীবনযাপনের অভ্যাসের কারণে হয়ে থাকে এবং এটি ধমনীতে রক্ত চলাচলের গতিরোধ সৃষ্টি করতে পারে। অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটি বংশগতও হতে পারে। অতীতে পরিবারের কারও এই সমস্যা থাকলে, তা জিনগতভাবে পরের প্রজন্মে স্থানান্তরিত হতে পারে। এর ফলে যে স্বাস্থ্যগত সমস্যা হয়, তাকে বলা হয় পারে। ফ্যামিলিয়াল হাইপারকোলেস্টেরলামিয়া সংক্ষেপে এফএইচ। এর কারণে অত্যন্ত উচ্চ মাত্রার কোলেস্টেরল হতে পারে।"

আপনার জিপি সার্জারিতে রক্ত পরীক্ষা করিয়ে কোলেস্টেরলের মাত্রা জেনে নিতে পারেন অথবা স্থানীয় ফার্মেসিতে 'ফিঙ্গার-প্রিক টেস্ট' পাওয়া যেতে।

## আপনার স্বাস্থ্যের জন্য বিনিয়োগ করুন

ডা. অলুকান্নি বলেন, "কেউ আমাদের কাছে উপদেশ নিতে আসার আগে কোনো একটা স্বাস্থ্যগত সমস্যায় পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুক, সেটা আমরা চাই না। আপনার স্বাস্থ্য ও সুস্থতায় সবচেয়ে বড় পরিবর্তন আপনি আনতে পারেন জীবনযাপনে ইতিবাচক পরিবর্তন এনে এবং শারিরীকভাবে সক্রিয় থাকার মাধ্যমে। এমনকি ইতোমধ্যে আপনি কার্ডিওভাসকুলার রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকলেও এই পরিবর্তন আনা সম্ভব।"

"অভ্যাস বদল করা খুবই কঠিন হতে পারে। কিন্তু এ থেকে আপনি যা অর্জন করবেন, তা হয়তো আপনার জীবন বদলে দেবে; এমনকি বাঁচিয়ে দিতে পারে আপনার জীবন।"

# বাংলাদেশীদের মুখউজ্জল করলেন যারা

**তারেক চৌধুরী :** গত সপ্তাহে অনুষ্ঠিত ব্রিটেনের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে বাংলাদেশী রাজনীতিবিদদের বিপুল সংখ্যক কাউন্সিলর নির্বাচিত হওয়ার পর এবার তারা মেয়র ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। কেউ হয়েছেন স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকার। এখন পর্যন্ত প্রায় ডজন খানেক বাংলাদেশির নাম এই তালিকায় পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে কেউ লেবার পার্টি থেকে কেউ কনজার্ভেটিভ পার্টি থেকে কেউ বা স্বতন্ত্র বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টি থেকে। এই বার একই সঙ্গে ইতিহাস গড়ে নির্বাহী মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন নিউহাম কাউন্সিল থেকে ফরহাদ হোসাইন আর চতুর্থ বা নির্বাহী মেয়র নির্বাচিত হয়ে নতুন ইতিহাস গড়েছেন টাওয়ার হ্যামলেটসের লুৎফুর রহমান। টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের নতুন স্পিকার নির্বাচিত হয়েছেন বেথনাল গ্রীন ওয়েস্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মুশতাক আহমদ। এর আগে তিনি কাউন্সিলের জবস, এন্টারপ্রাইজ, স্কিলস এন্ড গ্রোথ এর কেবিনেট মেম্বার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। একই সময় ডেপুটি স্পিকার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন ল্যান্সবারি ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, সাবেক কেবিনেট মেম্বার ইকবাল হোসেন।

২০ মে, বুধবার সন্ধ্যায় কাউন্সিল চেম্বারে অনুষ্ঠিত নতুন কাউন্সিলের প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হয়। গত ৭ মে অনুষ্ঠিত মেয়র ও কাউন্সিলর নির্বাচনে নির্বাহী মেয়র পদে লুৎফুর রহমান পূণর্বার এবং ৪৫ জন কাউন্সিলর নির্বাচিত হন।

বিদায়ী স্পিকার, কাউন্সিলর সুলুক আহমদ ২০২৬ - ২৭ পৌর বছরের জন্য কাউন্সিলের নতুন স্পিকার এবং ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

সভায় নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান নির্বাচিত সকল কাউন্সিলর এবং স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, "টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পিকার ও ফাস্ট সিটিজেন হিসেবে কাউন্সিলর মুশতাক আহমেদ এবং ডেপুটি স্পিকার হিসেবে কাউন্সিলর ইকবাল হোসেইন নির্বাচিত হওয়ায় তাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন। একইসঙ্গে নতুন ক্যাবিনেটের সকল সদস্যকেও স্বাগত জানাই।"

মেয়র আরও বলেন, "আমাদের এই নেতৃত্বদানকারী টিম টাওয়ার হ্যামলেটসের বাসিন্দাদের সেবায় নিরলসভাবে কাজ করবে এবং এই বারাকে সকলের জন্য আরও উন্নত করতে আমরা সকলেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

নবনির্বাচিত স্পিকার ব্যারিস্টার মুশতাক আহমদ আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণের পর এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে সকল সহকর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি তাঁর চ্যারিটি হিসেবে যে দু'টি সংগঠনকে সহায়তা করবেন, তার একটি হচ্ছে 'মারি সেলেস্টে সামারিটান সোসাইটি অফ দ্য রয়্যাল লন্ডন হাসপাতাল'। এটি রয়্যাল লন্ডন হাসপাতালের রোগী ও তাদের পরিবারের জন্য সরাসরি সাহায্য এবং আবাসন সহায়তা প্রদান করে, যার মধ্যে হাসপাতালের সাথে সম্পর্কিত দুর্বল ও গৃহহীন রোগীরাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অপর সংগঠনটি হচ্ছে ভ্যালান্স কমিউনিটি স্পোর্টস এসোসিয়েশন, যারা কমিউনিটিতে খেলাধূলার প্রসার ঘটানোর পাশাপাশি ডিজেবল বাসিন্দাদের জন্য বিভিন্ন সার্ভিস প্রদান সহ নানাবিধ কল্যাণধর্মী কাজ করে যাচ্ছেন।

**রওশন আরা ৫ম বারের মতো রামসগেটের মেয়র নির্বাচিত**

৬ই মে ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক টাউন কাউন্সিল সভার পর, কাউন্সিলর রওশন আরাকে ২০২৬-২৭ সালের জন্য র‍্যামসগেটের মেয়র নির্বাচিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কাউন্সিলর জেন হেদারিংটন ২০২৬-২৭ সালের জন্য র‍্যামসগেটের ডেপুটি মেয়র হিসেবে নির্বাচিত হন।

তিনি সেন্ট্রাল হারবার ওয়ার্ডের টাউন ও ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলর।

**সাজু মিয়া কিডারমিনস্টারের প্রথম বাঙালি মেয়র নির্বাচিত**

কিডারমিনস্টারের সলিসিটর এবং দীর্ঘদিনের কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব শাজু মিয়া কিডারমিনস্টার টাউনের প্রথম বাংলাদেশী মেয়র হিসেবে নির্বাচিত হয়ে স্থানীয় ইতিহাসে নতুন অধ্যায় রচনা করেছেন। তাঁর এই নির্বাচন উরচেস্টারশায়ারের প্রতিনিধিত্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত, যা তাঁর পেশাগত সাফল্য এবং বহু বছরের জনসেবার প্রতিফলন।

মিয়া, যিনি ওয়েস্ট মিডল্যান্ডসের সুপরিচিত লিবারেল ডেমোক্র্যাট রাজনীতিবিদ, ২০২৪ সালের যুক্তরাজ্যের সাধারণ নির্বাচনে ওয়াইর ফরেস্ট আসনে দলের পার্লামেন্টারি প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তিনি প্রথম স্থানীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন ২০১৬ সালে, যখন তিনি অফমোর ও কম্বারটন ওয়ার্ড থেকে ওয়াইর ফরেস্ট ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। ২০১৯ সালে তিনি ওয়াইর ফরেস্ট ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হন, যেখানে তিনি জেলার নাগরিক দূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং স্থানীয় দাতব্য সংস্থার জন্য তহবিল সংগ্রহ করেন।

রাজনৈতিক জীবনের পাশাপাশি মিয়া একজন প্র্যাকটিসিং সলিসিটর, যিনি ২০০৬ সালে আইনজীবী হিসেবে অনুমোদিত হন এবং কিডারমিনস্টারে নিজের প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন। তাঁর আইনি কাজের ক্ষেত্র পরিবার আইন, কনভেয়ান্সিং, ব্যক্তিগত আঘাত, লিটিগেশন এবং ক্লিনিক্যাল নেগলিজেন্স পর্যন্ত বিস্তৃত। বাংলাদেশে জন্ম নেওয়া এবং কিডারমিনস্টারে বেড়ে ওঠা মিয়া স্থানীয় স্কুলে পড়াশোনা করেন, যার মধ্যে কিং চার্লস ও স্কুলও রয়েছে। পরে তিনি স্ট্যাফোর্ডশায়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অধ্যয়ন করেন। তিনি ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি ও উর্দুসহ একাধিক ভাষায় দক্ষ।

মিয়া তাঁর কমিউনিটি ও দাতব্য কাজের জন্যও ব্যাপকভাবে পরিচিত। তিনি হেল্পনামের একটি স্থানীয় সংস্থার চেয়ারম্যান, যা ওয়াইর ফরেস্ট জেলাজুড়ে গৃহহীন ও ঝুঁকিপূর্ণ মানুষদের সহায়তা করে। বছরের পর বছর তিনি কমিউনিটি সুবিধা রক্ষা, সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়ন এবং জীবনযাত্রার ব্যয় সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের সহায়তার মতো বিষয়গুলোতে প্রচারণা চালিয়েছেন।

তাঁর মেয়র হিসেবে নিয়োগকে স্থানীয় অনেকেই স্বাগত জানিয়েছেন, যা কিডারমিনস্টারের ক্রমবর্ধমান বৈচিত্র্য এবং জনসেবার প্রতি মিয়ার দীর্ঘদিনের অঙ্গীকারের প্রতিফলন হিসেবে দেখা হচ্ছে।এছাড়া এইবার রেডব্রিজ কাউন্সিলে ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন কাউন্সিলর সাঈদা চৌধুরী, ওয়ার কাউন্সিলে ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন কাউন্সিলল্লোর হেনা ফেরদৌসী চৌধুরী , ক্রয়ডন কাউন্সিলে মোহাম্মদ ইসলাম ডেপুটি মেয়র, স্পোর্টসমাউতে লর্ড মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন কাউন্সিলর আব্দুল কাদির নর্থাম্পটন টাউন কাউন্সিলে কাউন্সিলর এনামুল হোক ডেপুটি মেয়র নিযুক্ত হয়েছেন।

পোর্টসমাউথের নতুন লর্ড মেয়র কাউন্সিলর আব্দুল কাদির বলেন যে শহরের ১০০তম লর্ড মেয়র হওয়ার পর তিনি "অত্যন্ত গর্বিত" অনুভব করছেন। ব্যস্ত গিল্ডহল অনুষ্ঠানে তিনি এই অনুভূতির কথা জানান।

বার্ষিক পোর্টস মাউথ এর মেয়র নির্বাচনী অনুষ্ঠানে, দর্শকে পূর্ণ গিল্ডহল অডিটোরিয়াম কাউন্সিলর কাদিরকে স্বাগত জানায় এবং একই সঙ্গে গত এক বছরে এই দায়িত্বে থাকা কাউন্সিলর জেরাল্ড জ্যাকসনকে -এর অবদানের প্রতিও শ্রদ্ধা জানায়।

# নবনির্বাচিত বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত কাউন্সিলারদের আরো কয়েকজন

*কাউন্সিলর **সমতা খাতুন***

*কাউন্সিলর **নুরজাহান বেগম***

*কাউন্সিলর **জামাল উদ্দিন***

*কাউন্সিলর **শাহ সানোয়ার হোসেন***

*কাউন্সিলর মায়ুম মিয়া , ডেপুটি মেয়র টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল।*

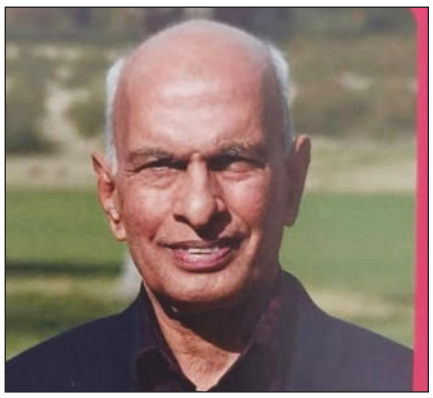

*কাউন্সিলর কাউন্সিলর কামাল কোরেশী*

*কাউন্সিলর **কাউন্সিলর শাহ আলী***

***কাউন্সিলর সাব্বির জামী***

*কাউন্সিলর ফিরুজ গণি*

# লন্ডনে উৎসবমুখর পরিবেশে বিএলএ ইউকে-র ঈদ পুনর্মিলনী ও বৈশাখী উৎসব উদযাপন

অত্যন্ত আনন্দঘন ও জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে গত সোমবার (৪ঠা মে) পূর্ব লন্ডনের লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সংগঠন 'বাংলাদেশ ল' অ্যাসোসিয়েশন (বিএলএ) ইউকে'-র ঈদ পুনর্মিলনী ও নববর্ষ ১৪৩৩ উদযাপন। বিএলএ ইউকে-র ১২তম কার্যকরী পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত এই মিলনমেলা প্রবাসী আইনজীবীদের এক টুকরো বাংলাদেশে পরিণত হয়েছিল।

**নেতৃবৃন্দের বক্তব্য ও পরিচালনা:** ঐতিহ্যবাহী দেশীয় নাশতা দিয়ে শুরু হবার পর স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার মোঃ মুজিবুর রহমান। পুরো অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মাহমুদা চৌধুরী, তাকে সহযোগিতায় ছিলেন পাবলিকেশন সেক্রেটারি বিভা মোশারফ।

**সেরা রাঁধুনি পুরস্কার ও আপ্যায়ন :** উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ ছিল সদস্যদের নিয়ে আসা হরেক রকমের দেশীয় খাবার নিয়ে করা মধ্যাহ্নভোজ। পান্তা-ইলিশ সহ বিভিন্ন পদের ভর্তা, তরকারি, পিঠা-পুলি ও খিচুড়ির সমারোহে বাঙালির ঐতিহ্যবাহী আতিথেয়তা ফুটে ওঠে। পরে

সদস্যদের মধ্যে থেকে সেরা রাঁধুনিদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বিশেষ অতিথি এনটিভি ইউরোপের সিইও সুবরিনা হুসাইন এবং সংগঠনের সিনিয়র সদস্য ও এসবিবিএস (ঝইইঝ)-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট সহুল আহমেদ মকু।

পুরস্কারের ক্রেস্ট নেন সদস্যবৃন্দ হাসিনা হক, ব্যারিস্টার তানিয়া হক, এডভোকেট সানজিদা খান, ফাতেমা রুনা, জাফরিন আন্দালিব, ঝুমুর দত্ত, জুবাইদা আঁখি, খাদিজা আহমেদ, ব্যারিস্টার সলিসিটার আমেনা হক, ড: মানজিদা আহমেদ এবং ভাবীদের মধ্য থেকে বদরুন নাহার, লিলু আহমেদ, কামরুন নাহার, ফাতেমা ইয়াসমিন, আফরিন বৃষ্টি, এরিনা সিদ্দিকী ও ডা: চৈতি।

**বিশিষ্ট অতিথিদের উপস্থিতি :** অনুষ্ঠানে বিএলএ ইউকে পরিবারের প্রায় ১৫০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। অনেকে লন্ডনের বাইরে থেকেও অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট: ব্যারিস্টার সলিসিটর নাজির উদ্দিন চৌধুরী, প্রাক্তন প্রেসিডেন্টবৃন্দ: ব্যারিস্টার সলিসিটর নিজামুল হক এবং ব্যারিস্টার সলিসিটর এমকিউ হাসান, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ ব্যারিস্টার সলিসিটর কামরুল হাসান, ব্যারিস্টার হারুনুর রশীদ, ব্যারিস্টার মনির চৌধুরী এবং ব্যারিস্টার কাজী আশিকুর রহমান, প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার ব্যারিস্টার চৌধুরী হাফিজুর রহমান ও ব্যারিস্টার সলিসিটর শরীফ মুহাম্মদ নুরুল আমিন।

**সাংস্কৃতিক পরিবেশনায়:** অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বে বড়দের পাশাপাশি শিশুদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো।

শিশুদের পর্বে 'যেমন খুশি তেমন সাজ', নৃত্য, ইমারাহ্যর ছড়া এবং রুওয়াইফি ও নির্বাণের যন্ত্রসংগীত দর্শকদের মুগ্ধ করে। অংশগ্রহণকারী শিশুদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেন সিনিয়র সদস্য মোহাম্মদ হাসান।

বড়দের পর্বে মাহেরা বিনতে রফিক, ঝুমুর দত্ত ও নিরবানের (মা ছেলে) ডুয়েট কবিতা আবৃত্তি, কনক জ্যোতি বর্মা ও প্রিতম সাহার গান এবং এ.টি.এম. কায়সারের রাধারমন সোসাইটির পালা গান অনুষ্ঠানটিতে ভিন্ন মাত্রা যোগ করে।

লাল-সাদা বৈশাখী সাজে সজ্জিত হয়ে বিএলএ ইউকে পরিবারের সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এই আয়োজনকে বাংলাদেশি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এক অপূর্ব প্রদর্শনীতে রূপান্তর করে। ছোট ছোট বাচ্চা মেয়েরা শাড়ি আর ফুলের গয়নায় সজ্জিত হয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়। মহিলাদের উপহার দেয়া হয় উৎসবের জন্য বিশেষ ভাবে সজ্জিত রঙিন রোদ চশমা আর বাচ্চাদের জন্য পাখা। চশমা আর প্ল্যাকার্ড নিয়ে ছবি তোলার বুথ এ ভীড় জমায় ছোট বড় সবাই। উল্লেখ্য, এই বর্ণিল উদযাপনের মিডিয়া সহযোগী ছিল এনটিভি ইউরোপ।

# আনন্দবাজারকে শেখ হাসিনা : মাথা উঁচু করে দ্রুত ফিরব

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** বাংলাদেশে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের নতুন ইনিংস শুরু করেছে মোদী সরকার। তবে গত মাসে নয়াদিল্লিতে এসে সে দেশের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমান শেখ হাসিনা এবং প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে প্রত্যর্পণের আর্জি ফের জানিয়েছেন। বিদেশ মন্ত্রক সূত্রের খবর, হাসিনাকে ফেরত পাঠানো নিয়ে কোনও চিন্তাভাবনা এখনও প্রধানমন্ত্রীর দফতরের নেই।

এই পরিস্থিতিতে তাঁর নিজের এবং আওয়ামী লীগের অন্য নেতাদের দেশে ফেরা নিয়ে একান্ত সাক্ষাৎকারে মুখ খুললেন শেখ হাসিনা। প্রসঙ্গত, ছ'বছরের নির্বাসিত জীবন কাটিয়ে ১৯৮১ সালের ১৭ মে তিনি নিজ দেশে ফিরেছিলেন। তার ঠিক ৪৫ বছর পর ভারতে চলে আসা হাসিনার বক্তব্য, "আমাকে ১৯ বার হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা করে আমার দলকে ধ্বংস করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র হয়েছে। কিন্তু থামানো যায়নি। সৃষ্টিকর্তা যেহেতু বাঁচিয়ে রেখেছেন, আমি দ্রুতই বাংলাদেশের মাটিতে ফিরব। মাথা উঁচু করে, দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফেরানোর গর্ব নিয়েই ফিরব।"

কিন্তু আওয়ামী লীগের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকলে কী ভাবে প্রত্যাবর্তন সম্ভব? শেখ হাসিনার কথায়, "বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার হত্যা করার পরেও তৎকালীন শাসক গোষ্ঠী আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করার সব চেষ্টা করে। কিন্তু উল্টো আওয়ামী লীগ শক্তিশালী হয়েই ফিরে এসেছে। যাঁরা এই নিষেধাজ্ঞাকে স্থায়ী মনে করছেন তাঁদের ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখতে বলব। আমাদের কোটি কোটি সমর্থক এবং লাখো নেতা কর্মী দেশেই রয়েছেন। এখনও আমার ছাত্র লীগের ছেলেরাই অসহায় কৃষকদের পাশে রয়েছে। ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অবৈধ অন্তর্বর্তী সরকার এবং সাজানো নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত বিএনপি সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধে আমাদের নেতা-কর্মীরা সরব। আওয়ামী লীগ মানুষের আবেগে রয়েছে। ফলে আমাদের ফিরে আসা অনিবার্য, শুধু কিছু সময়ের ব্যাপার। আরও সংগঠিত হয়ে, শক্তিশালী হয়ে ফিরব। নীরবে তার প্রস্তুতি চলছে।"

কিন্তু এটা তো ঘটনা যে আওয়ামী লীগের বহু নেতা-কর্মী এই মুহূর্তে দেশের বাইরে। কলকাতাতেও রয়েছেন দলের অনেক প্রাক্তন সাংসদ-মন্ত্রী। হাসিনা বলছেন, "কেউ স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ করেননি। ভয়াবহ পরিস্থিতিতে অনেকেই প্রাণে বাঁচতে দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছেন। ছ'শোর বেশি নেতাকর্মীকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়েছে। দেড় লাখ নেতা কর্মীকে মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে। কারাবন্দিদের ন্যূনতম আইনি অধিকার দেওয়া হচ্ছে না। এই অবস্থায় যাঁরা বাইরে রয়েছেন তাঁরা বিশ্বের বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনে বাংলাদেশের প্রকৃত পরিস্থিতি তুলে ধরছেন, সামাজিক মাধ্যমে সক্রিয় রয়েছেন। দেশে ন্যূনতম গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও আইনের শাসন তৈরি হলেই তাঁরা ফিরবেন। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও যাঁরা দলীয় কর্মসূচি পালন করছেন, দল তাঁদের সর্বোচ্চ মূল্যায়ন করবে।"

ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের মূল্যায়ন কী ভাবে করছেন শেখ হাসিনা? বিশেষ করে তাঁর বিরুদ্ধে বিরোধীদের বরাবরই অভিযোগ ভারত-তোষণের। হাসিনার কথায়, "আমাদের বিরোধী শক্তিরা সর্বদাই এই অভিযোগ করেছে। আওয়ামী লীগ নাকি ভারতের কাছে দেশ বিক্রি করে দিয়েছে, দেশবিরোধী চুক্তি করেছে। কিন্তু খেয়াল করে দেখুন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অথবা বর্তমান বিএনপি সরকার এখনও পর্যন্ত একটিও দেশবিরোধী চুক্তি সামনে হাজির করতে পারেনি। তাদের মিথ্যাচার প্রমাণিত হচ্ছে।" তাঁর সংযোজন, "১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এসেই আমরা গঙ্গা পানি চুক্তি করেছিলাম। ২০১৪ সালে আন্তর্জাতিক আদালতে সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে ভারতের থেকে প্রায় ২০ হাজার বর্গ কিলোমিটার সমুদ্রসীমা বাংলাদেশের মানচিত্রে যোগ করেছিলাম। ২০১৫ সালে স্থলসীমান্ত চুক্তির মাধ্যমে ছিটমহল সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা গিয়েছে। ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী পাইপলাইনটি এই জ্বালানি সঙ্কটের সময় বাংলাদেশের 'লাইফ লাইন'। এর মধ্যে কোনটা অন্য দেশের তাঁবেদারি বিএনপি বলুক? এটা ঘটনা যে বিদেশনীতির ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ দেশের জনগণের স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছে।"

# ঢাকায় শিশু রামিসাকে নৃশংসভাবে হত্যা, ঘাতক গ্রেপ্তার

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** আট বছরের ফুটফুটে শিশু রামিসা। মায়াবি চেহারার এই শিশুটিকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। হত্যার পর দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলে ঘাতক। লোমহর্ষক এই ঘটনাটি ঘটেছে রাজধানীর পল্লবীতে। মঙ্গলবার সকালে পল্লবীর ১১ নম্বর সেকশনের বি ব্লকের একটি ভবনের তৃতীয় তলার পাশের ফ্লাট থেকে রামিসার দুই টুকরো দেহ উদ্ধার করা হয়। দেহ পাওয়া যায় খাটের নিচে আর বিচ্ছিন্ন মাথা বাসার শৌচাগারে। এ ঘটনায় ঘাতক সোহেল রানা (৩৪)কে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। এছাড়া সোহেল রানার স্ত্রীকে আটক করেছে পুলিশ। ঘাতক সোহেল পেশায় রিকশার মেকানিক।

পুলিশের মিরপুর বিভাগের উপ কমিশনার (ডিসি) মোস্তাক সরকার গণমাধ্যমকে বলেন, এখনো আসামিকে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত জানানো হবে। পুলিশ জানায়, সোহেল রানা ওই কক্ষে দুই মাস আগে স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস শুরু করেন। ঘটনার পর তিনি শৌচাগারের গ্রিল ভেঙে পালিয়ে যান। তবে ওই বাসা থেকে তার স্ত্রীকে তখনই আটক করা হয়।

পুলিশ ও পরিবার জানায়, রামিসা আক্তার স্থানীয় একটি স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়তো। তার বাবার নাম আবদুল হান্নান মোল্লা। তিনি একটি রিক্রুটিং এজেন্সিতে চাকরি করেন। মায়ের নাম পারভীন আক্তার। তাদের দুই মেয়ের মধ্যে রামিসা ছোট। বড় মেয়ে রাইসা আক্তার স্থানীয় একটি স্কুলের নবম শ্রেণিতে পড়ে। পরিবারটি প্রায় ১৭ বছর ধরে পল্লবীর মিরপুর-১১ নম্বরের সেকশনের বি ব্লকের সাত নম্বর সড়কের ৩৯ নম্বর বাড়ির তিনতলার ফ্লুযাটে বসবাস করছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকাল আনুমানিক ৯টার দিকে পাশের ফ্লুযাটের ভাড়াটিয়া সোহেল (৩২) শিশুটিকে হত্যা করে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

ঘটনার পরপরই বিষয়টি ৯৯৯-এ কল করে জানানো হলে পল্লবী থানা পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পরে সিআইডি ও অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরাও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। একই ভবনের পাশের বাসায় সোহেল রানা বসবাস করতেন। তিনি একটি রিকশা গ্যারেজে কাজ করেন। প্রতিবেশী হওয়ায় রামিসার সঙ্গে সোহেলদের পরিবারের পরিচয় ছিল। সকালে শিশুটিকে না পেয়ে পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। এক পর্যায়ে সোহেলদের বাসা থেকে তার গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ঘটনার পর থেকেই সোহেল রানা পালিয়ে যায়। এসময় স্ত্রীকে আটক করে পুলিশ।

রামিসার চাচা এ কে এম নজরুল ইসলাম গণমাধ্যমকে বলেন, সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বড় বোন রাইসার সঙ্গে রামিসার স্কুলে যাওয়ার কথা। হঠাৎ করেই রামিসাকে পাওয়া যাচ্ছিল না। তাঁর মা পারভীন ফ্লুযাটের দরজার বাইরে দেখেন, রামিসার পায়ের একটি জুতা পড়ে আছে। তখন পাশের ফ্লুযাটের দরজায় নক করেন। ভেতর থেকে বন্ধ দরজাটি তখন খোলা হচ্ছিল না। অনেক সময় ধরে নক করা হলেও দরজা খোলা হয়নি। এতে সন্দেহ আরও বাড়ে। পরে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে রামিসার লাশ পায়।

এর আগে পল্লবী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাসান বাসির বলেন, খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে শিশুর গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করা হয়। শিশুটির মাথা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে।

পল্লবী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) এমদাদুল হক বলেন, ঘটনাটি সকালে ঘটেছে। আমরা জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন পেয়ে ঘটনাস্থলে যাই। সোহেল নামে এক ব্যক্তি এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। তবে কি কারণে এ ঘটনা ঘটেছে তা এখনো নিশ্চিত নয়। ঘটনাটি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে।

# ৩ লাখ কোটি টাকার এডিপি অনুমোদন

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য রেকর্ড প্রায় ৩ লাখ কোটি টাকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ। সোমবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ের জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে এই উন্নয়ন বাজেট অনুমোদন করা হয়। সভায় সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা, অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, সামাজিক সুরক্ষা এবং আঞ্চলিক ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নের বিষয়গুলো বিশেষ গুরুত্ব পায়।

পরিকল্পনা কমিশনের কার্যপত্র অনুযায়ী, আগামী অর্থবছরের উন্নয়ন কর্মসূচির মোট আকার ধরা হয়েছে তিন লাখ কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকারের নিজস্ব অর্থায়ন এক লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকা এবং বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান এক লাখ ১০ হাজার কোটি টাকা। এছাড়া, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও করপোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পে আরও ৮ হাজার ৯২৪ কোটি টাকা যুক্ত হলে মোট উন্নয়ন ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে ৩ লাখ ৮ হাজার ৯২৪ কোটি টাকার বেশি।

প্রস্তাবে বলা হয়, এবারের উন্নয়ন কর্মসূচি পাঁচ বছর মেয়াদি সংস্কার ও উন্নয়ন কৌশলগত কাঠামোর আলোকে প্রণয়ন করা হয়েছে। উন্নয়ন পরিকল্পনাকে পাঁচটি প্রধান স্তম্ভে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রব্যবস্থার সংস্কার, বৈষম্যহীন আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, ভঙ্গুর অর্থনীতির পুনর্গঠন, অঞ্চলভিত্তিক সুষম উন্নয়ন এবং ধর্ম, সমাজ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতিভিত্তিক সামাজিক সংহতি জোরদার। রাষ্ট্রব্যবস্থার সংস্কার অংশে বিচার ও আইনগত সেবা সমপ্রসারণ, প্রশাসনিক কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতিতে রূপান্তর, সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা আধুনিকীকরণ এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেয়া হয়েছে। একই সঙ্গে বহু বছর মেয়াদি সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি চালুর পরিকল্পনাও তুলে ধরা হয়েছে। বৈষম্যহীন আর্থসামাজিক উন্নয়নকে এবারের উন্নয়ন কর্মসূচিতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, কারিগরি শিক্ষা, দক্ষ জনশক্তি তৈরি এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে বড় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। খাতভিত্তিক বরাদ্দ সবচেয়ে বেশি পাচ্ছে পরিবহন ও যোগাযোগ খাত। এ খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৫০ হাজার ৯২ কোটি টাকা, যা মোট উন্নয়ন কর্মসূচির ১৬ দশমিক ৭০ শতাংশ।

শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৪৭ হাজার ৫৯১ কোটি টাকা, স্বাস্থ্য খাতে ৩৫ হাজার ৫৩৫ কোটি টাকা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ৩২ হাজার ৬৯১ কোটি টাকা এবং গৃহায়ন ও কমিউনিটি সুবিধা খাতে ২০ হাজার ৩৬১ কোটি টাকা।

মন্ত্রণালয় ও বিভাগভিত্তিক বরাদ্দে সবচেয়ে বেশি অর্থ পাচ্ছে স্থানীয় সরকার বিভাগ। এ বিভাগের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৩৩ হাজার ৭৩৫ কোটি টাকা।

দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, যার বরাদ্দ ৩০ হাজার ৭৪১ কোটি টাকা। এছাড়া স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিদ্যুৎ বিভাগও বড় বরাদ্দ পেয়েছে।

এবারের উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট ১১২১টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এর মধ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প ৯৪৯টি, কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ১০৭টি এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে ৪৩টি প্রকল্প রয়েছে। পাশাপাশি ১২৭৭টি নতুন অননুমোদিত প্রকল্পও তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, যেগুলো পর্যায়ক্রমে অনুমোদনের জন্য বিবেচনা করা হবে। এছাড়া আগামী জুনের মধ্যে ২২৩টি প্রকল্প শেষ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সভায় প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি বাড়ানো, আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা এবং জুন ২০২৭ সালের মধ্যে সমাপ্তিযোগ্য প্রকল্প দ্রুত শেষ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়। একই সঙ্গে মেয়াদোত্তীর্ণ প্রকল্পে নতুন ব্যয় সীমিত রাখার সিদ্ধান্তও নেয়া হয়েছে।

# লিবিয়া থেকে দেশে ফিরলেন আরও ১৭০ বাংলাদেশি

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** লিবিয়ার বেনগাজী থেকে দেশে ফিরেছেন আরও ১৭০ জন বাংলাদেশি। মঙ্গলবার ভোর ৫ টায় বুরাক এয়ারের একটি ফ্লাইটে তাদের দেশে ফিরিয়ে আনা হয়।

লিবিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে লিবিয়া সরকার ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার সহযোগিতায় এই প্রত্যাবাসন কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

প্রত্যাবাসিত বাংলাদেশিদের বেশিরভাগই সমুদ্রপথে অবৈধভাবে ইউরোপ যাওয়ার উদ্দেশ্যে মানবপাচারকারীদের প্ররোচনায় ও সহযোগিতায় লিবিয়ায় অনুপ্রবেশ করেন বলে জানা যায়। তাদের অনেকে লিবিয়াতে বিভিন্ন সময়ে অপহরণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার কর্মকর্তারা ফিরে আসা বাংলাদেশিদের বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার পক্ষ থেকে প্রত্যাবাসনকৃত প্রত্যেককে যাতায়াত খরচ, কিছু খাদ্যসামগ্রী, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং প্রয়োজনে অস্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়।

# বেঁচে থাকতে সন্তান বিক্রি করছেন আফগানরা

**পোস্ট ডেস্ক :** ভোর হলেই আফগানিস্তানের ঘোর প্রদেশের রাজধানী চাগচারণের একটি ধুলোমাখা চত্বরে শত শত মানুষ জড়ো হন। তারা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেন, কেউ যদি কাজের সুযোগ দেয়। কারণ একটি দিনের কাজই নির্ধারণ করে দেয়, সেদিন তাদের পরিবার খাবার পাবে কি না। কিন্তু অধিকাংশ দিনই তারা খালি হাতে বাড়ি ফেরেন।

৪৫ বছর বয়সী জুমা খান জানান, গত ছয় সপ্তাহে তিনি মাত্র তিন দিন কাজ পেয়েছেন। তিনি বলেন, 'টানা তিন রাত আমার সন্তানরা না খেয়ে ঘুমিয়েছে।

আটা কেনার জন্য প্রতিবেশীর কাছ থেকে টাকা ধার করতে হয়েছে। আমার ভয় হয়, আমার সন্তানরা ক্ষুধায় মারা যাবে।'

জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, আফগানিস্তানে প্রতি চারজনের মধ্যে তিনজন মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারেন না। দেশটিতে বেকারত্ব ব্যাপক আকার ধারণ করেছে, স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং আন্তর্জাতিক সহায়তা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। বর্তমানে প্রায় ৪৭ লাখ মানুষ দুর্ভিক্ষের ঝুঁকিতে রয়েছে।

ঘোর প্রদেশ সংকটের সবচেয়ে বড় শিকারদের মধ্যে একটি। রাবানি নামের এক ব্যক্তি বলেন, 'খবর পেয়েছিলাম আমার সন্তানরা দুই দিন ধরে কিছু খায়নি। আত্মহত্যার কথাও ভেবেছিলাম। কিন্তু পরে বুঝলাম, এতে পরিবারের কোনো উপকার হবে না। তাই কাজ খুঁজতে এসেছি।'

পাঁচ বছরের মেয়ে শাইকাকে এক আত্মীয়ের কাছে বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে দিতে বাধ্য হয়েছেন। শিশুটি অ্যাপেন্ডিসাইটিস ও লিভারের সিস্টে আক্রান্ত ছিল। চিকিৎসার জন্য তিনি ২ লাখ আফগানি পেয়েছেন। তিনি বলেন, 'টাকা থাকলে কখনো এমন সিদ্ধান্ত নিতাম না। কিন্তু চিকিৎসা না হলে সে মারা যেতে পারত।'

মাত্র দুই বছর আগেও লাখো আফগান পরিবার খাদ্য সহায়তা পেত। কিন্তু আন্তর্জাতিক সহায়তা কমে যাওয়ায় সেই সাহায্য প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। জাতিসংঘের হিসাবে, এ বছর আফগানিস্তানে পাওয়া সহায়তা ২০২৫ সালের তুলনায় ৭০ শতাংশ কম। এর সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী খরা পরিস্থিতিকে আরো ভয়াবহ করে তুলেছে।

তালেবান সরকার সংকটের জন্য আগের প্রশাসনকে দায়ী করলেও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করেন, নারীদের ওপর কঠোর বিধিনিষেধসহ বিভিন্ন নীতির কারণেও বিদেশি সহায়তা কমেছে। দারিদ্র্য ও অপুষ্টির সবচেয়ে ভয়াবহ প্রভাব পড়ছে শিশুদের ওপর। কয়েক সপ্তাহ আগে মোহাম্মদ হাশেমের ১৪ মাস বয়সী মেয়ে অপুষ্টি ও ওষুধের অভাবে মারা যায়। তিনি বলেন, 'আমার মেয়ে ক্ষুধা ও চিকিৎসার অভাবে মারা গেছে।'

স্থানীয়দের দাবি, গত দুই বছরে অপুষ্টিজনিত শিশু মৃত্যুর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। চাগচারণের

প্রধান হাসপাতালের নবজাতক বিভাগে প্রতিটি শয্যা ভর্তি। অনেক শিশুই কম ওজন নিয়ে জন্মাচ্ছে এবং শ্বাসকষ্টে ভুগছে। একদিন হাসপাতালে আনা দুই মাস আগে জন্ম নেওয়া যমজ কন্যাশিশুর একজনের ওজন ছিল মাত্র ১ কেজি। কয়েক ঘণ্টা পরই অপেক্ষাকৃত সুস্থ শিশুটিও মারা যায়। শিশুটির দাদি গুলবদন বলেন, 'ডাক্তাররা চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বাঁচাতে পারেননি।'

হাসপাতালের নার্স ফাতিমা হুসাইনি বলেন, 'কখনো কখনো এক দিনে তিনটি নবজাতকের মৃত্যু হয়। শুরুতে খুব কষ্ট লাগত, এখন যেন এটি স্বাভাবিক হয়ে গেছে।' চিকিৎসকদের মতে, দারিদ্র্য ও চিকিৎসা সরঞ্জামের অভাবে পরিস্থিতি আরো খারাপ হচ্ছে। অনেক পরিবার হাসপাতালে চিকিৎসার খরচ বহন করতে না পেরে অসুস্থ শিশুদের বাড়ি নিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে।

আফগানিস্তানের লাখো পরিবার এখন ক্ষুধা, বেকারত্ব ও চিকিৎসা সংকটের মধ্যে টিকে থাকার লড়াই করছে। অনেকের জন্য প্রতিদিনের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, আজ খাবার জুটবে কি না।

খাজা আহমদ নামের আরেক ব্যক্তি কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, 'আমরা অনাহারে আছি। পরিবার চালাতে কাজ দরকার, কিন্তু বয়স বেশি হওয়ায় কেউ আমাকে কাজ দেয় না।' একদিন চত্বরে একটি বেকারি থেকে বাসি রুটি বিতরণ করা হলে মুহূর্তেই হুড়োহুড়ি শুরু হয়। পরে একজন শ্রমিক খুঁজতে এলে কয়েক ডজন মানুষ তার দিকে ছুটে যান। কিন্তু দুই ঘণ্টায় মাত্র তিনজন কাজ পান।

এই দারিদ্র্য অনেক পরিবারকে চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করছে। আব্দুল রশিদ আজিমি জানান, ঋণ ও অভাবের চাপে তিনি নিজের সাত বছর বয়সী যমজ মেয়েদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কঠিন সিদ্ধান্তের কথা ভাবছেন। তিনি বলেন, 'আমি এতটাই অসহায় যে মেয়েদের বিক্রি করার কথাও ভাবতে হচ্ছে।' তার স্ত্রী কায়হান বলেন, 'আমাদের খাবার বলতে শুধু রুটি আর গরম পানি। চা পর্যন্ত জোটে না।'

আরেক বাসিন্দা সাঈদ আহমদ জানান, মেয়ের চিকিৎসার খরচ জোগাতে তিনি

# মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে নতুন রহস্য

**পোস্ট ডেস্ক :** নাসার ম্যাভেন মহাকাশযান মঙ্গল গ্রহে এমন একটি নতুন ঘটনা শনাক্ত করেছে, যা আগে কখনো সরাসরি দেখা যায়নি। এই ঘটনার নাম 'জওয়ান-উলফ প্রভাব'।

এই প্রভাব পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের এলাকায় আগে থেকেই পরিচিত ছিল। তবে কোনো গ্রহের বায়ুমণ্ডলে এটি এবারই প্রথম দেখা গেল।

এই গবেষণার ফল প্রকাশ হয়েছে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সাময়িকী 'ন্যাচার কমিউনিকেশন্স'-এ। বিজ্ঞানীরা জানান, এই আবিষ্কারের পেছনে বড় একটি সৌর ঝড় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে মঙ্গলে শক্তিশালী সৌর ঝড় আঘাত হানে। গবেষকদের ধারণা, সাধারণ সময়েও হয়তো এই প্রভাব ঘটে, কিন্তু তা এত দুর্বল থাকে যে যন্ত্রগুলো ধরতে পারে না। সৌর ঝড়ের কারণে সেটি আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং স্পষ্টভাবে শনাক্ত হয় এবং সেই তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, পৃথিবীতে এই প্রভাব সৌর বায়ুকে ঠেকাতে সাহায্য করে এবং আমাদের গ্রহকে সুরক্ষিত রাখে।

সৌর বায়ু হলো সূর্য থেকে অবিরাম নির্গত হওয়া চার্জযুক্ত কণা বা প্লাজমার (প্রধানত ইলেকট্রন এবং প্রোটন) একটি দ্রুতগামী স্রোত। এই কণাগুলো সূর্য থেকে ঘণ্টায় প্রায় ১০-২০ লাখ মাইল (সেকেন্ডে ৪০০-৮০০ কিলোমিটার) বেগে সমগ্র সৌরজগতে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু মঙ্গল গ্রহে 'জওয়ান-উলফ প্রভাব'-এর আচরণ ভিন্ন। সেখানে এটি বায়ুমণ্ডলের ওপরের অংশকে চেপে ধরে এবং মহাকাশের আবহাওয়ার প্রভাবকে পরিবর্তন করে দেয়।

এই গবেষণার প্রধান লেখক এবং যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা সহকারী অধ্যাপক ক্রিস্টোফার ফোওলার নাসাকে জানান, তথ্য বিশ্লেষণের সময় হঠাৎ অদ্ভুত কিছু 'ওঠানামা' তার চোখে পড়ে। শুরুতে তিনি ভাবতেই পারেননি এটি 'জওয়ান-উলফ প্রভাব' হতে পারে। কারণ আগে কোনো গ্রহের বায়ুমণ্ডলে এই ঘটনা দেখা যায়নি।

প্রথমে গবেষকদল ম্যাভেনের তথ্যের মধ্যে চৌম্বক ক্ষেত্রের কিছু অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখতে পায়। এরপর তারা আয়নমণ্ডলের কণাগুলোর তথ্য বিশ্লেষণ করে। সব সম্ভাবনা যাচাই করার পর তারা নিশ্চিত হন, এই পরিবর্তনের কারণই ছিল জওয়ান-উলফ প্রভাব।

বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, এই গবেষণা মঙ্গলের জলবায়ু ও বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে

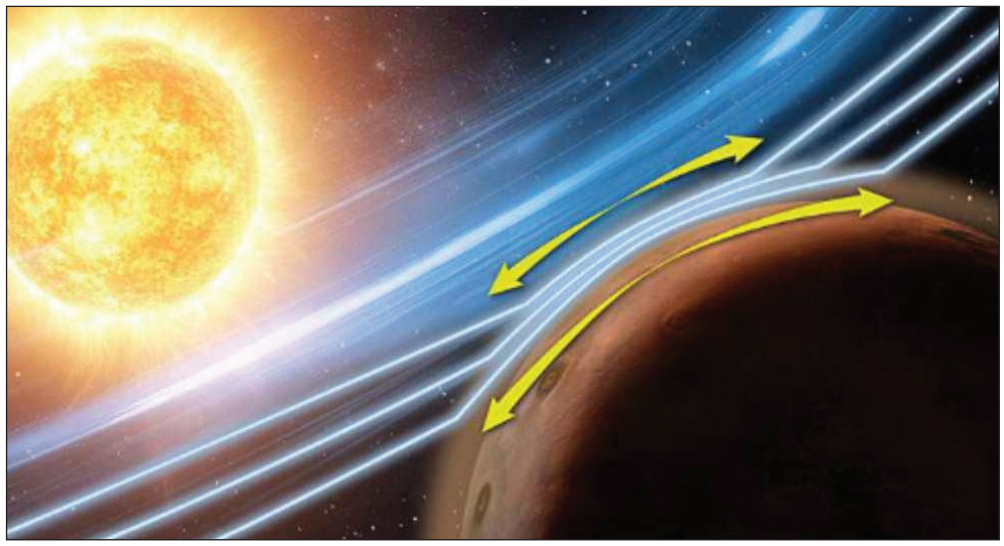

নতুন ধারণা দিতে পারে। পাশাপাশি শুক্র গ্রহ বা শনি গ্রহের উপগ্রহ টাইটানের মতো অন্য কোথাও একই ধরনের প্রভাব আছে কি না, সেটিও ভবিষ্যতে খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

এই প্রভাব প্রথম শনাক্ত করা হয় ১৯৭৬ সালে। এতে দেখা যায়, চার্জযুক্ত কণা চৌম্বক ক্ষেত্রের নির্দিষ্ট রেখা বরাবর চাপ খেয়ে একসঙ্গে জমা হয়। এই রেখাগুলোকে বলা হয় ফ্লাক্স টিউব।

পৃথিবীতে এই প্রক্রিয়া সৌর বায়ুকে আমাদের চৌম্বক ঢালের চারপাশ দিয়ে ঘুরিয়ে দেয়। ফলে গ্রহটি অনেকাংশে সুরক্ষিত থাকে। বিজ্ঞানীরা একে অনেকটা টিউব থেকে টুথপেস্ট বের হওয়ার সঙ্গে তুলনা করেন।

কিন্তু মঙ্গলের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আলাদা। কারণ মঙ্গলের কোনো শক্তিশালী বৈশ্বিক চৌম্বক ক্ষেত্র নেই। তাই বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, সেখানে এই প্রভাব দেখা যাবে না।

তবু নাসার ম্যাভেন মহাকাশযান মঙ্গল গ্রহের আয়নমণ্ডলে অস্বাভাবিক ওঠানামা শনাক্ত করে। আয়নমণ্ডল হলো মঙ্গল গ্রহের বায়ুমণ্ডলের বিদ্যুৎযুক্ত অংশ, যা গ্রহটির ওপরের দিকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার উচ্চতায় অবস্থিত।

ম্যাভেন (মারস অ্যাটমোস্ফিয়ার অ্যান্ড ভোলাটাইল ইভালুশন) মিশনের কাজ হলো মঙ্গল গ্রহের বায়ুমণ্ডল, আয়নমণ্ডল এবং সূর্য ও সৌর বায়ুর সঙ্গে গ্রহটির সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা করা।

২০২৩ সালের ডিসেম্বরের সৌর ঝড়ের সময় ম্যাভেন মহাকাশযানটি দেখতে পায়, মঙ্গলের আয়নমণ্ডলের চার্জযুক্ত কণাগুলো প্রথমে চাপ খায়, এরপর সেগুলো আবার পুরো গ্রহজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। এই প্রভাব শুধু মহাকাশের আশপাশেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং বায়ুমণ্ডলের আরো গভীর অংশেও এর প্রভাব পাওয়া গেছে।

নতুন এই পর্যবেক্ষণ বিজ্ঞানীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে ধরা হচ্ছে। এতে বোঝা যাচ্ছে, মহাকাশের আবহাওয়ার ঘটনা কীভাবে গ্রহের বায়ুমণ্ডলের ভেতরেও বড় পরিবর্তন আনতে পারে।

গবেষক ক্রিস্টোফার ফোওলার বলেন, কেউ ভাবেনি এই প্রভাব বায়ুমণ্ডলের ভেতরেও ঘটতে পারে। তাই এই আবিষ্কার পদার্থবিজ্ঞানের নতুন দিক খুলে দিয়েছে, যা এখনো পুরোপুরি বোঝা যায়নি।

নাসার আরেক গবেষক এবং ইউনিভার্সিটি অব কলোরাডো বোল্ডারের বিজ্ঞানী শ্যানন কারি বলেন, মহাকাশের আবহাওয়া মঙ্গলের সঙ্গে কিভাবে কাজ করে, তা বোঝা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ম্যাভেন মিশন নিয়মিত নতুন তথ্য দিচ্ছে এবং সূর্য ও মঙ্গলের সম্পর্ক সম্পর্কে নতুন ধারণাও তৈরি করছে।

বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, এই আবিষ্কার ভবিষ্যতে মঙ্গলের জলবায়ু ও বায়ুমণ্ডল কিভাবে কাজ করে, তা আরো ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করবে।

ম্যাভেন মহাকাশযান উৎক্ষেপণ করা হয় ২০১৩ সালের নভেম্বরে। এটি ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে মঙ্গলের কক্ষপথে পৌঁছায়। এই মিশনের অন্যতম লক্ষ্য হলো মঙ্গলের বায়ুমণ্ডল কিভাবে ধীরে ধীরে মহাকাশে হারিয়ে যাচ্ছে, তা বোঝা। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, মঙ্গলের বায়ুমণ্ডল হারানোর কারণ বুঝতে পারলে গ্রহটির অতীত জলবায়ু, সেখানে একসময় পানি ছিল কি না এবং প্রাণের উপযোগী পরিবেশ ছিল কি না-এসব প্রশ্নের উত্তর আরো পরিষ্কার হবে।

তবে সম্প্রতি ম্যাভেন মিশন নতুন সমস্যার মুখে পড়েছে। ২০২৫ সালের ৬ ডিসেম্বর মঙ্গলের কক্ষপথে থাকা মহাকাশযানটির সঙ্গে পৃথিবীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে নাসা একটি বিশেষ পর্যালোচনা বোর্ড গঠন করে। তারা এখন খতিয়ে দেখছে, মহাকাশযানটিকে আবার সচল করা সম্ভব কি না।

# অস্ট্রেলিয়ায় স্ত্রী ও ২ প্রতিবন্ধী সন্তানকে হত্যা, বাংলাদেশি গ্রেপ্তার

**পোস্ট ডেস্ক :** অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস রাজ্যের ক্যাম্পবেলটাউন এলাকায় এক বাংলাদেশি পরিবারে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। হৃদয়বিদারক এ ঘটনায় এলাকায় চরম চাঞ্চল্য ও শোকের ছায়া নেমে এসেছে। নিজের স্ত্রী ও দুই ছেলেকে হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া এক বাংলাদেশি কয়েক মাস ধরে এই হামলার পরিকল্পনা করছিলেন বলে তদন্তকারীদের ধারণা। মর্মান্তিক বিষয় হলো, অভিযুক্ত বাবাই তার দুই সন্তানকে সার্বক্ষণিক দেখাশোনা করতেন। গ্রেপ্তারকৃত মোহাম্মদ শমন আহামেদের বয়স ৪৭ বছর। পুলিশ জানিয়েছে, তিনিই জরুরি সেবা নম্বরে ফোন করেছিলেন।

পরে ঘটনাস্থল থেকেই তাকে আটক করে ক্যাম্পবেলটাউন পুলিশ স্টেশনে নেওয়া হয়। আজ মঙ্গলবার তার বিরুদ্ধে পারিবারিক সহিংসতাসংক্রান্ত তিনটি হত্যার অভিযোগ গঠন করা হয়।

সোমবার (১৮ মে) স্থানীয় সময় রাত ৮টার কিছু আগে সিডনির নিউ সাউথ ওয়েলস রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ক্যাম্পবেলটাউনের একটি বাড়িতে জরুরি সেবা কর্মীদের ডাকা হয়।

ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ ৪৬ বছর বয়সী এক নারী এবং তার ১২ ও ৪ বছর বয়সী দুই ছেলের মরদেহ উদ্ধার করে। পুলিশ ঘটনাস্থলকে 'অত্যন্ত সহিংস' বলে বর্ণনা করেছে।

পুলিশের সূত্র অনুযায়ী, হত্যাকাণ্ডগুলো সোমবার সকাল ৯টা থেকে রাত ৭টা ৫৫ মিনিটের মধ্যবর্তী কোনো সময়ে সংঘটিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে ক্যাম্পবেলটাউন লোকাল কোর্টে মামলাটি সংক্ষেপে উত্থাপন করা হলেও অভিযুক্ত সশরীরে কিংবা ভিডিও লিংকেও আদালতে উপস্থিত হননি। তিনি জামিনের আবেদন না করায় আদালত আনুষ্ঠানিকভাবে জামিন নামঞ্জুর করেন। আগামী ১৫ জুলাই মামলার পরবর্তী শুনানির তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে।

অভিযুক্তের আইনজীবী জাওয়াদ হোসেইন আদালত প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের বলেন, এই মুহূর্তে শমন অত্যন্ত ভেঙে পড়েছেন ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। পুরো ঘটনাটি ভুক্তভোগী পরিবার, প্রতিবেশী সমাজ এবং সংশ্লিষ্ট সবার জন্য গভীর বেদনাদায়ক।

এদিকে অস্ট্রেলিয়ান সংবাদমাধ্যম নাইন নিউজ জানিয়েছে, নিহত দুই শিশুর বাবা সন্তানদের সার্বক্ষণিক দেখাশোনা করতেন। দুই শিশুই বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু এবং তারা কথা বলতে পারত না। পরিবারটি প্রায় ১০ বছর আগে বাংলাদেশ থেকে সিডনিতে পাড়ি জমিয়েছিল। অভিযুক্ত ব্যক্তির স্ত্রী পূর্ণকালীন চাকরি করতেন।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি আগে তাদের পরিচিত ছিলেন না এবং তার বিরুদ্ধে পারিবারিক সহিংসতার কোনো পূর্ব ইতিহাসও ছিল না। তবে আদালতে জমা দেওয়া নথিতে অভিযোগ করা হয়েছে, তিনি কয়েক মাস ধরে স্ত্রী ও দুই সন্তানকে হত্যার পরিকল্পনা করছিলেন। অভিযোগ অনুযায়ী, চলতি বছরের শুরুতে পার্থে ঘটে যাওয়া এক হত্যা-আত্মহত্যার ঘটনার খবর প্রকাশের পর তিনি এই পরিকল্পনা শুরু করেন। এই ঘটনায় অটিজমে আক্রান্ত দুই কিশোরকে তাদের মা-বাবা হত্যা করেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত সুপারিনটেনডেন্ট মাইকেল মোরোনি আজ সকালে জানান, 'তাদের ঠিক কিভাবে হত্যা করা হয়েছে, এখনই বিস্তারিত বলতে পারছি না। তবে তিনজনের শরীরে গুরুতর আঘাতের চিহ্ন ছিল।' মরোনি আরো বলেন, বাড়ির ভেতরের দৃশ্য অত্যন্ত মর্মান্তিক ও ভয়াবহ।

পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে বেশ কিছু আলামত জব্দ করেছে, যার মধ্যে একটি ছুরিও রয়েছে। তদন্তকারীদের ধারণা, এটি হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত অস্ত্র হতে পারে। ঘটনাস্থল থেকেই ৪৭ বছর বয়সী শমন আহামেদকে গ্রেপ্তার করে ক্যাম্পবেলটাউন পুলিশ স্টেশনে নেওয়া হয়।

পুলিশ জানায়, তার বিরুদ্ধে পারিবারিক সহিংসতার সঙ্গে সম্পর্কিত তিনটি হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে। জামিন না পাওয়ায় তাকে কারাগারে রাখা হয়েছে। তিনি আদালতে হাজির হয়েছেন এবং আগামী জুলাইয়ের মাঝামাঝি আবার আদালতে উপস্থিত হওয়ার কথা রয়েছে।

বর্তমানে ক্যাম্পবেলটাউন সিটি পুলিশ ডিটেকটিভ ইউনিট ও স্টেট ক্রাইম কমান্ডের হোমিসাইড স্কোয়াড যৌথভাবে ঘটনাটির তদন্ত করছে। তদন্তের স্বার্থে এখনো নিহতদের পূর্ণ পরিচয় আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ করা হয়নি।

# লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক

**পোস্ট ডেস্ক :** হিজরি সনের সর্বশেষ মাস জিলহজ। শরিয়তে অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ মাস এটি, বিশেষ করে জিলহজের প্রথম ১০ দিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে এই দশকের রাতের শপথ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে, 'শপথ ফজরের, শপথ ১০ রাতের।'

(সুরা : ফাজর, আয়াত : ১-২)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ও মুজাহিদ (রা.)সহ অনেক সাহাবি, তাবেঈ ও মুফাসসির বলেন, এখানে '১০ রাত' দ্বারা জিলহজের প্রথম ১০ রাতকেই বোঝানো হয়েছে।

(তাফসিরে ইবনে কাসির : ৪/৫৩৫)

জিলহজের প্রথম ১০ দিনের ফজিলতের ব্যাপারে ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনায় রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহর কাছে জিলহজের ১০ দিনের নেক আমলের চেয়ে বেশি প্রিয় অন্য কোনো দিনের আমল নেই।

সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও এর চেয়ে উত্তম নয়? তিনি বললেন, না, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও নয়। তবে হ্যাঁ, সেই ব্যক্তির জিহাদের চেয়ে উত্তম যে নিজের জান-মাল নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য বের হয়েছে। অতঃপর কোনো কিছু নিয়ে ঘরে ফিরে আসেনি। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ২৪৩৮; বুখারি, হাদিস : ৯৬৯)

জিলহজের প্রথম দশকের আমল

নিচে বিভিন্ন হাদিসে বর্ণিত আমলগুলো সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হলোড়

১. হজ : এ মাসের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আমল হলো হজ, যা সামর্থ্যবান ব্যক্তির ওপর ফরজ।

এর রয়েছে অনেক ফজিলত। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, নবী করিম (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য হজ করল এবং অশ্লীল কথাবার্তা ও গুনাহ থেকে বিরত থাকল, সে ওই দিনের মতো নিষ্পাপ হয়ে হজ থেকে ফিরে আসবে, যেদিন মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল।' (বুখারি, হাদিস : ১৫২১; মুসলিম, হাদিস : ১৩৫০)

অন্য বর্ণনায় আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'হজে মাবরুরের প্রতিদান তো জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়।' (বুখারি, হাদিস : ১৭৭৩)

২. কোরবানি : এ মাসের আরেক গুরুত্বপূর্ণ আমল হলো কোরবানি, যা নিসাবের মালিকের ওপর ওয়াজিব হয়। এটি মৌলিক ইবাদত ও শাআইরে ইসলাম তথা ইসলামের প্রতীকী বিধানাবলির অন্তর্ভুক্ত।

এর আছে বিশেষ ফজিলত। উম্মুল মুমিনিন আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'কোরবানির দিনের আমলগুলোর মধ্য থেকে পশু কোরবানি করার চেয়ে কোনো আমল আল্লাহ তাআলার কাছে বেশি প্রিয় নয়। কিয়ামতের দিন এই কোরবানিকে তার শিং, পশম, ক্ষুরসহ উপস্থিত করা হবে। আর কোরবানির রক্ত জমিনে পড়ার আগেই আল্লাহ তাআলার কাছে কবুল হয়ে যায়। সুতরাং তোমরা সন্তুষ্টচিত্তে কোরবানি করো।'

(জামে তিরমিজি, হাদিস : ১৪৯৩)

সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি এই ইবাদত পালন করে না তার ব্যাপারে হাদিস শরিফে কঠোর ধমকি এসেছে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'যার কোরবানির সামর্থ্য আছে, তবু সে কোরবানি করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে।' (মুসনাদে আহমদ : ২/৩২১; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস : ৭৬৩৯)

৩. বেশি বেশি তাসবিহ পাঠ করা : ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলার কাছে জিলহজের প্রথম ১০ দিনের আমলের চেয়ে বেশি মহৎ এবং অধিক প্রিয় অন্য কোনো দিনের আমল নেই। সুতরাং তোমরা এই দিনগুলোতে বেশি বেশি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার এবং আলহামদু লিল্লাহ পড়ো।' (মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ৫৪৪৬)

৪. রোজা রাখা : জিলহজের প্রথম ৯ দিন রোজা রাখার ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া উচিত। রাসুলুল্লাহ (সা.) জিলহজের প্রথম ৯ দিন রোজা রাখার ব্যাপারে যত্নবান ছিলেন।

(আবু দাউদ, হাদিস : ২৪৩৭)

বিশেষ করে ৯ তারিখের রোজা। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আরাফার দিনের [৯ জিলহজের] রোজার বিষয়ে আমি আল্লাহর কাছে প্রত্যাশা রাখি, তিনি আগের এক বছরের এবং পরের এক বছরের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেবেন।' (মুসলিম, হাদিস : ১১৬২)

৫. নখ-চুল না কাটা, না ছাটা : এ ছাড়া এই দশকের একটি বিশেষ আমল হলো, জিলহজের চাঁদ ওঠা থেকে নিয়ে কোরবানি করা পর্যন্ত নখ-চুল না কাটা, না ছাঁটা। এতে একদিকে হাজি সাহেবানের সঙ্গে একরকম সাদৃশ্য প্রকাশ পায়। পাশাপাশি এর আছে বিশেষ ফজিলতও। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 'যখন জিলহজের চাঁদ দেখবে তখন তোমাদের মধ্যে যে কোরবানি করবে সে যেন তার চুল, নখ না কাটে।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৯৭৭; জামে তিরমিজি, হাদিস : ১৫২৩)

অতএব, জিলহজ আগমনের আগেই নখ-চুল কেটে-ছেঁটে পরিপাটি হয়ে থাকা বাঞ্ছনীয়।

৬. তাকবিরে তাশরিক পড়া : আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, 'আর তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করো (তাশরিকের) নির্দিষ্ট দিনগুলোতে।' (সুরা : বাকারাহ, আয়াত : ২০৩)

একাধিক সাহাবা থেকে প্রমাণিত আছে যে তাঁরা জিলহজের ৯ তারিখ ফজর থেকে ১৩ তারিখ আসর পর্যন্ত (মোট ২৩ ওয়াক্ত) তাকবির পড়তেন। তাকবিরে তাশরিক হলো 'আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ।'

জিলহজ মাসের ৯ তারিখ ফজর থেকে নিয়ে ১৩ জিলহজ আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর নারী-পুরুষ সবার জন্য একবার করে তাকবিরে তাশরিক বলা ওয়াজিব।

শেষ কথা, জিলহজের এই দিনগুলোতে ইবাদত বাড়িয়ে দিতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফিক দান করুন।

# গোপণ সমঝোতায় ফিরছে আওয়ামীলীগ

নেতাকর্মীদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ বিষয়ে বিভিন্ন কনটেন্ট প্রচার করছে। এছাড়া গত ১৪ মে চট্টগ্রামে সাবেক মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেনের জানাজায় অংশ নিয়ে আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা 'জয় বাংলা' স্লোগান দিয়ে মিছিল করে। চট্টগ্রাম নগরের জমিয়াতুল ফালাহ জামে মসজিদ মাঠে মোশাররফ হোসেনের জানাজা শেষে হঠাৎ 'জয় বাংলা' স্লোগান দিয়ে নগরীর প্রধান সড়কে নেমে আসে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনের নেতাকর্মীরা। এ সময় তারা সরকারবিরোধী বিভিন্ন স্লোগান দেয়। এরপর গত ১৫ মে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে 'সচেতন নাগরিক সমাজ'-এর ব্যানারে হামে শিশু মৃত্যুর ঘটনায় সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও সাবেক স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগমের বিচার দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণকারীদের বেশির ভাগই আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের কর্মী-সমর্থক হিসেবে পরিচিত।

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ এভাবেই নানা কৌশলে আবার রাজনৈতিক ও নির্বাচনী মাঠে ফেরার চেষ্টা করছে। অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদে দলটির সাংগঠনিক কার্যক্রম ও অঙ্গসংগঠন নিষিদ্ধ করা হয়। দলটির কেন্দ্রীয় নেতারা প্রায় সবাই শেখ হাসিনার মতো দেশ থেকে পালিয়ে ভারত নয়তো অন্য কোনো দেশে আশ্রয় নিয়েছে। কেউ কেউ গ্রেফতার হয়ে জেলে আছেন। মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে তাদের বিচার হচ্ছে। দেশে আওয়ামী লীগ বা এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের তৃতীয় চতুর্থ সারির কোনো নেতাকেও প্রকাশ্যে দেখা যায় না। জুলাই অভ্যুত্থানের পর আওয়ামী লীগ মব সন্ত্রাসের ভয়ে অনেকটা নিরব ছিল। তবে বিএনপি সরকার গঠনের পর দলটির তৃণমূলের নেতাকর্মীরা নতুন করে সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা করছে।

শেখ হাসিনার বক্তব্যের ভাষা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তিনি নিজেকে কেবল ক্ষমতাচ্যুত একজন নেতা হিসেবে উপস্থাপন করছেন না; বরং রাজনৈতিক নির্যাতনের শিকার, বারবার মৃত্যুচেষ্টা থেকে বেঁচে যাওয়া এবং ইতিহাসের ধারাবাহিক সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরছেন। "আমাকে ১৯ বার হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে", "আমি মাথা উঁচু করে ফিরব," এই ধরনের বাক্য শুধু রাজনৈতিক বক্তব্য নয়, এগুলো আবেগ-নির্ভর রাজনৈতিক পুনর্গঠনের ভাষা। তিনি জানেন, আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক শক্তির বড় অংশ এখনও আবেগ ও ব্যক্তিনির্ভর আনুগত্যে দাঁড়িয়ে আছে। ফলে তাঁর এই ভাষা মূলত দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে একটি বার্তা দল ভেঙে পড়েনি, নেতৃত্ব এখনও লড়াইয়ে আছে।

শেখ হাসিনা তাঁর সাক্ষাৎকারে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের প্রসঙ্গ বিশেষভাবে টেনে এনেছেন। বিরোধীদের দীর্ঘদিনের "ভারত-তোষণ" অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে তিনি গঙ্গা পানি চুক্তি, সমুদ্রসীমা মামলা ও স্থলসীমান্ত চুক্তির উদাহরণ দিয়েছেন। এটি নিছক আত্মপক্ষ সমর্থন নয়। বরং এটি ভারতের নীতিনির্ধারকদের উদ্দেশেও একটি সূক্ষ্ম স্মরণ করিয়ে দেওয়া, আওয়ামী লীগই ছিল দিল্লির সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অংশীদার। বর্তমানে বিএনপি ক্ষমতায় থাকলেও দিল্লি-ঢাকার সম্পর্কের নতুন সমীকরণ এখনও পুরোপুরি স্থিতিশীল নয়। সেই বাস্তবতায় হাসিনা যেন বলতে চাইছেন, "আমাদের বিকল্প এখনো তৈরি হয়নি।"

এই বাস্তবতায় আওয়ামী লীগ দেশের রাজনীতিতে 'ফিরে এসেছে' বলে মনে করছেন অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম। কীভাবে ফিরেছে, তা নিয়ে মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে একটি পোস্ট দিয়েছেন জুলাই গণঅভ্যুত্থানের 'মাস্টারমাইন্ড' হিসেবে পরিচিতি পাওয়া এই নেতা। পোস্টে আওয়ামী লীগের ফেরার ২০টির মতো কারণ ও প্রেক্ষাপট তুলে ধরে তিনি লিখেছেন, 'লীগ রাজনৈতিক দলের আগে একটা ধর্মতত্ত্ব, সে ধর্মতত্ত্বে ইমান আবার ফেরত এসেছে। কীভাবে ফিরল, সে গল্পই বলব আজ।' কিছু সময় পরে তিনি এ নিয়ে আরেকটা পোস্ট দেন। সেই পোস্টে জুলাই আন্দোলনের পক্ষের সব শক্তির মধ্যে ফ্যাসিবাদবিরোধী লড়াইয়ের একটি কমন স্পেইস তৈরির আহ্বান জানিয়ে যে যার জায়গা থেকে সক্ষম, যতবেশি সম্ভব গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন গড়ে তোলার কথা বলেন।

প্রথম পোস্টে তিনি লেখেন, 'লীগ রাজনৈতিক দলের আগে একটা ধর্মতত্ত্ব, সে ধর্মতত্ত্বে ইমান আবার ফেরত এসেছে।'

তিনি লিখেছেন, 'লীগ সেদিনই ব্যাক করেছে, যেদিন ২৪-কে ৭১-এর বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছিল স্বাধীনতার বিরুদ্ধের শক্তি। লীগ সেদিনই ব্যাক করেছে, যেদিন থেকে ডানপন্থীদের উত্থানের জন্য অন্তরীণ সরকারের লোকজন কাজ করা শুরু করেছে, লীগ সেদিনই ব্যাক করেছে। যেদিন আইনের শাসনের বদলে মবের শাসনে আনন্দ পেয়েছিল গত ১৭ বছরের মজলুমগণ।'

মাহফুজ আলমের ফেসবুক পোস্টটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ইঙ্গিত বহন করে। তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম হলো, আওয়ামী লীগের প্রত্যাবর্তনের জন্য কেবল আওয়ামী লীগ দায়ী নয়; বরং অন্তর্বর্তী শাসনের ব্যর্থতা, উগ্র ডানপন্থার উত্থান, মব-রাজনীতি এবং সংস্কার প্রক্রিয়ার দুর্বলতাও দায়ী। এটি নিছক আবেগী পোস্ট নয়, বরং ক্ষমতান্তর-পরবর্তী রাজনীতির একটি আত্মসমালোচনামূলক বিশ্লেষণ। তিনি যে কথাটি বলতে চেয়েছেন তা হলো, যদি গণতান্ত্রিক বিকল্প শক্তি একটি ন্যায়ভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা তৈরি করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে পুরনো শক্তি আবার ফিরে আসার সুযোগ পায়।

মাহফুজ আলমের ফেসবুক পোস্টের পর অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল মন্তব্য করেছেন, আওয়ামী লীগ ব্যাক করেনি, তারা ছিলই বলে। বুধবার দুপুরে নিজের ফেসবুক পেজে দেয়া এক পোস্টে তিনি এ মন্তব্য করেছেন।

আওয়ামী লীগের ফিরে আসা নিয়ে ওই পোস্টে তিনি লিখেন, 'আওয়ামী লীগ ব্যাক করেনি। তারা ছিলই। ব্যাক করেছে তাদের দম্ভ, মিথ্যাচার আর মানুষকে বিভ্রান্ত করার দুঃসাহস।'

এদিকে সাবেক সংসদ সদস্য ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক গোলাম মাওলা রনি বলেছেন, 'শেখ হাসিনার যে ছয় মাসের মধ্যে ফিরে আসা, এটা কথার কথা নয়। এর পেছনে তার দৃঢ়তা থাকতে পারে, পরিকল্পনা থাকতে পারে, অনেক কিছু থাকতে পারে।

সম্প্রতি 'তিনতন্ত্র' নামের ফেসবুক পেজে প্রকাশিত এক ভিডিওতে এসব কথা বলেন তিনি। বক্তব্যে তিনি রাজনৈতিক বাস্তবতা, জনমত এবং "নিয়তি" প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। রনি বলেন, অনেক সময় মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত কোনো বিষয় বাস্তবে রূপ নিতে পারে। উদাহরণ হিসেবে তিনি তারেক রহমানের দেশে ফেরার আলোচনার প্রসঙ্গ টানেন। আওয়ামী লীগকে ১৯৭৫-এর পর নিশ্চিহ্ন মনে করা হয়েছিল। বিএনপিকেও একাধিকবার "শেষ" ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতিতে কোনো বড় দল পুরোপুরি বিলীন হয়নি। কারণ এখানে রাজনীতি কেবল আদর্শের নয়, সামাজিক শিকড়, প্রশাসনিক প্রভাব, অর্থনৈতিক নেটওয়ার্ক এবং আন্তর্জাতিক সমীকরণেরও খেলা। আওয়ামী লীগের এখনও একটি বড় সাংগঠনিক ভিত্তি রয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে তাদের প্রভাব একদিনে মুছে যায়নি। ফলে দলটি রাজনীতিতে টিকে থাকবে, এটি বাস্তবসম্মত ধারণা। কিন্তু টিকে থাকা আর পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসা এক বিষয় নয়।

শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক বক্তব্যের আরেকটি লক্ষ্য সম্ভবত বিএনপি সরকারকে রাজনৈতিক বার্তা দেওয়া। বার্তাটি হলো আওয়ামী লীগকে প্রশাসনিকভাবে কোণঠাসা করা গেলেও রাজনৈতিকভাবে শেষ করা যায়নি। কারণ বাংলাদেশে প্রতিহিংসামূলক রাজনীতির ইতিহাস শেষ পর্যন্ত কোনো পক্ষের জন্যই স্থায়ী নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেনি। আজ যারা ক্ষমতায়, কাল তারাও একই বাস্তবতার মুখোমুখি হতে পারে।

তবে বিএনপি সরকারের ভেতর থেকেও ভিন্ন ধরনের সুর শোনা যাচ্ছে। জাহেদ উর রহমানের বক্তব্যে সেই ইঙ্গিত রয়েছে। তিনি বলেছেন, শেখ হাসিনা দেশে ফিরলে তাঁর প্রতিও "ইনসাফ" থাকবে এবং বিচারবহির্ভূত কিছু করা হবে না। এই বক্তব্য রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এটি একদিকে আন্তর্জাতিক মহলের কাছে একটি গণতান্ত্রিক বার্তা, অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরে প্রতিহিংসাহীন ন্যায়বিচারের প্রতিশ্রুতি। কিন্তু বাস্তবতা হলো, বাংলাদেশে বিচার ও রাজনীতি দীর্ঘদিন ধরেই একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। ফলে শেখ হাসিনার বিচার প্রশ্নটি কেবল আইনি প্রক্রিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকবে কি না, সেটিই বড় প্রশ্ন।

সম্প্রতি শেখ হাসিনার ভারতীয় গণমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকার আসলে বহুস্তরীয় রাজনৈতিক যোগাযোগ। এটি দলীয় কর্মীদের সাহস দেওয়ার চেষ্টা, ভারতের কাছে পুরনো সম্পর্ক স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা এবং বর্তমান সরকারের প্রতি রাজনৈতিক চাপ, সবকিছুর সমন্বয়। কিন্তু রাজনীতির বাস্তবতা শুধু বার্তায় নির্ধারিত হয় না। প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক সুযোগ, জনসমর্থনের পুনর্গঠন, আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা এবং সবচেয়ে বড় কথা, অতীতের ভুল নিয়ে বিশ্বাসযোগ্য আত্মসমালোচনা।

এদিকে বিভিন্ন সূত্র বলছে, আওয়ামী লীগকে কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখলেও এবার স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলটির তৃণমূলের নেতারা অংশগ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। আওয়ামী লীগ সিটি করপোরেশন, উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের মতো স্থানীয় সরকার নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচনী রাজনীতিতে প্রবেশ করতে চাচ্ছে। এরই মধ্যে আইনজীবী সমিতিসহ বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্যানেলগুলো সক্রিয় রয়েছে এবং কিছু জায়গায় তারা ইতিবাচক ফলাফলও পেয়েছে। এছাড়া আত্মগোপনে থাকা শীর্ষ নেতাদের অনেকেই এখন দল ও নেতাকর্মীদের বাঁচাতে আইনি লড়াইয়ের পাশাপাশি দেশে ফিরে আসার কথা ভাবছে। দলের বিতর্কিত ও শীর্ষ নেতৃত্বকে বাদ দিয়ে বা সংস্কারের মাধ্যমে নতুন নেতৃত্বের অধীনে ঘুরে দাঁড়ানোর বিষয়টিও দলের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আলোচিত হচ্ছে। অপরদিকে জাতীয় নির্বাচনের পর থেকে আওয়ামী লীগের প্রতি বিএনপি কিছুটা নমনীয়। নির্বাচনের পরদিন থেকে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ সারাদেশে এক ডজনের বেশি জেলা ও উপজেলায় দলীয় কার্যালয় খুলে দোয়া-মোনাজাত, জাতীয় পতাকা উত্তোলন, ব্যানার টানানো ও স্লোগান দেয়া তারই বহিঃপ্রকাশ। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, তৃণমূল পর্যায়ে এ ধরনের উপস্থিতি কেবল সাংগঠনিক বার্তা নয়; বরং জাতীয় রাজনীতিতে পুনরায় জায়গা করে নেয়ার কৌশলগত প্রচেষ্টা। একই সঙ্গে নির্বাচনের আগে গণভোটে বিএনপির তৃণমূলের 'না' ক্যাম্পেইন, নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে সংবিধান সংস্কার পরিষদে শপথ না নেয়া, গণভোট ও জুলাই সনদের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে বিএনপি নেতাদের বক্তব্য ও অবস্থান, প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের উত্থান ঠেকাতে দুই দলের নেতাকর্মীদের ঘনিষ্ঠতা বাড়ছে বলেও মনে করছেন অনেকে।

বিশেষ করে 'জুলাই সনদ' ও সংস্কার ইস্যুতে বর্তমান সংসদে বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে বিএনপির যে টানাপড়েন তৈরি হয়েছে, তার কেন্দ্রে রয়েছে সংবিধান সংস্কার পরিষদে শপথ না নেয়া ও জুলাই সনদের বাস্তবায়ন প্রশ্ন। অন্যদিকে আওয়ামী লীগও জুলাই সনদ বাস্তবায়নের বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে আসছে। দলটির নেতাদের অনানুষ্ঠানিক বক্তব্যে শোনা যাচ্ছে, জুলাই সনদ কার্যকর হলে তাদের সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক অবস্থান আরো দুর্বল হতে পারে। ফলে এই ইস্যুতে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে নীরব সমঝোতার একটি ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে, এমন ধারণা রাজনৈতিক অঙ্গনে জোরালো হচ্ছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, আওয়ামী লীগ এখন সরাসরি বড় কর্মসূচির বদলে 'উপস্থিতি জানানোর' কৌশল নিয়েছে। ছোট ছোট প্রতীকী কর্মসূচির মাধ্যমে তারা সংগঠনের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে চাইছে। একই সঙ্গে তারা দেখছে, বিএনপির প্রতিক্রিয়া কতটা কঠোর বা সহনশীল হয়। এই প্রতিক্রিয়ার ওপর নির্ভর করবে ভবিষ্যতের কৌশল।

**মাহফুজ আলমের যত আশঙ্কা :**

মাজারে হামলা, হিন্দুদের ওপর নিপীড়নের বিরুদ্ধে সরব না হওয়াও আওয়ামী লীগের ফেরার পথ সুগম করেছে মন্তব্য করে মাহফুজ আলম আরও লিখেছেন, 'লীগ সেদিনই ব্যাক করেছিল, যেদিন থেকে উগ্রবাদীরা মাজারে হামলা করেছে, মসজিদ থেকে ভিন্নমতাবলম্বীদের বের করে দিয়েছে। লীগ সেদিনই ব্যাক করেছে, যেদিন হিন্দুদের উপর নিপীড়ন নিয়ে মজলুমগণ চুপ ছিল।'

ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিদের মধ্যে ডানপন্থার উত্থানের আশঙ্কা এবং উগ্রবাদীদের নিরাপদ জায়গা করে দেওয়াটা আওয়ামী লীগের ফেরার জন্য সহায়ক হয়েছে জানিয়ে মাহফুজ আলম বলেন, 'লীগ সেদিনই ব্যাক করেছে, যেদিন সেক্যুলার মূল্যবোধে বিশ্বাসী মানুষজন এ দেশে সরকার প্রযোজিত ডানপন্থার উত্থানে ভয় পেয়েছিল। লীগ সেদিনই ব্যাক করেছে, যেদিন মবস্টারদের এ দেশে হিরো বানানো হয়েছিল। উগ্রবাদীর সেফ স্পেইস দেয়া হইসিল।' অন্তর্বর্তী সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে তিনি লিখেছেন, লীগ সেদিনই ব্যাক করেছিল, যেদিন ব্যবস্থা বিলোপের বদলে ন্যূনতম সংস্কার ও ঐকমত্য কমিশন নাম দিয়ে জনগণকে বিচ্ছিন্ন এবং হতাশ করা হলো। লীগ সেদিনই ব্যাক করেছিল, যেদিন থেকে বিএনপি ও অন্তরিণ সরকারের বিরুদ্ধে গেল আর বিএনপি ও ঠেকাতে জামায়াতকে কোলে নিল অন্তরীণ।'

মাহফুজ আলম লিখেছেন, 'লীগ সেদিনই ব্যাক করেছিল, যেদিন ছাত্ররা বিপ্লবী সংগঠনে রূপ না নিয়ে লুম্পেন চরিত্রের ক্লাব আর মবে রূপ নিয়েছিল। লীগ সেদিনই ব্যাক করেছিল, যেদিন মিডিয়া আর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের উপর হামলা প্রযোজিত হলো। লীগ সেদিনই ব্যাক করেছিল, যেদিন অন্তরিণ সরকার পলিটিক্যাল থেকে আমলাতান্ত্রিক হলো এবং আমলানির্ভর কিচেন ক্যাবিনেট থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া শুরু হলো। যে কিচেন ক্যাবিনেটের অধিকাংশ লোকই ছিল জামায়াত-বিএনপি বা লীগের ছুপা দালাল। যাদের কাছে জুলাই মানে ছিল, নিজেদের পরিবার, প্রজন্ম আর প্রতিষ্ঠানের স্বার্থরক্ষা।'

আওয়ামী লীগের ফেরার জন্য সহায়ক হয়েছে এ রকম আরও কিছু বিষয় তুলে ধরে মাহফুজ আলম লিখেছেন, 'লীগ সেদিনই ব্যাক করেছিল, যেদিন ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে গণতন্ত্রের বদলে সংঘতন্ত্র জয়ী হল। লীগ সেদিনই ব্যাক করেছিল, যেদিন নতুন মিডিয়া অনুমোদনে বাধা দেওয়ার জন্য একজোট হইসিল কিচেন ক্যাবিনেট। লীগ সেদিনই ব্যাক করেছিল, যেদিন জুলাই ঘোষণাপত্র কিংবা সনদের প্রক্রিয়া তুলে দেয়া হইসিল আমলাতন্ত্র আর ভেস্টেড ইন্টারেস্ট গ্রুপের হাতে। লীগ সেদিনই ব্যাক করেছিল, যেদিন বাম-শাহবাগী পিটাইলে আনন্দ পেয়েছিল মজলুমগণ।'

মাহফুজ আলম লিখেছেন, 'লীগ সেদিনই ব্যাক করেছিল, যেদিন এদেশে কাওয়ালি/ইনকিলাবি কালচারের মতন রিগ্রেসিভ কালচারুব্যবস্থা দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদ মোকাবেলার মহারম্ভ হয়েছিল। লীগ সেদিনই ব্যাক করেছে, যেদিন নির্বাচনি বাঁটোয়ারার মাধ্যমে সংস্কার ও বিচারকে কম্প্রোমাইজ করা হলো এন্ড বিএনপি-জামাতের বার্গেইনিং টুল বানানো হলো। লীগ সেদিনই ব্যাক করেছে, যেদিন কমিশন, ট্রাইবুনাল, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদিকে একটি আদর্শের লোকদের মাধ্যমে ক্ষমতারোহণের বার্গেইনিং টুলে পরিণত করা হল। লীগ সেদিনই ব্যাক করেছে, যেদিন কালচারালি-ইন্টেলেকচুয়ালি যারা জুলাইয়ে আমাদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল, তাদের বাদ দিয়ে জিরো কন্ট্রিবিউশন গুপ্তদের ক্ষমতায়িত করা হলো।' এই তালিকা আরও বাড়বে বলে পোস্টের শেষাংশে উল্লেখ করেছেন মাহফুজ আলম।

পোস্টের শেষে মাহফুজ লেখেন, 'লীগ ফিরত আসবে। কারণ, সব দোষ মাহফুজ আলমের। প্রচারে- নিখিল বাংলাদেশের চিরকাল মজলুম-ডানপন্থী বলয়, অন্তরীণ কিচেনের দালাল-সুবিধাভোগী গুপ্ত বলয়, এবং দিস এন্ড দোস বটফোর্সেস, সিন্ডিকেট আর গং মানে গয়রহ।'

তার এই পোস্টের পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নানা আলোচনা শুরু হলে আরেকটি পোস্টে মাহফুজ লেখেন, 'যারা আগের পোস্টকে পর্যালোচনা হিসাবে পাঠ করেছেন, তাঁদের জন্য বলছি। আমাদের এখনকার কাজ হল- সকল নিপীড়নের বিরুদ্ধে, নিপীড়িতের পক্ষে থাকা। দল-মত-ধর্ম নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকল নাগরিকের মানবাধিকারের পক্ষে থাকা। হঠকারী, উগ্রবাদী এবং অন্তর্ঘাতমূলক রাজনীতিকে পরাস্ত করা। সংখ্যালঘু ও মাজারপন্থিদের উপর হামলার বিচার করার দাবি অব্যাহত রাখা। জুলাই গণহত্যার বিচারের দাবিকে প্রধান করে তোলা এবং বিচারের ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে থাকা। প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারগুলো বাস্তবায়ন করতে বর্তমান সরকারকে বাধ্য করা।'

তিনি লেখেন, 'বাংলার বহু ভাষা-সংস্কৃতিকে যাপন-উদযাপন করা এবং রিগ্রেসিভ-ডিফিটিস্ট কালচারাল লড়াইকে জায়গা না দেয়া। কালচারালি-ইন্টেলেকচুয়ালি যারা বিভিন্ন বর্গ থেকে জুলাইয়ের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদেরকে ঔন করা। লীগের ফ্যাসিস্টদের লক্ষ্যবস্তু এরাই।'

জুলাই আন্দোলনের পক্ষের সব শক্তির মধ্যে ফ্যাসিবাদবিরোধী লড়াইয়ের একটি কমন স্পেইস তৈরির আহ্বান জানিয়ে যে যার জায়গা থেকে সক্ষম, যতবেশি সম্ভব গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন গড়ে তোলার কথাও বলেন তিনি।

## সউদী আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২ বাংলাদেশি

ছয়জনের পুরো পরিবার আমার স্বামীর আয়ের ওপর নির্ভরশীল ছিল। এখন আমরা দিশেহারা হয়ে পড়েছি। আমি সরকারের কাছে অনুরোধ করছি, যেন দ্রুত মরদেহ দেশে আনার ব্যবস্থা করা হয়।"

অন্যদিকে ২৪ বছর প্রবাসজীবন কাটানোর পর এবার ঈদুল আজহায় পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর পরিকল্পনা করেছিলেন ইউনুস মিয়া। তার পরিবারের সদস্যরা জানান, চার মাস বয়সী ছোট ছেলেকে প্রথমবারের মতো দেখার অপেক্ষায় ছিলেন তিনি। দেশে ফেরার জন্য কেনাকাটা শেষ করেছিলেন এবং ২৭ মে বাংলাদেশে ফেরার বিমানের টিকিটও কেটে রেখেছিলেন।

ইউনুস মিয়ার ছোট ভাই ওমর ফারুক মারুফ বলেন, "ভাই ছিলেন পুরো পরিবারের প্রধান ভরসা। স্ত্রী, তিন মেয়ে ও দুই ছেলেকে রেখে তিনি চলে গেলেন। এত বছর বিদেশে থেকেও কখনো পরিবারের সঙ্গে ঈদ করতে পারেননি। এবার খুব আনন্দ নিয়ে দেশে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।"

কুমিল্লার জেলা প্রশাসক রেজা হাসান জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার বিষয়টি প্রশাসনের নজরে এসেছে। মরদেহ দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে।

## ইরানের হুঙ্কার

এর আগে মঙ্গলবার ট্রাম্প বলেন, ইরানের ওপর আরেকটি সামরিক হামলার প্রস্তুতির ঠিকআগে মধ্যপ্রাচ্যের নেতাদের অনুরোধে তিনি সেই হামলা বাতিল করার নির্দেশ দেন।

দেশটির সংবাদমাধ্যম ব্যাংকক পোস্টের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের প্রথম চার মাসে থাইল্যান্ডে বিদেশি পর্যটকের আগমন আগের বছরের তুলনায় ৩ দশমিক ৪৫ ভাগ কমেছে। এর কারণ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে পর্যটক আগমন উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। এ পরিস্থিতিতে চলতি বছরের পর্যটক আগমনের লক্ষ্যমাত্রাও কমিয়ে আনা হয়েছে। জাতীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন পরিষদ (এনইএসডিসি) ফেব্রুয়ারিতে যেখানে ৩ কোটি ৫০ লাখ পর্যটকের পূর্বাভাস দিয়েছিল, এখন তা কমিয়ে ৩ কোটি ২০ লাখ নির্ধারণ করা হয়েছে।

## ভারত থেকে অবৈধ বাংলাদেশিদের ফেরত পাঠানোর ঘোষণা

সরকারের পক্ষে আন্ডার সেক্রেটারি প্রতাপ সিং রাওয়াত পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

পশ্চিমবঙ্গের আগের সরকার একদিকে শরণার্থীদের সিএএ (নাগরিকত্ব) দেওয়ার বিরোধিতা করেছে, অন্যদিকে এই 'গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ বা আইন' কাজে লাগায়নি বলে মন্তব্য করে শুভেন্দু বলেন, 'আজ থেকে আমরা এই আইন কার্যকর করলাম।

এর ফলে সিএএর অন্তর্ভুক্ত যারা, সিএএতে বলা আছে সাতটি সম্প্রদায় বা ধর্মপালন করা লোকদের কথা তারা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের আওতায় আসবে। যারা ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এসেছে, তাদের পুলিশ কোথাও হেনস্তা করতে পারবে না।'

সাতটি যে সমপ্রদায় সিএএর আওতায় আছে, তাদের মধ্যে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মুসলমান সমপ্রদায় নেই। আইনটির কিছু পরিমার্জন ২০২৪ সালে করা হয়েছে, যে কারণে ভারতে আসা মানুষ ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের পরিবর্তে ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রবেশ করলে তাদের আইনগতভাবে নাগরিক হিসেবে গণ্য করা হবে। তবে পাকিস্তান, আফগানিস্তান বা বাংলাদেশের মুসলমান মানুষের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়।

অনুপ্রবেশকারীদের গ্রেপ্তার করা হবে : অনুপ্রবেশকারীদের সন্ধান পাওয়া গেলে তাদের গ্রেপ্তার করা হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'সিএএর আওতায় যারা নেই, তারা হলেন সম্পূর্ণভাবে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী। তাদের সরাসরি রাজ্য পুলিশ গ্রেপ্তার করবে ও আটকাবে এবং বিএসএফের হাতে হস্তান্তর করবে।

বিএসএফকে ২৭ কিলোমিটার জমি দিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার : বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত চার হাজার কিলোমিটারের। এর মধ্যে দুই হাজার ২০০ কিলোমিটার রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে। এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সংবাদ সম্মেলনে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, বাকি চারটি রাজ্যে (আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম ও মেঘালয়) ওখানকার সরকার বিএসএফের (বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স) চাহিদামতো পূর্ণাঙ্গ জমি হস্তান্তর করেছে। এই রাজ্যে দুই হাজার ২০০ কিলোমিটারের মধ্যে ১৬০০ কিলোমিটার বেড়া দেওয়া হয়েছে। আনুমানিক ৬০০ কিলোমিটারে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়নি। এ জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে দায়ী করেন তিনি।

বিএসএফকে জমি হস্তান্তরের ঘোষণা দিয়ে নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু বলেন, 'আমরা বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরে দ্রুততার সঙ্গে এই জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া শুরু করতে চলেছি।' আজকে এর সূচনালগ্নে আমরা ২৭ কিলোমিটার এলাকাকে সুরক্ষিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি এবং বেসরকারি জমি, যা আমরা কিনেছি এবং যার সম্পূর্ণ অর্থ ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী আমাদের দিচ্ছে, আমরা সেটার সূচনা করলাম।'

## সাইবার হামলা ঠেকাতে যুক্তরাজ্যের নতুন ডিভাইস 'সাইলেন্টগ্লাস'

কাজ করে না। এটি সরাসরি হার্ডওয়্যার পর্যায়ে সুরক্ষা দেয়। কম্পিউটার ও মনিটরের মাঝখানে সংযুক্ত হয়ে এইচডিএমআই ও ডিসপ্লে পোর্টের মাধ্যমে আসা ক্ষতিকর ট্রাফিক ব্লক করে ডিভাইসটি।

সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মতে, অধিকাংশ মানুষ মনে করেন ই-মেইল, ফাইল বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমেই সাইবার হামলা হয়ে থাকে। কিন্তু বর্তমানে হার্ডওয়্যার সংযোগও হ্যাকিংয়ের ঝুঁকিপূর্ণ পথ হয়ে উঠছে। আধুনিক মনিটর ও ডিসপ্লে সিস্টেমে থাকা ফার্মওয়্যার, ইউএসবি হাব ও বিভিন্ন যোগাযোগ চ্যানেল অপব্যবহার করে হ্যাকাররা হামলা চালাতে পারে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মনিটর সরাসরি সংবেদনশীল সিস্টেম ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সঙ্গে যুক্ত থাকায় এগুলো এখন হ্যাকারদের অন্যতম লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে।

সাইলেন্টগ্লাস অননুমোদিত বা অপ্রত্যাশিত যোগাযোগ বন্ধ করে স্ক্রিন ও কম্পিউটারের মধ্যকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। ব্যবহারকারীরা জটিল কোনো সেটআপ ছাড়াই সহজে এটি ব্যবহার করতে পারবেন।

দেখতে সাধারণ অ্যাডাপ্টরের মতো হলেও ডিভাইসটির অভ্যন্তরীণ প্রযুক্তি হার্ডওয়্যার নিরাপত্তায় নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে। এটি মূলত ডিসপ্লে সংযোগের জন্য একটি 'ডেটা ফায়ারওয়াল' হিসেবে কাজ করে। কোন ধরনের ট্রাফিক মনিটর ও কম্পিউটারের মধ্যে চলাচল করবে, তা নিয়ন্ত্রণ ও ফিল্টার করতে সক্ষম এই ডিভাইস।

## হজ পালন করতে গিয়ে ১৮ বাংলাদেশির

পৌঁছেছেন।

চলতি বছর চাঁদ দেখা সাপেক্ষে ২৬ মে হজ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। গত ১৮ এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া এই হজ যাত্রায় সরকারি-বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় এখন পর্যন্ত মোট ১৬৯টি ফ্লাইট পরিচালিত হয়েছে। এর মধ্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ৮৬টি, সৌদি এয়ারলাইন্স ৬১টি এবং ফ্লাইনাস এয়ারলাইন্স ২২টি ফ্লাইট পরিচালনা করেছে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ৩৪ হাজার ৭০ জন, সৌদি এয়ারলাইন্স ২২ হাজার ৬৬৩ জন এবং ফ্লাইনাস এয়ারলাইন্স ৮ হাজার ৮৫৯ জন যাত্রী পরিবহন করেছে।

সৌদি আরবে স্থাপিত চিকিৎসা কেন্দ্রগুলো থেকে এ পর্যন্ত ৩০ হাজার ৩৭০টি স্বয়ংক্রিয় চিকিৎসা ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া আইটি হেল্পডেস্ক ১৮ হাজার ২১০টি সেবা দিয়েছে।

বাংলাদেশ থেকে যাওয়া হজযাত্রীদের মধ্যে এ বছর এখন পর্যন্ত ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে ১৩ জন পুরুষ ও ৫ জন নারী। তাদের মধ্যে ১৩ জন মারা গেছেন মক্কায় এবং মদিনায় ৫ জন মারা গেছেন।

সবশেষ ১৭ মে মারা গেছেন ফেনীর সোনাগাজী উপজেলার সাজেদা বেগম (৫৬) নামে এক নারী।

ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, হজযাত্রীদের সৌদি আরবে যাওয়ার শেষ ফ্লাইট আগামী ২১ মে। হজের আনুষ্ঠানিকতা শেষে প্রথম ফিরতি ফ্লাইট শুরু হবে ৩০ মে এবং শেষ ফিরতি ফ্লাইট পরিচালিত হবে ৩০ জুন।

## অক্টোবরে প্রথম ধাপে ইউনিয়ন পরিষদ

ভেতরে আইনি ও প্রশাসনিক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। আসন্ন নির্বাচনকে অতীতের চেয়ে আরও বেশি গ্রহণযোগ্য ও কার্যকর করতে শেখ হাসিনা আমলে তৈরি কিছু আইনি কাঠামো, বিধিমালা ও আচরণবিধি সংস্কার শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ইসি সূত্র বলছে, আগামী মাসে অংশীজনদের সঙ্গে সংলাপ করে নতুন আইনি কাঠামো ঘোষণা করবে নির্বাচন কমিশন। এসব প্রক্রিয়া শেষে দ্রুত তফসিল ঘোষণার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে ইসি সূত্রে জানা গেছে।

এ ছাড়া বাজেট, প্রশাসনিক প্রস্তুতি, মৌসুমি বাস্তবতা ও আইনি বিষয় বিবেচনায় একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনাও তৈরি করা হচ্ছে। এই পরিকল্পনা চূড়ান্ত হলে দ্রুতই সময়সূচি ও ধাপ ঘোষণা করা হবে। এ ছাড়া আসন্ন নির্বাচনে অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে নিয়োগ পাওয়া প্রশাসকরা নির্বাচন করতে পারবেন কি না তা নিয়েও ভাবছে ইসি। তবে আপাতত এসব প্রশাসকদের স্বপদে বহাল রেখেই নির্বাচন আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এদিকে কমিশনের আলোচনায় স্থানীয় সরকার নির্বাচনকে নির্দলীয় কাঠামোয় আয়োজনের বিষয়টিও গুরুত্ব পাচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলোর আপত্তি না থাকলে দলীয় প্রতীক ছাড়াই নির্বাচন আয়োজনের কথা ভাবছে ইসি। ইতিমধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোও সম্ভাব্য নির্বাচন সামনে রেখে প্রস্তুতি শুরু করেছে। নির্বাচন ব্যয়, প্রচারণা পদ্ধতি, প্রার্থিতা সংক্রান্ত বিধান ও নির্বাচন ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তনের বিষয়ও আলোচনায় রয়েছে।চড়ষরঃরপং

ইসি'র কর্মকর্তারা বলছেন, স্থানীয় সরকার নির্বাচন শুধু ভোটগ্রহণের বিষয় নয়; ভোটকেন্দ্র প্রস্তুতি, আইনশৃঙ্খলা, প্রশাসনিক সমন্বয়, বাজেট ও মাঠপর্যায়ের সক্ষমতা সবকিছু বিবেচনায় নিয়েই সময়সূচি নির্ধারণের পরিকল্পনা চলছে। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে মেয়াদ, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ও নির্বাচন আয়োজনের প্রশ্নে চাপ বাড়ছে। ফলে স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে কমিশনের ওপরও দ্রুত সিদ্ধান্তের চাপ তৈরি হয়েছে। এদিকে শেখ হাসিনা সরকার পতনের পর প্রশাসনিক কার্যক্রম সচল রাখতে দেশের অধিকাংশ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে প্রশাসক নিয়োগ দেয় অন্তর্বর্তী সরকার। বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর সিটি করপোরেশন ও জেলা পরিষদে দলীয় নেতাদের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদ ছাড়া সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা ও জেলা পরিষদ প্রশাসকের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। ইসি সূত্র বলছে, প্রশাসনিক শূন্যতা এড়াতে নিয়োগ পাওয়া প্রশাসকদের স্বপদে বহাল রেখেই নির্বাচন আয়োজন করতে চেষ্টা চলছে। এতে প্রশাসকদের প্রভাব বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করতে কঠোর আচরণবিধিমালা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

আইন অনুযায়ী, সিটি করপোরেশন, উপজেলা ও জেলা পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার ১৮০ দিনের মধ্যে ও পৌরসভায় ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন করতে হয়। ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষেত্রে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে নির্বাচন আয়োজনের বাধ্যবাধকতা থাকলেও নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়নি।

এদিকে স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম বলেন, চলতি বছরের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর থেকে দেশের স্থানীয় সরকার নির্বাচন প্রক্রিয়া ধাপে ধাপে শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। বাজেট ও প্রশাসনিক প্রস্তুতির ওপর ভিত্তি করে নির্বাচনের সময়সূচি নির্ধারণ করা হবে বলেও তিনি জানান।

## রাজার মাথায় 'পাখির বিষ্ঠা' অত:পর...

এ খবর দিয়েছে সংবাদ মাধ্যম বিবিসি।

বুধবার রাজা চার্লস তার দিন শুরু করেন নিউক্যাসলের কমিউনিটি সিনেমায় চলচ্চিত্রপ্রেমীদের সঙ্গে দেখা করার মধ্য দিয়ে। এরপর তিনি ভোনার্ড মেথডিস্ট চার্চে অবস্থিত প্যান্ট্রি ফুডব্যাঙ্ক পরিদর্শন করেন, যেখানে তিনি ফুডব্যাঙ্কের স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশংসা করেন এবং প্রয়োজনীদের জন্য মুদিপণ্য ভর্তি ব্যাগপ্যাক করতে সাহায্য করেন।

## সহসাই পদত্যাগ করছেন না ব্রিটিশ

কোনো সময়সূচিও নির্ধারণ করা হয়নি। ১৮ মে স্টারমারের মন্ত্রিসভার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও যুক্তরাজ্যের উপপ্রধানমন্ত্রী ডেভিড ল্যামি এই তথ্য জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি এ বিষয়ে সব ধরনের জল্পনা-কল্পনা এড়িয়ে চলার আহ্বান জানান।

এর আগে স্টারমারের সহযোগীরা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, আগামী মাসে অনুষ্ঠেয় মেকারফিল্ড আসনের উপনির্বাচনে গ্রেটার ম্যানচেস্টারের মেয়র অ্যান্ডি বার্নহ্যাম জয়ী হলে স্টারমার পদত্যাগে রাজি হতে পারেন। তবে ল্যামি বলেছেন, এখনো এ ধরনের কোনো পরিকল্পনা নেই।

উপপ্রধানমন্ত্রী ডেভিড ল্যামি স্কাই নিউজকে বলেন, 'বিষয়টি পরিষ্কার করা দরকার। কিয়ার স্টারমার আমার দেখা সবচেয়ে ধৈর্যশীল মানুষ। গতকাল রোববারও তাঁর সঙ্গে আমার দুবার কথা হয়েছে। তাঁর লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা আছে। তাই দায়িত্ব ছাড়ার কোনো সময়সূচি নেই।'

ল্যামি আরও বলেন, 'বর্তমানে আমাদের প্রধান কাজ সরকারের কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়া। এই মুহূর্তে নেতৃত্বে আসার কোনো প্রতিযোগিতা নেই। জনগণের জন্য কাজ করতে প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

মেকারফিল্ড আসনে লেবার পার্টির এমপি জশ সাইমনস সম্প্রতি পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন। ধারণা করা হচ্ছে, অ্যান্ডি বার্নহ্যাম যাতে পার্লামেন্ট সদস্য হতে পারেন, সেজন্যই তিনি পদত্যাগ করছেন। এই উপনির্বাচনে ডানপন্থী দল 'রিফর্ম ইউকে' বড় প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে বার্নহ্যাম জয়ী হলে তিনি লেবার পার্টির ভবিষ্যৎ নেতা বাছাইয়ের লড়াইয়ে বড় প্রার্থী হয়ে উঠতে পারেন।

## বাংলাসহ ৩৫ ভাষায় সরাসরি অনুবাদ হবে হজের খুতবা

**পোস্ট ডেস্ক :** হজ ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। আর আরাফার ময়দান থেকে প্রচারিত হজের খুতবা মুসলিম বিশ্বের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও আবেগঘন একটি আয়োজন। প্রতি বছর বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমান গভীর আগ্রহ নিয়ে এই খুতবা অনুসরণ করেন।

প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে এখন আর হজের খুতবা শুধু মক্কা বা আরাফার ময়দানে সীমাবদ্ধ নেই। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ নিজ নিজ ভাষায় সরাসরি এই খুতবা শোনার সুযোগ পাচ্ছেন।

২০২৬ সালের হজ উপলক্ষে এ উদ্যোগকে আরও বিস্তৃত করেছে দুই পবিত্র মসজিদের ধর্মীয় বিষয়ক জেনারেল প্রেসিডেন্সি। এবার হজের মূল খুতবা বিশ্বের ৩৫টি ভাষায় সরাসরি অনুবাদ ও সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এই খুতবা বিশ্বব্যাপী লাইভ প্রচার করা হবে।

দুই পবিত্র মসজিদের ধর্মীয় সেবায় সৌদি আরবের ভূমিকা নিয়ে আয়োজিত এক সেমিনারে এ ঘোষণা দেন শায়খ আবদুর রহমান আস-সুদাইস।

সৌদি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এবারের হজের ঐতিহাসিক খুতবা মসজিদে নামিরাহ থেকে প্রদান করবেন মসজিদে নববীর ইমাম ও প্রবীণ আলেম শায়খ আলী হুজাইফি।

যেসব ভাষায় খুতবা অনুবাদ ও সম্প্রচার করা হবে, তার মধ্যে রয়েছে বাংলা, ইংরেজি, ফরাসি, ইন্দোনেশীয়, উর্দু, তুর্কি, ফার্সি, স্প্যানিশ, চীনা, রুশ, হিন্দি, মালয়, আমহারিক, হাউসা, সোয়াহিলি, সোমালি, পশতু, পাঞ্জাবি, তামিল, ফিলিপিনো, বসনিয়ান, জার্মান, ইতালীয়, পর্তুগিজ, সুইডিশ, উজবেক, তাজিক, নেপালি, সিংহলি, মালায়লাম, ওরোমো, তিগরিনিয়া, ইওরুবা, উগান্ডান ও লিথুয়ানিয়ান ভাষা।

এ উদ্যোগের ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুসলমানরা নিজেদের ভাষায় হজের খুতবা সরাসরি শুনতে ও বুঝতে পারবেন। এতে হজের শিক্ষা, দিকনির্দেশনা এবং ইসলামের সার্বজনীন বার্তা আরও বিস্তৃতভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

বিশেষ করে বাংলাভাষী মুসলমানদের জন্য এটি হজের খুতবা সরাসরি উপলব্ধি ও অনুধাবনের একটি বড় সুযোগ হিসেবে দেখা হচ্ছে। প্রযুক্তির সহায়তায় ইসলামের বার্তা এখন আরও সহজে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে।

## বিশ্বের উষ্ণতম ১০০টি শহরের সবগুলোই ভারতে!

পোস্ট ডেস্ক : তীব্রতাপে পুড়ছে ভারত! বিশ্বের সবচেয়ে উষ্ণ ১০০টি শহরের তালিকায় শুধুই ভারতের শহরগুলোর নাম উঠে এসেছে। এমন পরিসংখ্যান জানান দিচ্ছে জলবায়ু সংকট ক্রমশ তীব্র হয়ে ওঠছে ভারতে। মঙ্গলবার (১৯ মে) দুপুরে একিউআই ডট ইন-এর লাইভ তাপমাত্রা র‍্যাঙ্কিংয়ে দেখা যায়, বিশ্বের সবচেয়ে গরম ১০০টি শহরের সব ক'টিই ভারতের।

ভারতীয় গণমাধ্যম আনন্দবাজারের প্রতিবেদনে বলা হয়, মঙ্গলবার দুপুরে এই ১০০ শহরেরই তাপমাত্রা ছিল ৪৪ থেকে ৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে।

তপ্ত বাতাসে পুড়ছে উত্তর, পশ্চিম ও মধ্য ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। তালিকায় থাকা শহরের মধ্যে রয়েছে নয়াদিল্লি, ফরিদাবাদ, চণ্ডীগড়, আগরা, অযোধ্যা, গ্বালিয়র, কোটা ও রায়পুরের মতো শহর। এমনকি হিমালয়ের পাদদেশের শহর হরিদ্বারও রেহাই পায়নি এই দাবদাহ থেকে।

একদিকে বঠিন্ডা, পঠানকোট, বরেলী, ঝাঁসি ও কইথলের তাপমাত্রা ৪৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যায়। অন্যদিকে মথুরা, ভিলাই, নানদেড় ও আকোলাতেও তাপমাত্রা ছিল ৪৫ ডিগ্রির ওপরে।

ভারতের আবহাওয়া বিভাগ (আইএমডি) জানিয়েছে, মেঘের ঘাটতি ও টানা শুষ্ক সৌর বিকিরণের কারণে উত্তর ভারতের সমতল অঞ্চল এবং মধ্য ভারতের মালভূমিতে তীব্র গরম অব্যাহত রয়েছে। সংস্থাটি পূর্বাভাস দিয়েছে, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের কিছু এলাকায় আগামী ২৪ মে পর্যন্ত তাপপ্রবাহ চলতে পারে।

## সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় বিলুপ্ত

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় বিলুপ্ত করে এই সচিবালয়ের সিনিয়র সচিবসহ ১৫ জন কর্মকর্তাকে আইন মন্ত্রণালয়ে ফেরত নেওয়া হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শক্রমে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। মঙ্গলবার (১৯ মে) এ বিষয়ে রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে আইন মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ।

এতে বলা হয়, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শ অনুযায়ী বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের নিম্ন বর্ণিত সদস্যদেরকে পরবর্তী উপযুক্ত পদে পদায়নের নিমিত্ত পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত আইন ও বিচার বিভাগে সংযুক্ত করা হলো। প্রজ্ঞাপনে ছক করে কর্মকর্তাদের নাম, বিলুপ্ত সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের সাবেক পদ এবং সংযুক্ত পদ উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯ মে এটি জারি হলেও এর ভূতাপেক্ষ কার্যকারিতা দেখানো হয়েছে ১০ এপ্রিল থেকে।

অপরদিকে অফিস আদেশে বলা হয়, সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শক্রমে প্রজ্ঞাপনমূলে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের নিম্ন বর্ণিত সদস্যদেরকে পরবর্তী উপযুক্ত পদে পদায়নের নিমিত্ত আইন ও বিচার বিভাগে সংযুক্ত করা হলো। তদনুসারে তাদের দাখিল করা যোগদানপত্র ১০ এপ্রিল থেকে ভূতাপেক্ষভাবে গ্রহণ করা হলো।

এছাড়া আরেকটি পৃথক আদেশে এই কর্মকর্তাদের আইন মন্ত্রণালয়ের যোগদানের তারিখ দেখানো হয়েছে ১০ এপ্রিল। যার আগেরদিন ৯ এপ্রিল জাতীয় সংসদে সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ বাতিল করা হয়েছিল।

২০২৫ সালের ১১ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় উদ্বোধন করেন তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ।

সুপ্রিম কোর্টের প্রশাসনিক ভবন-৪ এ সচিবালয় উদ্বোধন করেন প্রধান বিচারপতি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন অন্তবর্তীকালীন সরকারের আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল।

# মানুষের মনের কথা শেয়ার করার প্রবণতা:
## বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও ইসলামের আলোকে একটি বিশ্লেষণ

ডাঃ এম এ ছালাম

মানুষ কেন নিজের মনের কথা, দুঃখ, উদ্বেগ, চিন্তা বা মতামত অন্যের সাথে শেয়ার করতে চায়, এটি মানব মস্তিষ্ক ও সমাজজীবনের একটি গভীর বাস্তবতা। ব্যক্তি পর্যায়ে হোক, বন্ধু বা পরিবারের কাছে হোক, কিংবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হোক, মানুষ সাধারণত নিজের অভ্যন্তরীণ অনুভূতি প্রকাশের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ অনুভব করে।

এই প্রবণতার পেছনে রয়েছে নিউরোবায়োলজি, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান এবং আধ্যাত্মিকতার সমন্বিত প্রভাব। আধুনিক বিজ্ঞান যেমন এর জৈবিক ব্যাখ্যা দেয়, তেমনি ইসলাম এর নৈতিক সীমারেখা ও ভারসাম্যপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

১. নিউরোবায়োলজিক্যাল ব্যাখ্যা

মস্তিষ্কের পুরস্কার ব্যবস্থা ও অনুভূতির মুক্তি

মানুষ যখন নিজের চিন্তা বা অনুভূতি অন্যের সাথে ভাগ করে নেয়, তখন মস্তিষ্কের কিছু নির্দিষ্ট অংশ সক্রিয় হয়ে ওঠে।

⦿ ডোপামিন নিঃসরণ

নিজের কথা প্রকাশ করার সময় মস্তিষ্কে ডোপামিন নামক "ফিল-গুড" নিউরোট্রান্সমিটার নিঃসৃত হয়। এটি আনন্দ, স্বস্তি ও মানসিক হালকাভাব সৃষ্টি করে।

⦿ পুরস্কারের অনুভূতি

গবেষণায় দেখা গেছে, মানুষ যখন নিজের অভিজ্ঞতা বা চিন্তা শেয়ার করে, তখন মস্তিষ্কের Nucleus Accumbens সক্রিয় হয়। এই অংশটি অর্থ, খাবার বা পুরস্কার পাওয়ার সময়ও সক্রিয় হয়। অর্থাৎ, নিজের কথা প্রকাশ করাও মস্তিষ্কের কাছে এক ধরনের "reward"।

⦿ আবেগীয় উপশম (Catharsis)

দীর্ঘসময় মানসিক চাপ বা কষ্ট চেপে রাখলে কর্টিসল (Stress Hormone) বৃদ্ধি পায়। কারো কাছে মনের কথা বললে অনেক সময় মানুষ মানসিক মুক্তি অনুভব করে।

⦿ চিন্তার স্পষ্টতা

অনেক সময় ভেতরের অগোছালো চিন্তাগুলো মুখে বলা বা লিখে প্রকাশ করার পর নিজের কাছেই পরিষ্কার হয়ে ওঠে। এটিকে Cognitive Processing বলা হয়।

২. বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান (Evolutionary Psychology)

মানুষ মূলত সামাজিক প্রাণী। আদিম যুগ থেকেই টিকে থাকার জন্য তথ্য ও অনুভূতি বিনিময় ছিল অপরিহার্য।

⦿ সামাজিক বন্ধন

চিন্তা ও অনুভূতি ভাগাভাগি করার মাধ্যমে পারস্পরিক বিশ্বাস ও সম্পর্ক শক্তিশালী হয়।

⦿ সহযোগিতা ও নিরাপত্তা

মানুষ সমস্যার সমাধানে অন্যের মতামত ও সহায়তা চায়। এটি মানব সভ্যতার বিকাশে বড় ভূমিকা রেখেছে।

⦿ সম্মিলিত বুদ্ধিমত্তা

একজনের চিন্তা যখন অন্যদের কাছে পৌঁছায়, তখন তা সমষ্টিগতভাবে আরও উন্নত ধারণায় পরিণত হতে পারে।

৩. সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ (Sociology)

সমাজবিজ্ঞান মানুষের চিন্তা প্রকাশকে সামাজিক কাঠামোর একটি মৌলিক উপাদান হিসেবে দেখে।

⦿ সামাজিকীকরণ (Socialization)

চিন্তার আদান-প্রদান ছাড়া সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। ভাষা, সংস্কৃতি, জ্ঞান ও মূল্যবোধ সবই শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে টিকে থাকে।

⦿ পরিচয় ও সামাজিক অবস্থান

মানুষ নিজের চিন্তা প্রকাশের মাধ্যমে সমাজে নিজের পরিচয়, অবস্থান ও প্রভাব তৈরি করতে চায়।

⦿ সামাজিক পুঁজি (Social Capital)

ভালো ধারণা, জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা শেয়ার করার মাধ্যমে মানুষ সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা ও আস্থা অর্জন করে।

৪. মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজনীয়তা (Psychological Needs)

⦿ ঠধষরফধঃরড়হ বা মানসিক স্বীকৃতি

মানুষ জানতে চায়, তার চিন্তা বা অনুভূতিকে অন্যেরা কীভাবে দেখছে।

⦿ একাকিত্ব কমানো

ভেতরের কষ্ট ভাগ করলে মানুষ নিজেকে কম একা অনুভব করে।

⦿ আবেগ নিয়ন্ত্রণ

কথা বলার মাধ্যমে আবেগের তীব্রতা কমে এবং মানসিক ভারসাম্য ফিরে আসে।

৫. ইসলামের দৃষ্টিকোণ

চিন্তা প্রকাশ: স্বাধীনতা, দায়িত্ব ও নৈতিকতা

ইসলাম মানুষকে চিন্তা করতে, জ্ঞান অর্জন করতে এবং কল্যাণকর কথা প্রকাশ করতে উৎসাহ দেয়। তবে এর সাথে সত্যবাদিতা, দায়িত্ববোধ ও নৈতিকতার শর্ত যুক্ত করেছে।

ইতিবাচক প্রকাশ: কখন চিন্তা শেয়ার করা উত্তম?

⦿ জ্ঞান প্রচার

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও মানুষের কাছে পৌঁছে দাও।"

- ঝধযরয ধষ-ইঁশযধৎর

অর্থাৎ, উপকারী জ্ঞান ও কল্যাণকর চিন্তা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া ইবাদতের অংশ হতে পারে।

⦿ অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলা

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"তোমাদের কেউ অন্যায় দেখলে সে যেন তা হাত দিয়ে প্রতিরোধ করে; তা না পারলে মুখ দিয়ে প্রতিবাদ করে"

- ঝধযরয গঁংষরস

সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে কথা বলা ইসলামে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

কখন চুপ থাকা বা গোপন রাখা উত্তম?

ইসলাম মানুষের মনস্তত্ত্বকে গভীরভাবে বিবেচনা করে কিছু ক্ষেত্রে নীরবতাকে শ্রেয় মনে করেছে।

⦿ খারাপ বা পাপের চিন্তা

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"আল্লাহ আমার উম্মতের মনের ভেতরের চিন্তাগুলো ক্ষমা করে দিয়েছেন, যতক্ষণ না তারা তা কাজ বা কথার মাধ্যমে প্রকাশ করে।"

- ঝধযরয ধষ-ইঁশযধৎর

অর্থাৎ, নেতিবাচক বা ক্ষতিকর চিন্তা প্রকাশ না করাই উত্তম।

⦿ যাচাইহীন তথ্য প্রচার

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"কোনো মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে তাই বলে বেড়ায়।"

- ঝধযরয গঁংষরস

আজকের সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে এই নির্দেশনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

⦿ নিজের গোপন পাপ প্রকাশ করা

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"আমার উম্মতের সবাই ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে, তবে যারা নিজেদের পাপ প্রকাশ করে বেড়ায় তারা ছাড়া।"

- Sahih al-Bukhari

উপসংহার

মানুষের মনের কথা শেয়ার করার প্রবণতা কোনো দুর্বলতা নয়; এটি মানুষের সৃষ্টিগত, স্নায়বিক, মানসিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যের অংশ। বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করে কেন মানুষ শেয়ার করতে চায়, সমাজবিজ্ঞান ব্যাখ্যা করে এটি কীভাবে সমাজ গড়ে তোলে, আর ইসলাম শেখায় কীভাবে সেই প্রকাশকে সত্য, কল্যাণ ও দায়িত্ববোধের মাধ্যমে সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ করা যায়।

ইসলামের দৃষ্টিতে মূলনীতি হলো:

কল্যাণকর, সত্য ও উপকারী কথা ? প্রকাশ করো

ক্ষতিকর, মিথ্যা, অযাচাইকৃত বা গোপন পাপ ? গোপন রাখো

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সংক্ষিপ্ত কিন্তু গভীর বাণী পুরো বিষয়টিকে সুন্দরভাবে তুলে ধরে:

"যে ব্যক্তি চুপ থাকলো, সে মুক্তি পেল।"

# কবুল হজ : আত্মশুদ্ধি ও জান্নাত লাভের সোপান

আজহারুল ইসলাম পিয়াস

হজ ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি এবং ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ বহিঃপ্রকাশ। নির্ধারিত পবিত্র সময়ে, পবিত্র মক্কা নগরীতে সমবেত হয়ে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নিজেকে তাঁর কাছে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করার এই ইবাদত প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলমানের জন্য ফরজ। তবে হজের তাৎপর্য কেবল আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর রয়েছে গভীর আধ্যাত্মিক ও নৈতিক গুরুত্ব। এ প্রসঙ্গে মহানবী সা. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হজ আদায় করে এবং তাতে অশ্লীলতা ও



গুনাহ থেকে বিরত থাকে, সে নবজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসে।' বিশেষত 'হজে মাবরুর' অর্থাৎ আল্লাহর কাছে কবুল হজ মুসলমানের জীবনে এক অনন্য অর্জন হিসেবে বিবেচিত হয়।

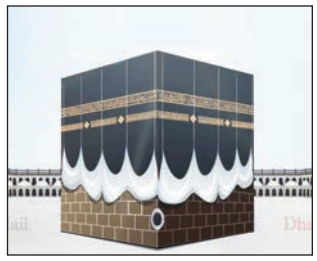

হজের প্রকৃত তাৎপর্য কেবল কিছু নির্দিষ্ট কার্যক্রমের পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি মানুষের অন্তরে তাকওয়া, ধৈর্য, ত্যাগ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের গুণাবলি বিকশিত করে। ইহরামের সেই সাদামাটা পোশাকে ধনী-গরিব, জাতি-গোষ্ঠী ও বর্ণভেদ ভুলে একই কাতারে সমবেত হওয়ার মাধ্যমে বিশ্বমানবতার ঐক্যের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে, যা ইসলামের ভ্রাতৃত্ববোধকে সুদৃঢ় করে। একই সঙ্গে হজ মানুষকে দুনিয়ার ধ্যান-ধারণার আসক্তি থেকে সরে এসে আখিরাতমুখী জীবনের প্রতি সচেতন করে তোলে। আরাফাতের ময়দানে অবস্থান, মিনায় রাত্রিযাপন কিংবা কাবা তাওয়াফ, প্রতিটি অনুষঙ্গই মানুষের মনে জবাবদিহিতা, বিনয় ও আত্মসমালোচনার বোধ জাগ্রত করে। ফলে হজ একজন মুসলমানকে নৈতিক ও আত্মিকভাবে পরিশুদ্ধ হওয়ার এক অনন্য সুযোগ এনে দেয়।

হজের পটভূমি ইসলামের ইতিহাসে গভীরভাবে প্রোথিত, যার সূত্রপাত হযরত ইবরাহিম আ., হযরত হাজেরা আ. ও হযরত ইসমাঈল আ.-এর ত্যাগ, ধৈর্য ও নিঃশর্ত আনুগত্যের মধ্য দিয়ে। মহান আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইবরাহিম আ. তাঁর স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে অনুর্বর মক্কার প্রান্তরে রেখে আসেন, তাদের জন্য যা ছিল কঠিনতম পরীক্ষার মধ্যে একটি। এই পরিস্থিতিতে হযরত হাজেরা আ.-এর সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝে পানির সন্ধানে দৌড়ঝাঁপ এবং পরবর্তীতে শিশু ইসমাঈল আ.-এর পদাঘাতে জমজম কূপের উদ্ভব ইসলামের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

পরবর্তীতে আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইবরাহিম আ. ও হযরত ইসমাঈল আ. কাবা শরিফ পুনর্র্নির্মাণ করেন এবং সমগ্র মানবজাতিকে হজ পালনের আহ্বান জানান। কুরআনের ভাষায়, সেই আহ্বান আজও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বিশ্বজুড়ে। হজের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা যেমন- সাঈ, আরাফাতে অবস্থান, মিনায় অবস্থান কুরবানি ইত্যাদি সবই ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোর প্রতীকী বাস্তবায়ন, যা মুসলমানদের ত্যাগ, ধৈর্য ও আল্লাহর প্রতি পূর্ণ সমর্পণের শিক্ষা দেয়; স্মরণ করিয়ে দেয় জাতির পিতা ইবরাহিম আ. এর পরিবারের চরম পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সাফল্য।

'হজে মাবরুর' বলতে এমন হজকে বোঝায়, যা আল্লাহর কাছে কবুল হয়েছে এবং যার প্রভাব ব্যক্তিজীবনে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। ইসলামী স্কলারদের মতে, হজ তখনই 'মাবরুর' হয়, যখন তা কেবল বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ না থেকে আন্তরিকতা, তাকওয়া ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। হাদিসে নববীতে হজে মাবরুরের গুরুত্ব বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে। মহানবী সা. বলেছেন, 'কবুল হজের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়।' (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)। এই ঘোষণা থেকে সহজেই অনুমেয়, হজে মাবরুর একজন মুসলমানের জন্য কতো বড় প্রাপ্তি।

এক্ষেত্রে হজে মাবরুরের কিছু লক্ষণ উল্লেখ করা যেতে পারে। যার মধ্যে- হজের পর মানুষের আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন আসা, গুনাহ থেকে দূরে থাকা, অন্যের অধিকার আদায়ে সচেতন হওয়া, নেক আমলের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়া ইত্যাদি। অর্থাৎ, হজ যদি মানুষের চরিত্র ও জীবনে স্থায়ী প্রভাব না ফেলে, তবে সেই হজ 'মাবরুর' হওয়ার দাবি খানিকটা দুর্বল হয়ে পড়ে।

# কাবা চত্বরে ইবরাহিম (আ.) যে দোয়া করেছেন

**পোস্ট ডেস্ক :** কাবা শরিফের পবিত্র চত্বরে দাঁড়িয়ে ইবরাহিম (আ.) যেসব দোয়া করেছিলেন, তা শুধু তাঁর সময়ের জন্য নয়-বরং কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিটি মুমিনের জন্য পথপ্রদর্শক। এবং ঈমানের চিরন্তন আলোকবর্তিকা। তাই এই দোয়াগুলো আজও আমাদের ঈমান, আখলাক ও জীবনদর্শনের জন্য অনন্য দিকনির্দেশনা। দোয়াগুলো হলো-

১. আমল কবুল হওয়ার দোয়া

َتنَأ َكَّنِإ ۖ اَّنِم ْلَّبَقَت اَنَّبَر
ُميِلَعْلا ُعيِمَّسلا

উচ্চারণ : রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম।

অর্থ : 'হে আমাদের রব! আমাদের পক্ষ থেকে (এই কাজ) কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১২৭)

মানুষ যত বড় কাজই করুক না কেন, তার গ্রহণযোগ্যতা একমাত্র আল্লাহর হাতে। তাই প্রতিটি নেক আমলের পর কবুল হওয়ার দোয়া করা জরুরি।

২. আত্মসমর্পণ ও নেক বংশধরের জন্য দোয়া

نِمَو َكَل ِنْيَمِلْسُم اَنْلَعْجاَو اَنَّبَر
َكَّل ًةَمِلْسُّم ًةَّمُأ آَنِتَّيِّرُذ

উর্চ্চারণ : রাব্বানা ওয়াজ আলনা মুসলিমাইনি লাকা ওয়া মিন জুররিয়্যাতিনা উম্মাতাম মুসলিমাতাল লাকা।

অর্থ : 'হে আমাদের রব! আমাদের উভয়কে আপনার অনুগত মুসলিম বানান এবং আমাদের বংশধরদের মধ্য থেকে একটি অনুগত জাতি সৃষ্টি করুন।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১২৮)

তাই শুধু নিজে ভালো হওয়া যথেষ্ট নয়; বরং নিজের পরবর্তী প্রজন্মকেও দ্বিনের পথে রাখতে দোয়া করা অপরিহার্য।

৩. হজ ও ইবাদতের সঠিক পদ্ধতি শেখার দোয়া

ۖ اَنْيَلَع ْبُتَو اَنَكِساَنَم اَنِرَأَو
ُميِحَّرلا ُباَّوَّتلا َتنَأ َكَّنِإ

উর্চ্চারণ : ওয়া আরিনা মানাসিকানা ওয়া তুব আলাইনা, ইন্নাকা আনতাত তাওয়্যাবুর রাহিম।

অর্থ : 'আর আমাদের ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি দেখিয়ে দিন এবং আমাদের তাওবা কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১২৮)

ইবাদত শুধু করা নয়, সঠিক নিয়মে করাও জরুরি। এ জন্য আল্লাহর কাছে জ্ঞান ও হেদায়েত চাওয়া প্রয়োজন।

৪. রাসুল প্রেরণের দোয়া (মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমন)

ًالوُسَر ْمِهيِف ْثَعْباَو اَنَّبَر
ْمُهْنِّم

উর্চ্চারণ : রাব্বানা ওয়াব আস ফিহিম রাসুলাম মিনহুম।

অর্থ : 'হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসুল প্রেরণ করুন।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১২৯)

এই দোয়ার ফলেই মহানবী (সা.) এই উম্মতের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন।

## সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

| তারিখ | ফজর | সুর্যদ্বয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২২.০৫.২৬ শুক্রবার | 3:28 | 4:56 | 01:45 | 6:24 | 8:59 | 10:30 |
| ২৩.০৫.২৬ শনিবার | 3:26 | 4:55 | 01:30 | 6:25 | 9:00 | 10:30 |
| ২৪.০৫.২৬ রবিবার | 3:24 | 4:54 | 01:30 | 6:26 | 9:02 | 10:30 |
| ২৫.০৫.২৬ সোমবার | 3:22 | 4:53 | 01:30 | 6:27 | 9:03 | 10:45 |
| ২৬.০৫.২৬ মঙ্গলবার | 3:21 | 4:52 | 01:30 | 6:27 | 9:04 | 10:45 |
| ২৭.০৫.২৬ বুধবার | 3:19 | 4:51 | 01:30 | 6:28 | 9:06 | 10:45 |
| ২৮.০৫.২৬ বৃহস্পতিবার | 3:18 | 4:50 | 01:30 | 6:29 | 9:07 | 10:45 |

*নামায শুধুর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।*

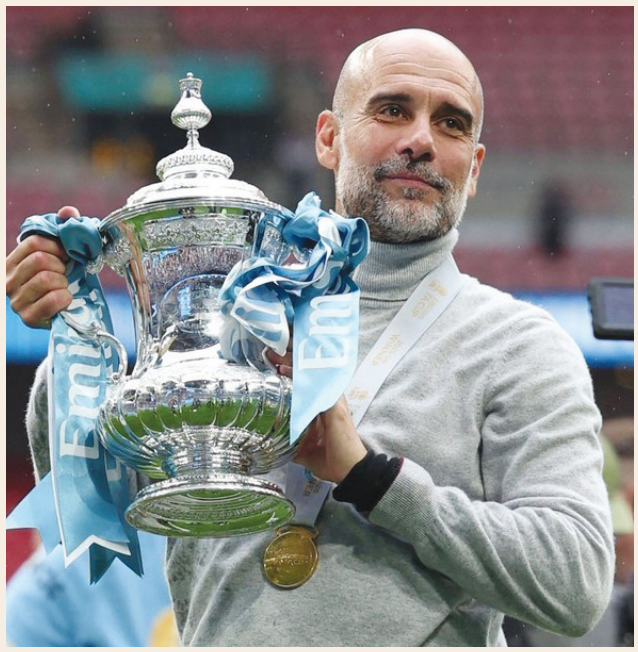

# ম্যান সিটি ছাড়ছেন গার্দিওলা

পোস্ট ডেস্ক : ইংলিশ ফুটবলে আরেকটি সোনালী যুগের অবসান ঘটতে যাচ্ছে। ইত্তিহাদ স্টেডিয়ামের ডাগআউটে সেই চিরচেনা অস্থির পায়চারি কিংবা টাক মাথায় হাত বুলিয়ে আফসোস করার দৃশ্য হয়তো আর দেখা যাবে না। চলতি মৌসুম শেষেই ম্যানচেস্টার সিটির কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন স্প্যানিশ মাস্টারমাইন্ড পেপ গার্দিওলা। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ডেইলি মেইল ও দ্য অ্যাথলেটিকের প্রতিবেদনে বিষয়টি দাবি করা হয়েছে।

সিটির সঙ্গে ২০২৭ সালের জুন পর্যন্ত চুক্তির মেয়াদ আছে গার্দিওলার। তবে এক বছর আগেই সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত সিটি কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। আগামী রোববার অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে ম্যাচটিই হতে যাচ্ছে সিটিজেনদের ডাগআউটে ৫৫ বছর বয়সী গার্দিওলার শেষ ম্যাচ। ২০১৬ সালে ম্যানচেস্টারে পা রাখার পর গত এক দশকে ইংলিশ ফুটবলকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করেছেন সাবেক বার্সেলোনা কোচ। তার অধীনে সিটির ট্রফি ক্যাবিনেটে যোগ হয়েছে টানা চারটিসহ মোট ছয়টি প্রিমিয়ার লীগ শিরোপা। ক্লাব ইতিহাসের প্রথম চ্যাম্পিয়নস লীগ ট্রফিসহ ২০টি মহামূল্যবান শিরোপা এসেছে গার্দিওলার হাত ধরেই। গত শনিবারও চেলসিকে হারিয়ে এফএ কাপ জিতেছে তার দল। হয়তো এটিই সিটিজেনদের হয়ে গার্দিওলার শেষ শিরোপা হয়ে থাকলো।

আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না এলেও, ক্লাব কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে স্পনসর পার্টনারদের এই বিদায়ের বার্তা জানিয়ে দিয়েছে। প্রিয় কোচকে রাজকীয় বিদায় জানাতে আগামী সোমবার ম্যানচেস্টারের রাস্তায় একটি বিশেষ ছাদখোলা বাস প্যারেডের পরিকল্পনা করা হয়েছে। নর্দার্ন কোয়ার্টার থেকে শুরু হয়ে এই প্যারেড শেষ হবে ইত্তিহাদ স্টেডিয়ামের সামনে।

শেষ পর্যন্ত গুঞ্জন সত্যি হলে গার্দিওলার শূন্যস্থান কে পূরণ করবেন, তা নিয়ে এখনই শুরু হয়েছে জল্পনা। উত্তরসূরি হিসেবে সবচেয়ে বড় নাম চেলসির সাবেক কোচ ও গার্দিওলার সাবেক সহকারী এনজো মারেসকা। এছাড়া বায়ার্ন মিউনিখের বর্তমান বস এবং সিটির কিংবদন্তি ভিনসেন্ট কোম্পানির নামও শোনা যাচ্ছে।

# বিশ্বকাপে অভিষেক হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার

**পোস্ট ডেস্ক :** মাঠের হাই-প্রেসিং ট্যাকটিক্স থেকে শুরু করে চুলচেরা অফসাইডের সিদ্ধান্ত-এবার সবখানেই ব্যবহার হতে যাচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। ফুটবল বিশ্বের সবচেয়ে বড় মঞ্চ বিশ্বকাপে এবার খেলা চলাকালীনই মিলবে নিখুঁত লাইভ অ্যানালাইসিস। এই প্রযুক্তিগত বিপ্লব শুধু সিদ্ধান্ত গ্রহণকেই সহজ করবে না, বরং পাল্টে দেবে মাঠের রণকৌশলও।

আসন্ন বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়ে হাজির হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। রিয়েল-টাইম ডেটা মডেল এবং লাইভ থ্রিডি সিমুলেশনের হাত ধরে এবারের টুর্নামেন্ট বদলে দেবে ম্যাচ স্ট্র্যাটেজি ও স্টেডিয়ামের পুরো আবহ। অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দলই পাবে নিজস্ব এআই মডেলের অ্যাক্সেস। এর মাধ্যমে ভিডিও ক্লিপ এবং থ্রিডি অ্যাভাটারের সাহায্যে প্রতিপক্ষের খেলার ধরন নিয়ে মুহূর্তেই কাটাছেড়া করতে পারবেন বিশ্লেষকেরা। কোচেরা দেখতে পাবেন তাদের ট্যাকটিক্যাল পরিবর্তনগুলো পরবর্তী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কতটা কার্যকর হবে। অন্যদিকে, খেলোয়াড়রা পাবেন একদম নিজস্ব বা পার্সোনালাইজড ম্যাচ অ্যানালাইসিস।

ফিফার প্রযুক্তিগত অংশীদার লেনোভোর তৈরি এই 'ফুটবল এআই প্রো' সিস্টেমটি কোটি কোটি ফিফা ডেটা পয়েন্ট এবং ২,০০০-এরও বেশি ফুটবল-সম্পর্কিত মেট্রিক বিশ্লেষণ করতে সক্ষম। ব্যাংক অব আমেরিকা (বিওএফএ) গ্লোবাল রিসার্চের একটি নোটে বলা হয়েছে, 'অতীতে ধনী দলগুলো প্রযুক্তির দিক থেকে যে বাড়তি সুবিধা পেত, ২০২৬ সালে এই এআই প্রযুক্তি ডেটার সেই বৈষম্য ঘুচিয়ে দেবে এবং প্রতিটি দলকেই সমানে-সমান সুযোগ এনে দেবে।'

কানাডা, মেক্সিকো এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৬টি শহরে অনুষ্ঠিতব্য এবারের মহাযজ্ঞে অংশ নিচ্ছে ৪৮টি দল। মাঠের লড়াইয়ের পাশাপাশি মাত্র এক সেকেন্ডে খেলোয়াড়দের শরীরী গঠন ডিজিটাল স্ক্যান করে তৈরি করা হবে নিখুঁত থ্রিডি সংস্করণ। ফলে অফসাইডের সিদ্ধান্তগুলো হবে আরও নির্ভুল।

এমনকি ১৬টি স্টেডিয়ামের প্রতিটিরই থাকছে একটি করে 'ডিজিটাল টুইন' বা লাইভ ভার্চুয়াল কপি। এর মাধ্যমে গ্যালারির ভিড়, নিরাপত্তা ঝুঁকি এবং পরিধানযোগ্য ডিভাইস থেকে খেলোয়াড়দের রিয়েল-টাইম স্বাস্থ্য পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা যাবে।

স্যানডিস্ক-এর হিসেব মতে, এবার ৯০০ পেটাবাইট ডেটা তৈরি হবে, যা ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের চেয়ে প্রায় ৪৫ গুণ বেশি! বিওএফএ-এর রিসার্চ টিমের ভাষ্যমতে, '২০২৬ বিশ্বকাপই প্রথম টুর্নামেন্ট, যেখানে ডেটা নিজেই একটি মূল পণ্য। আমরা একটি বিশাল, রিয়েল-টাইম সিমুলেশন দেখতে যাচ্ছি যেখানে প্রতি সপ্তাহে কয়েক পেটাবাইট হারে ভৌত জগতকে ডেটার আয়নায় রূপান্তর করা হচ্ছে।'

স্টেডিয়াম প্রযুক্তির বাইরে এবার দেখা মিলবে স্বয়ংক্রিয় যানের (রোবোট্যাক্সিস) মেলা, যার সিংহভাগ নিয়ন্ত্রণ করবে আমেরিকান সফটওয়ার কোম্পানি ওয়েমো। পাশাপাশি হুন্দাই এবং মেক্সিকো প্রশাসন মাঠে নামাচ্ছে বোস্টন ডায়নামিক্সের 'অ্যাটলাস' ও 'স্পট'-এর মতো হিউম্যানয়েড ও রোবট কুকুর, যা নিরাপত্তা ও স্টেডিয়াম লজিস্টিকসে সাহায্য করবে।

খেলাধুলায় এআই-এর এই জয়যাত্রা নিয়ে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ অ্যাকাউন্টিং ফার্ম পিডব্লিউসি তাদের একটি নোটে বলে, 'এর লক্ষ্য গ্যালারির গর্জন কিংবা একজন দক্ষ কোচের সহজাত প্রতিভাকে প্রতিস্থাপন করা নয়। বরং মানুষকে তার সেরা কাজটি-অনুপ্রেরণা দেয়া, নেতৃত্ব দেয়া এবং সংযোগ তৈরি করায় আরও মনোযোগী করে তোলা। খেলাধুলার চিরন্তন জাদু নষ্ট করা নয়, বরং এআই এর রোমাঞ্চকে আরও বাড়িয়ে দেবে।'

# বিশ্বকাপ দলে জায়গা পেয়ে কাঁদলেন নেইমার

**পোস্ট ডেস্ক :** বিশ্বজুড়ে কাল অগণিত ব্রাজিলের সমর্থকের নজর ছিল কার্লো আনচেলত্তির বিশ্বকাপ দল ঘোষণার দিকে। বেশির ভাগ সমর্থক আনচেলত্তির মুখ থেকে একটি নাম শোনার আশায় ছিলেন-নেইমার জুনিয়র।

নামটা ঘোষণা করতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েছেন নেইমার-ভক্তরা। কেউ কেউ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। আবার কেউ সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। তবে ব্রাজিলের বিশ্বকাপ দলে থাকবেন কি না, তা নিয়ে সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তায় ছিলেন সম্ভবত নেইমার নিজেই।

সেই যে ২০২৩ সালে মন্তেভিদিওতে ব্রাজিলের হয়ে সর্বশেষ ম্যাচ খেললেন, সেই ম্যাচে চোটে পড়ার পর এখনো দেশের হয়ে মাঠে নামতে পারেননি।

৩৪ বছর বয়স বলছে, এটাই হতে পারে নেইমারের শেষ বিশ্বকাপ। সেখানে খেলতে তিনি কতটা উন্মুখ ছিলেন, সেটা বোঝা যায় বিশ্বকাপ স্কোয়াডে সুযোগ পাওয়ার পর তার প্রতিক্রিয়া দেখে।

বন্ধুরা উল্লাসে মেতে উঠলেও নেইমার নিজের আবেগ ধরে রাখতে পারেননি। দীর্ঘ চোটের দুঃস্বপ্ন, মাঠের বাইরে থাকার যন্ত্রণা এবং সব বাধা পেরিয়ে আরেকবার দেশের জার্সিতে বিশ্বমঞ্চে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাওয়ার আনন্দে প্রেমিকা ব্রুনা বিয়ানকার্দিকে

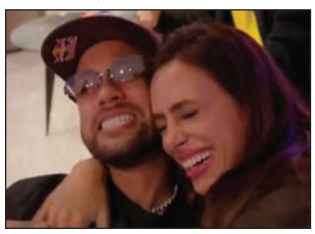

নিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি।

দুই হাতে মুখ ঢেকে আবেগঘন মুহূর্তের একটি ভিডিও নেইমার নিজেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করেছেন, যা মুহূর্তেই বিশ্বজুড়ে ভাইরাল হয়েছে।

ভিডিওটি শেয়ার করে নেইমার লিখেছেন, 'আমার জীবনের সবচেয়ে উত্তেজনাকর এবং আনন্দের দিনের একটি দৃশ্য আমার ইউটিউব চ্যানেলে। ধন্যবাদ, ব্রাজিল।'

কিছুক্ষণ পরেই বার্সেলোনা তারকা রাফিনিয়ার সঙ্গে ভিডিও কলে কথা হয় নেইমারের।

সন্দেহাতীতভাবে রাফিনিয়াও আছে ব্রাজিলের বিশ্বকাপ দলে। কাঁদতে কাঁদতেই রাফিনিয়াকে নেইমার বলেন, 'রাফা, আমরা একসঙ্গে বিশ্বকাপ জিততে চলেছি।'

ব্রাজিলের হয়ে সর্বোচ্চ ৭৯ গোল করা নেইমারের ক্যারিয়ারের এটি চতুর্থ বিশ্বকাপ।

# রোনালদোকে অধিনায়ক করে পর্তুগালের বিশ্বকাপ দল ঘোষণা

**পোস্ট ডেস্ক :** আসন্ন ২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবলকে সামনে রেখে তারুণ্য ও অভিজ্ঞতার এক অভিনব মিশেলে দল ঘোষণা করেছে পর্তুগাল। দলটির স্প্যানিশ কোচ রবের্তো মার্তিনেজ আজ পর্তুগালের বিশ্বকাপ স্কোয়াড ঘোষণা করেন। এই দলে অধিনায়ক হিসেবে থাকবেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ৪১ বছর বয়সী আল-নাসর ফরোয়ার্ড ক্যারিয়ারের ষষ্ঠ বিশ্বকাপ খেলবেন। গত বছর এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো পর্তুগিজ তারকা ফুটবলার দিওগো জোতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে স্কোয়াডে অভিনবত্ব এনেছেন পর্তুগালের কোচ।

ফিফার নিয়ম অনুযায়ী বিশ্বকাপে মূল স্কোয়াড ২৬ জনের হলেও, মার্তিনেজ এবার ২৭ সদস্যের দল ঘোষণা করেছেন। বিশ্ব ফুটবলের ইতিহাসে এই ঘটনা বেশ বিরল। কোচ মার্তিনেজ জানিয়েছেন, এই বাড়তি সদস্যটি (২৬+১) মূলত প্রয়াত দিওগো জোতার প্রতি তাঁদের বিনম্র শ্রদ্ধার নিদর্শন। দলের চতুর্থ গোলরক্ষক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে রিকার্দো ভেলহোকে। তিনি মূল ম্যাচের ডাগআউটে বা বেঞ্চে না বসলেও, পুরো টুর্নামেন্টে দলের অনুশীলনে ছায়া হয়ে থাকবেন জোতার স্মরণে।

মার্তিনেজের এবারের স্কোয়াডটি বড় বড় চমকে ঠাসা। দলে জায়গা করে নিয়েছেন তোমাস আরাউজো, সামু কস্তা এবং দীর্ঘদিন পর দলে ফেরা গনসালো গেদেসের মতো তারকা ফুটবলার।

# ইমরানই দ্রুততম মানব শিরিনের পুনরুদ্ধার

**পোস্ট ডেস্ক :** ব্যক্তিগত কারণে সবশেষ জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিতে পারেননি ইমরানুর রহমান। তার অনুপস্থিতিতে দেশসেরা মানবের খেতাব জিতেছিলেন মোহাম্মদ ইসমাইল। যদিও সামার মিটে শ্রেষ্ঠত্ব পুনরুদ্ধার করেছিলেন ইমরানুর রহমান। এবার জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপেও দ্রুততম মানবের খেতাব নিজের দখলেই রাখলেন তিনি। অন্যদিকে, গত সামার মিটের ধাক্কা সামলে মেয়েদের ট্র্যাকে নিজের হারানো মুকুট পুনরুদ্ধার করেছেন শিরিন আক্তার। গতকাল ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে শুরু হওয়া ৪৯তম জাতীয় অ্যাথলেটিকসের প্রথম দিনেই ১০০ মিটার স্প্রিন্টে নিজ নিজ ইভেন্টে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন এই দুই তারকা।

পুরুষদের ১০০ মিটার স্প্রিন্টে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ইমরানুর রহমান যথারীতি সহজেই জিতেছেন। ১০.৫৮ সেকেন্ড সময় নিয়ে সেরা হয়েছেন ট্রাকের রাজা। এই ইভেন্টে ১০.৮৬ সেকেন্ড সময় নিয়ে দ্বিতীয় হয়েছেন নৌবাহিনীরই মোহাম্মদ ইসমাইল। আর ১০.৯১ সেকেন্ড টাইমিং করে তৃতীয় হয়েছেন বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর নাইম ইসলাম। সর্বশেষ গত আগস্টে জাতীয় সামার অ্যাথলেটিকসে ১০.৬৪ সেকেন্ড সময় নিয়ে প্রথম হয়েছিলেন ইমরানুর। সেই তুলনায় এবার তার টাইমিং কিছুটা কমেছে। তবে ২০২২ সাল থেকে এ পর্যন্ত দেশের মাটিতে টানা সাতটি প্রতিযোগিতার মধ্যে ছয়টিতে অংশ নিয়ে সবগুলোই জিতে রেকর্ড ধরে রাখলেন তিনি। বাংলাদেশের কারও কাছে হেরে যাওয়ার কোনো শঙ্কা কাজ করছিল কি না- এমন প্রশ্নে আত্মবিশ্বাসী ইমরানুর বলেন, তিনি তার সতীর্থদের সম্মান করেন, তবে নিজের ওপর বিশ্বাস ছিল যে ভালো করবেন এবং প্রথম হবেন।

চোট কাটিয়ে ট্র্যাকে ফিরেই এই সাফল্য পাওয়ায় বেশ উচ্ছ্বসিত দেখায় দেশের এই দ্রুততম মানবকে। এটি তার ক্যারিয়ারের ষষ্ঠ দ্রুততম মানবের খেতাব। এক প্রশ্নে তিনি বলেন, 'সামনে এশিয়ান ও কমনওয়েলথ এবং আগামী বছর এসএ গেমস আছে। ধাপে ধাপে আমি এগোতে চাই। আশা করি, এই গেমসগুলোয় ভালো করতে পারবো।'

এদিকে, গত আগস্টে জাতীয় সামার অ্যাথলেটিকসে সুমাইয়া আক্তারের কাছে হেরে মুকুট হারান শিরিন আক্তার। সেবার সুমাইয়ার ১২.১৯ সেকেন্ডের বিপরীতে শিরিনের টাইমিং ছিল ১২.২১ সেকেন্ড। তবে এবার জাতীয় অ্যাথলেটিকসে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন শিরিন। ১২.১০ সেকেন্ড সময় নিয়ে তিনি আবারো দেশের দ্রুততম মানবী হয়েছেন। অন্যদিকে, গতবারের চ্যাম্পিয়ন সুমাইয়া এবার টাইমিংয়ে পিছিয়ে পড়ে চতুর্থ হয়েছেন। এটি শিরিন আক্তারের ক্যারিয়ারের ১৭তম দ্রুততম মানবীর খেতাব। আর এই জয়ের মধ্যদিয়ে তিনি ছুঁয়ে ফেলেছেন দেশের সাবেক কৃতী স্প্রিন্টার নাজমুন নাহার বিউটির ১৭ বার দ্রুততম মানবী হওয়ার রেকর্ড। গতকাল শিরিনের এই রেকর্ড ছোঁয়া নিজের চোখে দেখেন বিউটি। মুকুট ফিরে পাওয়ার পর মিশ্র এক অনুভূতি প্রকাশ করেন শিরিন আক্তার। গত বছর বিয়ের পিঁড়িতে বসা শিরিনের জন্য এটিই বিয়ের পর প্রথম সাফল্য। ট্র্যাকে এতই মগ্ন ছিলেন যে, বিয়ের কথা মনে করিয়ে দিতেই হেসে বলেন, 'আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম যে বিয়ে করেছি!' খেলাধুলার পাশাপাশি নিজের পড়াশোনা নিয়েও বড় পরিকল্পনা রয়েছে শিরিনের। উচ্চশিক্ষার জন্য দেশের বাইরে পিএইচডি করার ইচ্ছা আছে তার। ১৭তম বার চ্যাম্পিয়ন হয়ে বিউটির রেকর্ড ছোঁয়া প্রসঙ্গে বলেন, 'আমি বিউটি আপারটা জানি না।

তবে এটা সত্যি আমি ১৭ বার দ্রুততম মানবী হয়েছি।' এমন সাফল্যের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, '১০০ মিটারে প্রথম হওয়াটা দারুণ ভালো লাগার।'

গতবার ১০০ মিটারে হেরে কিছু কথা বলে ফেলেছিলেন ট্র্যাকে, তার জন্য সবার কাছে ক্ষমা চান তিনি। আজ সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, সবাই তার প্রতি বিশ্বাস রেখেছেন এবং সমর্থন দিয়েছেন। এই সাফল্যের পেছনে কোচ আবদুল্লাহেল কাফি, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বিকেএসপি, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ দেন তিনি।

# অপেশাদারির গ্রাসে সাংবাদিকতা ও উত্তরণের পথ

## মীর আব্দুল আলীম

বাঙালি মনীষার ইতিহাসে সংবাদপত্র শুধু খবরের কাগজ ছিল না, এটি ছিল সমাজের বিবেক, রাষ্ট্রের নৈতিক কম্পাস এবং সময়কে বোঝার এক নির্মোহ দর্পণ। যুগে যুগে এই ভূখণ্ডে সংবাদপত্র মানুষের ন্যায়বোধ জাগিয়েছে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী করেছে এবং স্বৈরাচারের মুখোশ উন্মোচন করেছে। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ কিংবা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম-সবখানেই সাংবাদিকতা ছিল সাহসী এক প্রহরীর নাম। কিন্তু আজ সেই প্রহরীর ঘরেই যেন আগুন লেগেছে। সমাজের যে আয়নার মানুষের সামনে সত্যের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরার কথা, সেই আয়নায়ই আজ জমেছে অসততা, অপেশাদারি ও কদর্য স্বার্থপরতার ঘন কাদা।

আজকের বাস্তবতা এমন এক ভয়াবহ অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে 'সাংবাদিক' পরিচয়টি আর শুধু একটি পেশাগত পরিচয় নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে এটি হয়ে উঠেছে ক্ষমতা প্রদর্শনের মাধ্যম, ভয় দেখানোর অস্ত্র কিংবা অপরাধ আড়াল করার এক নিরাপদ ছাতা।

চিকিৎসক হতে যেমন ডিগ্রি লাগে, আইনজীবী হতে যেমন সনদ লাগে, রাষ্ট্রীয় চাকরিতে যেমন নিয়োগকাঠামো রয়েছে, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তেমন কোনো কার্যকর ও কঠোর নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা আজও গড়ে ওঠেনি। ফলে যে কেউ একটি কার্ড, একটি অনলাইন পোর্টাল কিংবা একটি ইউটিউব চ্যানেল খুলেই নিজেকে 'সাংবাদিক' দাবি করতে পারছে।

এ এক ভয়াবহ সামাজিক বিপর্যয়। কারণ যখন সত্য বলার পবিত্র দায়িত্ব অপেশাদার ও নীতিহীন মানুষের হাতে চলে যায়, তখন সংবাদ আর সংবাদ থাকে না, তা পরিণত হয় গুজব, চরিত্র হনন ও চাঁদাবাজির হাতিয়ারে।

এতে শুধু সাংবাদিকতার মর্যাদাই ধ্বংস হয় না, সমাজও হারায় তার নির্ভরযোগ্য সত্যের উৎস। আজ তাই সাংবাদিকতার অভ্যন্তরে জমে ওঠা এই পচন, এই নৈরাজ্য এবং এই ভয়াবহ অবক্ষয়ের নির্মোহ বিশ্লেষণ সময়ের অপরিহার্য দাবি।

বাংলাদেশে প্রকৃত পেশাদার সাংবাদিকের সংখ্যা কত-এই সাধারণ প্রশ্নেরও কোনো নির্ভরযোগ্য উত্তর রাষ্ট্রের কাছে নেই। এটি শুধু প্রশাসনিক দুর্বলতা নয়, বরং এটি একটি গভীর পেশাগত সংকটের প্রতিচ্ছবি। একজন চিকিৎসকের পরিচয় জানতে বিএমডিসির রেজিস্ট্রেশন নম্বর দেখা যায়, একজন আইনজীবীর পরিচয় বার কাউন্সিলে সংরক্ষিত থাকে, কিন্তু সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এমন কোনো একীভূত জাতীয় ডেটা বেইস কার্যকরভাবে নেই।

ফলে এই পেশায় কে প্রকৃত সংবাদকর্মী আর কে শুধু সুযোগসন্ধানী, তা বোঝা ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে। এই শূন্যতার সুযোগে হাজার হাজার মানুষ নিজেদের সাংবাদিক পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত করছে। অনেকের কোনো সংবাদমাধ্যমে ন্যূনতম নিয়মিত কাজের অভিজ্ঞতাও নেই, অথচ তারা পরিচয়পত্র ব্যবহার করছে, সামাজিক প্রভাব বিস্তার করছে এবং প্রশাসনিক সুবিধা আদায় করছে। এতে সবচেয়ে বড় ক্ষতির শিকার হচ্ছেন প্রকৃত সাংবাদিকরা। যাঁরা বছরের পর বছর মাঠে ঘাম ঝরিয়ে সত্য অনুসন্ধান করেছেন, ক্ষমতার রোষানলে পড়েছেন, জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন, তাঁদের অবস্থানও আজ প্রশ্নবিদ্ধ। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো, এই বিশৃঙ্খল অবস্থা সাংবাদিকতার কাঠামোগত ভিত্তিকেই দুর্বল করে দিচ্ছে।

একসময় 'প্রেস' শব্দটি ছিল সম্মান, দায়িত্ব ও সাহসের প্রতীক। আজ অনেক ক্ষেত্রে সেটিই হয়ে উঠেছে বিশেষ সুবিধা আদায়ের লাইসেন্স। রাজধানী থেকে মফস্বল-সবখানেই দেখা যায় মোটরসাইকেল, প্রাইভেট কার কিংবা মাইক্রোবাসে বড় বড় অক্ষরে লেখা 'চজউঝঝ'। কিন্তু সেই যানবাহনের মালিকের সঙ্গে সাংবাদিকতার কোনো বাস্তব সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। এই পরিচয়পত্র এখন অনেক ক্ষেত্রে ট্রাফিক আইন ভাঙার ঢাল, পুলিশি তল্লাশি এড়ানোর পদ্ধতি কিংবা ভয় দেখানোর কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সবচেয়ে ভয়াবহ হলো, সাংবাদিকতার পবিত্র পরিচয়কে ব্যবহার করে অপরাধীরা নিজেদের রক্ষা করছে। এই প্রবণতা সমাজে দুটি ভয়ংকর বার্তা দিচ্ছে-প্রথমত, সাংবাদিকতা আর সম্মানের পেশা নয়; দ্বিতীয়ত, এটি ব্যবহার করে আইনকে পাশ কাটানো সম্ভব। যখন একটি পেশার পরিচয় অপরাধের নিরাপদ বর্মে পরিণত হয়, তখন সেই পেশার নৈতিক ভিত্তি ভয়াবহভাবে ধসে পড়ে।

সাংবাদিকতার মোড়কে প্রাতিষ্ঠানিক চাঁদাবাজির বিস্তার লাভ করেছে গোটা দেশে। একসময় সাংবাদিকরা ছিলেন সমাজের নিপীড়িত মানুষের কণ্ঠস্বর। কিন্তু আজ এক শ্রেণির অসাধু ব্যক্তি সাংবাদিকতার কার্ড ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকেই জিম্মি করছে। গ্রামগঞ্জ থেকে শুরু করে শহরের অলিগলি পর্যন্ত ভয়ংকর সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে, যারা মানুষের ভুলভ্রান্তি খুঁজে বেড়ায় শুধু অর্থ আদায়ের উদ্দেশ্যে। কোনো ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের ছোটখাটো ত্রুটি, কোনো সরকারি কর্মচারীর প্রশাসনিক দুর্বলতা কিংবা কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত সংকট-সবকিছুই এখন 'নিউজ করে দেব' হুমকির মাধ্যমে অর্থ আদায়ের উপকরণে পরিণত হয়েছে। এতে সাংবাদিকতার সামাজিক ভূমিকা ধ্বংস হচ্ছে।

একসময় হলুদ সাংবাদিকতা বলতে বোঝাত অতিরঞ্জিত ও চটকদার সংবাদ পরিবেশন। কিন্তু বর্তমান সময়ে এর চরিত্র আরো ভয়াবহ হয়েছে। এখন এটি ব্যক্তিগত প্রতিশোধ, সামাজিক অপমান এবং চরিত্র হননের অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। কেউ ব্যক্তিগতভাবে ক্ষুব্ধ হলেই একটি অনলাইন পোর্টাল খুলে, ফেসবুক পেজ চালু করে কিংবা ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে সাংবাদিক পরিচয় ব্যবহার করে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করছে। যাচাই-বাছাই ছাড়াই মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। অনেক সম্মানিত ব্যক্তি, শিক্ষক, চিকিৎসক, ব্যবসায়ী বা রাজনৈতিক কর্মী এই অপপ্রচারের শিকার হচ্ছেন।

আজ সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হলো, মুষ্টিমেয় কিছু অপরাধপ্রবণ ও অসাধু মানুষের দায়ভার বহন করতে হচ্ছে প্রকৃত সাংবাদিকদের। একজন পেশাদার সংবাদকর্মী যখন মাঠে কাজ করতে যান, তখন তাঁকেও অনেক সময় সন্দেহের চোখে দেখা হয়। অনেকেই মনে করেন, হয়তো তিনিও কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে এসেছেন। এই সামাজিক অবিশ্বাস একজন সাংবাদিকের কাজকে কঠিন করে তোলে। কারণ সাংবাদিকতার সবচেয়ে বড় শক্তি হলো মানুষের আস্থা। মানুষ যদি সংবাদকর্মীর ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে, তবে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা দুর্বল হয়ে পড়ে। তথ্য সংগ্রহ কঠিন হয়ে যায়, সত্য উন্মোচনের পথ সংকুচিত হয়।

আইনি শিথিলতা ও নামসর্বস্ব পোর্টালের ভয়াবহ বিস্তার দিন দিন বেড়েই চলেছে। ডিজিটাল প্রযুক্তির সহজলভ্যতা যেমন নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে, তেমনি নিয়ন্ত্রণহীনতা ভয়াবহ বিশৃঙ্খলাও সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে হাজার হাজার অনলাইন নিউজ পোর্টাল গড়ে উঠেছে, যেগুলোর বেশির ভাগের কোনো কার্যকর সম্পাদকীয় কাঠামো, নৈতিক নীতিমালা কিংবা পেশাগত মানদণ্ড নেই। যে কেউ একটি ওয়েবসাইট খুলে নিজেকে সম্পাদক বা সাংবাদিক ঘোষণা করতে পারছে। অনেক ক্ষেত্রে অফিস নেই, সংবাদকর্মী নেই, এমনকি কোনো নির্ভরযোগ্য পাঠকগোষ্ঠীও নেই, তবু তারা সাংবাদিক পরিচয়ে সক্রিয়।

অপরাধজগতের নতুন অভয়ারণ্য হিসেবে সাংবাদিক পরিচয় ভয়াবহ রূপ পেয়েছে। বর্তমানে উদ্বেগজনকভাবে দেখা যাচ্ছে, অপরাধজগতের অনেক ব্যক্তি নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সাংবাদিক পরিচয় ব্যবহার করছে। মাদক ব্যবসা, চোরাচালান, অবৈধ দখলদারি কিংবা ভূমিদস্যুতার সঙ্গে জড়িত কিছু লোক সাংবাদিকতার কার্ড ব্যবহার করে প্রশাসনিক নজরদারি এড়ানোর চেষ্টা করছে। তারা মনে করে, সাংবাদিক পরিচয় থাকলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী সহজে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে না। ফলে এই পরিচয় অপরাধীদের জন্য এক ধরনের নিরাপদ আশ্রয়ে পরিণত হচ্ছে।

সাংবাদিকতায় প্রশিক্ষণ ও পেশাগত নৈতিকতার ভয়াবহ অনুপস্থিতি। সাংবাদিকতা একটি বিশেষায়িত বিদ্যা। এখানে তথ্য যাচাই, বস্তুনিষ্ঠতা, ভাষাশৈলী, নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় তথাকথিত সাংবাদিক সংবাদ লেখার মৌলিক কাঠামো সম্পর্কেও অজ্ঞ।

সংবাদের পাঁচটি 'ডব্লিউ' এবং একটি 'এইচ'-'কি, কেন, কোথায়, কখন, কে এবং কিভাবে'-এই মৌলিক কাঠামো না জেনেই অনেকে সংবাদ প্রকাশ করছে। ফলে তথ্যবিভ্রাট ঘটছে, গুজব ছড়াচ্ছে এবং জনমনে ভুল ধারণা তৈরি হচ্ছে। সবচেয়ে বড় সংকট হলো নৈতিকতার অবক্ষয়। সাংবাদিকতার মূলভিত্তি হলো সত্য ও নিরপেক্ষতা। কিন্তু অনেকেই এখন সংবাদকে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করছে। ফলে পেশাগত আদর্শ ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

এই অবস্থায় রাষ্ট্রের কী করা উচিত? উত্তরণের পথ : সাংবাদিকতার এই ভয়াবহ অবক্ষয় রোধ করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন একটি শক্তিশালী ও স্বচ্ছ জাতীয় নিবন্ধন ব্যবস্থা। তথ্য মন্ত্রণালয়, প্রেস কাউন্সিল ও সাংবাদিক সংগঠনগুলোর সমন্বয়ে একটি কেন্দ্রীয় ডেটা বেইস তৈরি করতে হবে, যেখানে প্রকৃত সাংবাদিকদের পরিচয়, কর্মস্থল, অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা সংরক্ষিত থাকবে। সাংবাদিক পরিচয়ে অপরাধ, চাঁদাবাজি কিংবা অপপ্রচার রোধে দ্রুত বিচার ভিত্তিক বিশেষ আইনিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। একই সঙ্গে অনলাইন পোর্টালের নিবন্ধন ও তদারকি কঠোর করতে হবে, যেন যে কেউ ইচ্ছামতো পোর্টাল খুলে সমাজে বিভ্রান্তি ছড়াতে না পারে। পাশাপাশি সাংবাদিকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ, নৈতিকতা শিক্ষা এবং পেশাগত মানোন্নয়নের উদ্যোগও জরুরি। মূলধারার সাংবাদিক সংগঠনগুলোকে আরো ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, যাতে অপেশাদার ও অপরাধীরা এই পেশার আড়ালে আশ্রয় নিতে না পারে।

দিনশেষে সমাজ তার বিবেককে খুঁজে পায় সংবাদপত্রের পাতায়। সেই বিবেক যদি নীতিহীনতা, অশিক্ষা ও অপরাধের দখলে চলে যায়, তবে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎও অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে। সাংবাদিকতা শুধু একটি পেশা নয়, এটি সভ্য সমাজের নৈতিক শিরদাঁড়া। সেই শিরদাঁড়ায় যদি পচন ধরে, তবে গণতন্ত্রও ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে। সময় এসেছে কলমকে আবারও সত্যের পক্ষে দাঁড় করানোর। সময় এসেছে সাংবাদিকতার পবিত্রতাকে ফিরিয়ে আনার। কারণ সমাজের দর্পণ যদি স্বচ্ছ না থাকে, তবে জাতিও একদিন নিজের মুখ চিনতে ভুলে যাবে।

Tareq Chowdhury
*Principal*

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS

ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে
যে কোন আইনগত পরামর্শের
জন্য যোগাযোগ করুন

Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970

102 Cranbrook Road, Wellesley House,
2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

# Migration Advisory Committee publishes detailed analysis of Skilled Worker

The Migration Advisory Committee (MAC) last week published a new report examining which migrants arriving on Skilled Worker visas remain in the UK long term and which leave.

The report draws on linked Home Office administrative data covering migrants who entered the Skilled Worker route (including its predecessor, the Tier 2 (General) route, and the Health and Care Worker visa) between 2014 and 2024. It is described as "a first step towards better understanding variation in stay rates across migrants, helping to refine our understanding of the impacts of migration on the UK and informing immigration policy through its implications for long-term integration outcomes."

The MAC cautions that what it terms 'stay rates' refers only to the holding of valid immigration status in the UK, and that it is not currently possible to know whether those individuals have physically remained in the country.

Overall, the MAC finds that five-year stay rates have risen steadily in recent years, from 74% for those arriving in 2014 to 85% for those arriving in 2019, and vary significantly across a range of factors Migrants from wealthier countries are less likely to stay long term, while those from Africa, Southern Asia, and non-EU European countries show the highest retention. Female migrants are more likely to remain than males. Younger migrants aged under 45 are more likely to remain than those over 45. The sector a migrant works in also has a strong bearing on outcomes, with health and care workers among the most likely to remain and higher education professionals among the most likely to leave. Salary too plays a role, with lower earners proving more likely to stay than higher earners.

With regard to the sector of employment, 88.2% of migrants working in the human health and social work sector still held valid immigration status after five years, compared to only 76.4% of those working in other industries. Nurses in particular show consistently high retention, with 94% still holding valid immigration status five years after arrival. At the other end of the spectrum, the education sector has markedly lower stay rates, driven by higher education roles where, the report notes, "short-term contracts and internationally mobile career paths may contribute to earlier exits."

On salary, migrants initially earning less than £40,000 have the highest stay rates compared to migrants on higher salary bands, while those earning over £125,000 show the lowest rates of long-term retention. The MAC cautions, however, that the true departure rate among the highest earners may be even higher than the data suggests, since longer initial visa durations for this group make early exits harder to detect.

The report also finds that the stay rate of migrants has appeared to increase with successive migrant cohorts, and that this trend cannot be explained simply by changes in the composition of arrivals over time. The increase predates the post-Brexit immigration reforms of December 2020 and the MAC states that its underlying causes remain unclear.

The MAC notes that its findings are directly relevant to the Government's current proposals for a system of "earned settlement". It observes that groups with lower stay rates, such as higher earners and those working in higher education, could be more susceptible to being deterred by a less generous settlement offer. In contrast, health and care workers and lower-paid migrants already show very high rates of long-term commitment to remaining in the UK. The MAC concludes that while these factors will refine future fiscal estimates for specific groups, they are unlikely to alter the broad picture that the Skilled Worker route is, on average, "significantly fiscally positive" for those entering at or above the salary thresholds set out in the Immigration Rules.

# One in, one out' pilot scheme for asylum seekers extended until October

Under the terms of an agreement signed in July last year by the British and French governments, asylum seekers who arrive in the UK by small boat can be returned to France in exchange for another individual being transferred legally from France to the UK.

The agreement remains in force until 11 June 2026 but can be renewed upon mutual written agreement.

According to the Guardian, Home Office sources have now indicated that the agreement will be extended until 1 October.

While there was no official statement confirming the extension, a Home Office spokesperson was quoted as saying: "Under our returns agreement with France, we have deported more than 600 illegal migrants from British soil. This contributes to the nearly 60,000 illegal migrants who have been returned since July 2024 up 31% on the 19 months prior. This is just one part of our wider reforms to remove the incentives that draw illegal migrants to the UK and ramp up the return of those with no right to be here."

Figures cited by the Guardian show that, as of 28 April, 605 people had been returned to France under the scheme, while 581 people have been brought to the UK from France in exchange.

**Immigration and Asylum Bill**

"Legislation will be introduced to increase confidence in the security of the immigration and asylum systems"

 Radical reform is needed to address the scale of illegal arrivals and increase the Government's ability to remove those with no right to be here. This legislation will bring into effect the main reforms announced in the Restoring Order and Control statement in November 2025, the most significant policy proposals on asylum in a generation.

 The Government will build on the changes already made – making refugee status temporary and securing co-operation from a number of countries who had previously refused to take back those with no right to be in the UK. We will restore order and control to the immigration system: speeding up the removal and deportation of foreign criminals and those with no right to be here, and reducing the pull factors driving illegal migration.

The UK is an open, tolerant and generous country that celebrates diversity and wants those values reflected in its institutions – that has not, and will not, change. But restoring control at our borders is vital for maintaining confidence in those values.

**What does the Bill do?**

Claiming asylum in Britain today is more attractive than elsewhere in Europe – surging by 74 per cent since 2021, compared to a 26 per cent rise across the European Union (EU). Over 400,000 people have claimed asylum in that time, with more than 100,000 currently in taxpayer-funded accommodation at a cost of £4 billion last year.

The Government has cut £1 billion from the asylum bill, increased returns by 31 per cent in the 19 months since July 2024 compared with the 19 months previously, and pledged to open new safe and legal routes as an alternative to dangerous small boat crossings. But we must go further to restore order and control, whilst also offering sanctuary to those in need and genuinely fleeing danger.

**The Bill will:**

**Create a fair but firm asylum system**

Introduce a new asylum model based on contribution, integration, and respect for UK laws. It will build on reforms enacted in March 2026 to ensure that whilst protection will be provided, entitlements will need to be earned.

Replace the various forms of protection with a single 'core protection' model. This will simplify decision-making; reduce the number of legal challenges and reduce costs by incentivising refugees to work.

Define in law when protection can be revoked – making clear it is only for those who remain at risk in their home countries, and who obey UK laws.

Require asylum seekers receiving taxpayer-funded accommodation and other support to contribute to the cost borne by the British taxpayer once they are able to do so.

Scale up the removal of those with no right to be in the UK and ensure immigration rules are enforced

Create a new independent appeals body. This will deliver an appeals system that is fast, fair and restores public confidence. It will be staffed by professionally trained adjudicators and, while decisions will be fully independent, the new body will be integrated into the end-to-end immigration system to ensure cases flow through quickly to removal where appeals are unsuccessful.

Enable immediate forced removal of those who have exhausted all appeals.

Strengthen age assessment to root out false claims by those claiming to be under 18 and better safeguard genuine children.

# Brexit Beckons

**K S T Qureshi**

Sir Keir Starmer's apparent inclination towards closer alignment with the European Union may well prove to be one of the most consequential strategic miscalculations in modern British politics. While the Labour leader and now Prime Minister may view deeper cooperation with Brussels as economically rational and diplomatically prudent, such a posture risks alienating the very electorate whose trust he must preserve if Labour wishes to survive as a dominant governing force in Britain's volatile political environment.

The political reality of post-Brexit Britain is far more profound than many Westminster strategists care to admit. Brexit was not merely a referendum on trade arrangements or customs regulations; it was an emotional, cultural, and democratic revolt by millions of voters who believed that sovereignty, national identity, and democratic accountability had been eroded by decades of supranational integration. Regardless of whether one supported or opposed Brexit, the referendum produced a decisive political independence. Any attempt to gradually reverse or dilute that decision risks reopening wounds that have not yet fully healed.

Sir Keir Starmer's difficulty lies precisely here. Throughout much of his political career, he cultivated a distinctly pro-European image. During the Brexit years, he was closely associated with efforts to soften, delay, or effectively revisit Britain's departure from the EU. Although he has publicly ruled out rejoining the single market or customs union, many voters remain sceptical. Politics, after all, is often governed less by manifestos than by perception. And the perception among substantial sections of the British electorate is that Labour's leadership class remains emotionally and ideologically attached to Brussels.

This presents a dangerous contradiction for Labour. The party's recent electoral gains depended heavily upon winning back working-class and lower-middle-class constituencies in England — particularly in former industrial regions that overwhelmingly voted Leave in 2016. These voters did not merely reject Conservative governments; they also rejected what they perceived as a detached metropolitan political establishment. They were weary of being lectured by technocrats, economists, and cultural elites who dismissed their anxieties as ignorance or nostalgia.

If Starmer now steers Labour towards overt European realignment, he risks confirming the suspicion that Brexit was never truly accepted by Britain's governing class. Even modest proposals for regulatory convergence, judicial cooperation, or renewed institutional entanglements may be interpreted by many voters as the first steps towards re-entry through the back door. In politics, symbolism matters immensely. A government that appears psychologically incapable of embracing Britain's post-EU independence will inevitably struggle to maintain credibility among Brexit-supporting voters.

The danger is not simply electoral arithmetic; it is existential political identity. Labour historically derived its strength from its ability to unite patriotic working-class voters with progressive urban constituencies. Yet these coalitions increasingly diverge on questions of nationhood, borders, sovereignty, and cultural identity. Starmer's instinctive Europhilia may reassure liberal professionals in London, Manchester, or Bristol, but it risks deepening Labour's disconnect from voters in Sunderland, Stoke, Doncaster, or Hartlepool — constituencies where Brexit remains not merely a policy preference but a statement of democratic self-respect.

Moreover, the broader European situation itself offers little political inspiration for British voters. Across the continent, the EU faces mounting internal tensions: sluggish economic growth, disputes over migration, democratic dissatisfaction, and the rise of nationalist parties in numerous member states. The romantic image of the European project that once captivated parts of Britain's political class has faded considerably. Many British voters observe European politics today not with envy, but with caution.

Starmer must therefore recognise a fundamental truth about democratic legitimacy in Britain: the Brexit question has been settled politically, even if not emotionally for some sections of the elite. Attempting to gradually reorient Britain back towards European structures may satisfy segments of the commentariat, civil service, and internationalist intelligentsia, but it would come at enormous political cost. Voters who backed Brexit already harbour deep distrust towards political leaders whom they perceive as evasive or disingenuous. Any sign that Labour seeks to quietly dilute Britain's independence could rapidly revive populist anger.

Indeed, the greatest beneficiary of such a development would not necessarily be the Conservative Party, but insurgent populist movements on the right. British politics has repeatedly demonstrated that whenever mainstream parties appear disconnected from public sentiment on sovereignty and immigration, alternative movements emerge to exploit the vacuum. UKIP transformed British politics once before; Reform UK and similar forces could do so again if Labour is perceived as reopening the European question.

For the survival of the Labour Party as a broad national coalition, Starmer may ultimately need to suppress his own pro-European instincts. Pragmatic cooperation with the EU on trade, security, and scientific research is unavoidable and sensible. Britain and Europe will always remain geographically and economically intertwined. Yet there is a profound difference between practical diplomacy and ideological gravitation. The former reflects statecraft; the latter risks political self-destruction.

A durable Labour government can only survive if it fully internalises the political meaning of Brexit. That does not require hostility towards Europe, nor does it demand nationalist theatrics. It simply requires accepting that a substantial portion of the British electorate no longer wishes to be governed through frameworks associated with Brussels. Respecting that sentiment is not reactionary; it is democratic realism.

Sir Keir Starmer's challenge, therefore, is not merely administrative but philosophical. He must decide whether Labour intends to govern the Britain that exists, or the Britain many within its elite circles still nostalgically wish existed before 2016. If he continues to drift visibly towards the European Union, he may discover too late that electoral mandates in Britain are fragile, conditional, and easily withdrawn. The future survival of Labour may depend not on how closely it can align with Europe, but on how convincingly it can demonstrate that it has finally understood why Britain chose to leave in the first place.

20 May 2026 - London.

| Asia | Cow | Cow Share | Sheep |
|---|---|---|---|
| Bangladesh | £560 | £80 | £135 |
| Pakistan | £385 | £55 | £135 |
| Kashmir | £385 | £55 | £135 |
| Afghanistan | £385 | £55 | £135 |
| Rohingya (Burma) | £560 | £80 | £135 |
| Sri Lanka | £385 | £55 | £135 |
| India | £175 | £25 | £135 |

# SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM

UK Charity No. 1126168
NGO Affairs Bureau Bangladesh
Registration No- 3052

# MADRASHA &ORPHANAGE

**UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ**
**Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.**
**Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357**

Welfare

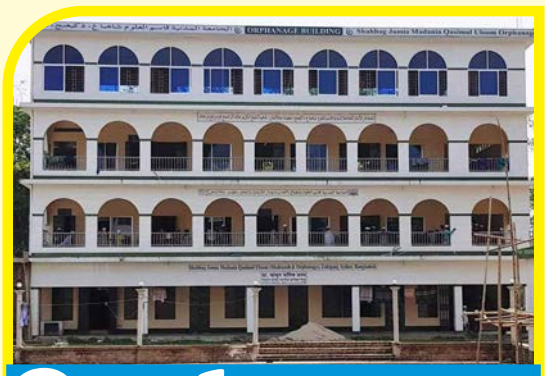
Orphanage

Madrasah

## Please Help supporting the poor & needy with your:

**Lillah** **Sadaqah** **Zakat** **Fitra**
**Fidya** **Kaffara** **Qurbani**

## CAN DONATE VIA :

**Paypal:** shahbagjamia@yahoo.com
**Online:** www.shahbagjamia.com
**Telephone:** 0798 335 7324

**UK Bank Details:**
**Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust**
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

## PROJECTS

**Hafiz Sponsor** £250 x 3 = £750 .00

**Shops** (permanent income for Orphanage)
Per Shop £2500.00

**Class/Living Room for Orphanage**
Per Room £3000.00

**Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage**
33 Decimal Land £1000, One Cow £400
Minnow (Fishery), Tree plant £100

**Ashab-e-Badr Fund**
one off payment £700.00 x 313 Donor

**For further information please contact:**
**Maulana Abdul Hafiz, Principal**
**Mobile: 0798 335 7324**
**e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com**

Year: 23 ♦ Issue: 1084 ♦ Friday 22 May - Thursday 28 May 2026

# BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

# সীমান্তে ২৭ কিলোমিটার কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণে প্রস্তুত ভারত

**পোস্ট ডেস্ক :** বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ ও বিওপি স্থাপনের জন্য ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের কাছে প্রথম দফার জমি হস্তান্তর করেছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার। প্রথম মন্ত্রিসভা বৈঠকের ১০ দিনের মধ্যে বিএসএফকে আনুষ্ঠানিক জমি হস্তান্তরের এ প্রক্রিয়া শুরু হলো।

বুধবার পশ্চিমবঙ্গের সচিবালয় নবান্নে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে এ প্রক্রিয়া শুরু হয়। প্রথম দফায় বর্ডার আউটপোস্ট নির্মাণ ও কাঁটাতারের বেড়ার জন্য নির্ধারিত ২৭ কিলোমিটার জমি হস্তান্তর করা হয়েছে। এর মধ্যে আছে ৯ জেলার

৩২ একর সরকারি খাসজমি। এ ছাড়া আছে ব্যক্তিগত বা কেনা জমিও। পাঁচ জেলায় ৪৩ একর ব্যক্তিগত জমি কেনা হয়েছে। সব মিলিয়ে ২৭ কিলোমিটার জমির মূল্য পরিশোধ করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

বৈঠকে শুভেন্দু বলেন, 'আজকের দিনটা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক দিন পর বিএসএফ, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার এক হয়ে হাত মিলিয়ে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় কাজ করছে।' তিনি জানান, বাংলাদেশের সঙ্গে সীমান্ত চার হাজার কিলোমিটার। পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে ২ হাজার ২০০ কিলোমিটার। বাকি রাজ্যে বিএসএফের চাহিদামতো জমি দেওয়া হয়েছে। আমাদের এ রাজ্যে ২ হাজার ২০০-এর মধ্যে ১ হাজার ৬০০ কিলোমিটার কাঁটাতার রয়েছে। ৬০০ কিলোমিটারে কাঁটাতার সম্পূর্ণ করা যায়নি।' --১৭ পৃষ্ঠায়

# সউদী আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২ বাংলাদেশি

**পোস্ট ডেস্ক :** সউদী আরবের জেদ্দা-রিয়াদ মহাসড়কের আফিফ এলাকায় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় দুই বাংলাদেশি প্রবাসী নিহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় গত শুক্রবার রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে আহত হয়েছেন আরও দুজন।

নিহতরা হলেন কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলার বটলী ইউনিয়নের বাসুদাই গ্রামের নূর-এ-আলম (৪২) এবং চৌদ্দগ্রাম উপজেলার শ্রীপুর ইউনিয়নের বসুয়া গ্রামের ইউনুস মিয়া (৪৮)। শনিবার সকালে তাদের পরিবার মৃত্যুর খবর পায়।

পরিবার ও স্বজনদের বরাতে জানা গেছে, নূর-এ-আলম ও ইউনুস মিয়া যৌথভাবে রিয়াদে একটি ব্যবসা পরিচালনা করতেন। শুক্রবার দোকানের জন্য পণ্য নিয়ে জেদ্দা থেকে রিয়াদে ফেরার পথে তাদের গাড়িটি দুর্ঘটনার শিকার হয়।

প্রাথমিকভাবে জানা যায়, দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলেই নূর-এ-আলম ও ইউনুস মিয়ার মৃত্যু হয়। একই ঘটনায় এক সউদী নাগরিকও নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন প্রবাসীরা। আহতদের মধ্যে গাড়িচালকের অবস্থা গুরুতর।

সউদী আরবপ্রবাসী বাংলাদেশি মনির হোসেন, যিনি নূর-এ-আলমের ভাগ্নে, জানান, দুর্ঘটনার সময় গাড়িতে থাকা সবাই গুরুতর আহত হন। পরে ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়। নূর-এ-আলমের স্ত্রী সুমী আক্তার বলেন, "আমাদের --১৭ পৃষ্ঠায়

# সাইবার হামলা ঠেকাতে যুক্তরাজ্যের নতুন ডিভাইস 'সাইলেন্টগ্লাস'

**পোস্ট ডেস্ক :** সাইবার নিরাপত্তা জোরদারে নতুন একটি হার্ডওয়্যারভিত্তিক ডিভাইস উন্মোচন করেছে যুক্তরাজ্যের সাইবার গোয়েন্দা সংস্থা। 'সাইলেন্টগাস' নামের এই গ্যাজেটটি ইতোমধ্যে বিশ্বজুড়ে প্রযুক্তি অঙ্গনে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি করেছে।

যুক্তরাজ্যের গভর্নমেন্ট কমিউনিকেশনস হেডকোয়ার্টার্স (জিসিএইচকিউ) তাদের ন্যাশনাল সাইবার সিকিউরিটি সেন্টারের (এনসিএসসি) মাধ্যমে ডিভাইসটি চালু করেছে। সংস্থাটির দাবি, এটি ডিসপ্লে ও কম্পিউটারের মধ্যকার ক্ষতিকর বা সন্দেহজনক ট্রাফিক শনাক্ত ও প্রতিরোধ করতে সক্ষম। সরকারি সম্পদ সুরক্ষার উদ্দেশ্যে তৈরি এই প্লাগ-অ্যান্ড-প্লে ডিভাইসটি ইতোমধ্যে 'উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে ব্যবহারের জন্য অনুমোদন' পেয়েছে।

ডিভাইসটির ডিজাইনের লাইসেন্স পেয়েছে যুক্তরাজ্যভিত্তিক সাইবার নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান গোল্ডিলক ল্যাবস।

প্রতিষ্ঠানটি সাইবার হামলার সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভৌত সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে নেটওয়ার্কের ক্ষতি সীমিত করার প্রযুক্তি তৈরিতে বিশেষজ্ঞ। পণ্যটি বৈশ্বিক বাজারে সহজলভ্য করতে তারা সনি ইউকে টেকনোলজি সেন্টারের সঙ্গে অংশীদারত্ব করেছে। তবে এখনো এটি সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়নি।

সাইলেন্টগাস প্রচলিত অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যারের মতো --১৭ পৃষ্ঠায়

# ভারত থেকে অবৈধ বাংলাদেশিদের ফেরত পাঠানোর ঘোষণা

**পোস্ট ডেস্ক :** ভারত সরকারের ২০১৯ সালের বহুল বিতর্কিত নাগরিকত্ব আইন সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট (সিএএ) পশ্চিমবঙ্গে কার্যকরের ঘোষণা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। গত বুধবার তাঁর এই ঘোষণার ফলে ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের পরে যারা ভারতে ঢুকেছে, তারা সবাই অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বলে বিবেচিত হবে। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ এদের হস্তান্তর করবে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) হাতে। তারা হস্তান্তর করবে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবির হাতে।

পশ্চিমবঙ্গের নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বুধবার নবান্নতে বিএসএফের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকের পর এসব কথা জানিয়েছেন। ওই অনুষ্ঠানে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে শুভেন্দু বলেন, ভারত সরকার ২০২৫ সালের ১৪ মে একটি নির্দেশিকা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে পাঠায়।

যারা অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী, তাদের সরাসরি বিএসএফের হাতে হস্তান্তর করার জন্য ওই নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছিল। অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের হস্তান্তর করার জন্য যে আইন তাও ভারত --১৭ পৃষ্ঠায়

# ইরানের হুঙ্কার

**পোস্ট ডেস্ক :** আলোচনা ও শান্তি চুক্তি নিয়ে অচলাবস্তার মধ্যে পাল্টাপাল্টি হুঁশিয়ারি বার্তা দিয়েই যাচ্ছে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্র। ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ডস (আইআরজিসি) এবার যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলকে উদ্দেশ করে কড়া সতর্কবার্তা দিয়েছে।

আইআরজিসি এক বিবৃতিতে বলেছে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল যদি আবার ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে, তবে সেই যুদ্ধ অঞ্চল ছাড়িয়ে বিস্তৃত হবে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প এবং ইসরাইলি কর্মকর্তাদের তেহরানের ওপর পুনরায় হামলার হুমকির প্রসঙ্গ টেনে বিবৃতিতে বলা হয়, ইরানের বিরুদ্ধে আগ্রাসনের পুনরাবৃত্তি হলে যুদ্ধ এবার অঞ্চল ছাড়িয়ে যাবে এবং আমাদের বিধ্বংসী আঘাত আপনাদের এমন স্থানে কালো মাটিতে ফেলে দেবে যা আপনি কখনো কল্পনাও করেননি।

এ ছাড়া তেহরানের বিরুদ্ধে পুনরায় সামরিক হামলা শুরু করার আশঙ্কা নিয়ে ট্রাম্পের হুমকির বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় এক্স নেটওয়ার্কে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি লিখেছেন, আমরা যে শিক্ষা পেয়েছি এবং যে জ্ঞান অর্জন করেছি, তাতে নিশ্চিন্ত থাকুন-যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন আরও অনেক বেশি চমক নিয়ে আসবে। --১৭ পৃষ্ঠায়

| Asia | Cow | Cow Share | Sheep |
|---|---|---|---|
| Bangladesh | £560 | £80 | £135 |
| Pakistan | £385 | £55 | £135 |
| Kashmir | £385 | £55 | £135 |
| Afghanistan | £385 | £55 | £135 |
| Rohingya (Burma) | £560 | £80 | £135 |
| Sri Lanka | £385 | £55 | £135 |
| India | £175 | £25 | £135 |

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
**Tel: News - 0203 488 7990, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk**